উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 23 February 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 275



## নতুন হকিন্স ঘরে আনার এটা সেরা সময়।

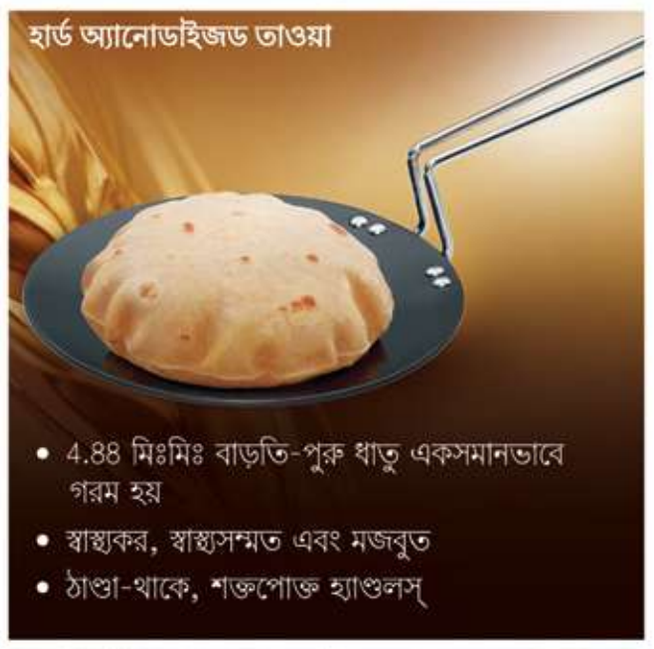

আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার বড়বাজার রমা মেটাল স্টোর, 7063058445 • দুর্গাবাড়ী শুভম এন্টারপ্রাইস, 9474432562 • মারোয়াড়ি পট্টি রামকুমার ঘাসিরাম, 9434005956 • নিউ আলিপুরদুয়ার ষ্টেশনের নিকটে লক্ষ্মী মেটাল, 9609756467 • নিউ টাউন মনোরমা, 9832404373 • বাসন্তী ইলেক্ট্রিক স্টোর্স, 9064428815 হ্যামিলটনগঞ্জ বাস ষ্ট্যাণ্ড স্বপ্না ভ্যারাইটিজ স্টোর্স, 9733177940 হাসিমারা ওল্ড হাসিমারা চৌপাঠি শিবায় মেটাল, 9933546532 জয়গাঁও সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট অলকা মার্কেটিং, 9932561856 • মেন রোড বিকাশ এন্টারপ্রাইস, 9474085230 • জয় ভিক্ষু ট্রেডিং কোম্পানী, 9609990903 • মুখার্জী সেন্টার রুক্মিণী হাউস, 9233780167 • এন.এস. রোড এম ডি স্টোর, 7384782039 • শর্মা ব্রাদার্স, 9434349769 কোচবিহার কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার ত্রিনাথ ভ্যারাইটি সেন্টার, 8972471725 • জাপানী পট্টি মুসকান এন্টারপ্রাইস, 9474146346 • মা গন্ধেশ্বরী মেটাল স্টোর্স, 8116955911 • সত্যনারায়ণ মেটাল স্টোর, 9832448884 • আবির্ভাব মেটাল স্টোর্স, 9046556000 • আর.এন. রোড শর্মা ব্রাদার্স, 8343925778 দিওয়ানহাট দিওয়ানহাট চৌপট্টি সাহা মেটাল স্টোর্স, 9733177645 দিনহাটা চওড়াহাট জোয়ারদার মেটাল স্টোর্স, 9832065494 • সাহা ব্রাদার্স, 9475118237 • আশীর্বাদ মেটাল স্টোর্স, 9641260405 দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট বালুরঘাট বাজার এম.এস.এস. কুমার ষ্টীল ট্রেডার্স, 8942099425 • শ্রী বালাজী ষ্টীল, 9002570010 • নিউ তিরুপতি ষ্টীল ফার্ণিচার, 9800531986 বুনিয়াদপুর চৌমাথা মণ্ডল বাসনালয়, 8327408391 গঙ্গারামপুর হাই স্কুল রোড ভি.আই.পি. হাউস, 7872109404 • দক্ষিণ দিনাজপুর সাহা ভ্যারাইটিজ এবং ছাতা ঘর, 9434969463 দার্জিলিং বাগডোগরা বিহার মোড় পপুলার স্টোর্স, 9832523209 পানীট্যাঙ্কি রেল ক্রশিং গনেশ হার্ডওয়্যার্স, 9062713084 শিলিগুড়ি আলুপট্টি শ্রীরাম ভাণ্ডার, 8918581639 • দে ব্রাদার্স, 9434048912 • বিধান মার্কেট নদিয়া স্টোর্স, 9932026652 • প্রণব স্টোর্স, 9434327298 • মহাকালী স্টোর্স, 9434006973 • পারফেক্ট প্লাজা, 9945168303 • রুক্মিণী প্যালেস, 9832079759 • বিধান রোড নর্থ বেঙ্গল স্টোর, 8927722041 • চম্পাসারি বিশাল এন্টারপ্রাইস, 7908100551 • মেগা বাস্কেট, 9800000505 • বিকাশ মেটাল, 7001346013 • ডাক্তিপাড়া বিশাল এন্টারপ্রাইস, 7908100551 • জলপাই মোড় অনুরাগ এন্টারপ্রাইস, 9800006868 • আর্য বেকারীর নিকটে পৃথ্বী, 7908364851 • পিএনবি বিল্ডিং শ্রিয়া, 7002501556 • থানা রোড জি.এন. ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832016895 জলপাইগুড়ি ধূপগুড়ি কাপুর পট্টি ঘর সংসার, 9434339739 জলপাইগুড়ি দিনবাজার মার্কেট কমপ্লেক্স প্রসাদিরাম প্রভুদয়াল, 6294584613 • মার্চেন্ট রোড মিত্র ব্রাদার্স, 8250749323 • বণিক মেটাল স্টোর্স, 7001783737 ময়নাগুড়ি মালবাজার রোড বর্তন ভাণ্ডার, 7908702132 • পেট্রোল পাম্পের নিকটে শ্রী জয়শঙ্কর মেটাল স্টোর্স, 8967904498 মালবাজার ক্যালটেক্স রোড বাসনালয়, 8918028889 • নর্থ বেঙ্গল মেটাল স্টোর্স, 6297777504 ওডলাবাড়ী ওডলাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত জয় মা সন্তোষী স্টোর্স, 8670238059 কালিম্পং কালিম্পং বাস ষ্ট্যাণ্ড পশুপতি স্টোর্স, 9434208227 • রেলী রোড মমতা স্টোর্স, 8123414329 মালদহ বুলবুলচণ্ডী সিনেমাহল রোড রায় স্টোর্স, 9733263576 চাঁচল নেতাজী মোড় এন এন দাস অ্যান্ড সন্স, 9434683511 হরিশচন্দ্রপুর রামওইষ্ণু রায় মোড় ভার্মা অ্যান্ড সন্স, 8927815410 কালিয়াচক কালিয়াচক গোল্ডেন এন্টারপ্রাইস, 6294471640 মালদহ ডিসিআর মার্কেট মালদহ ইলেক্ট্রিক হাউস, 9434680562 • লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, 8250352023 • বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832556653 • কানির মোড় চক্রবর্তী এন্টারপ্রাইস, 9635603679 মিলকি মিলকি পিএনবি'র নিকটে ইউনিক গিফ্ট হাউস, 9614967796 পাকুয়াহাট রজনী বাসনালয়, 9564099230 রতুয়া রতুয়া বাসনালয়, 9733197212 সামসি রতনপুর হাট মেসার্স তাইজুদ্দিন আহমেদ, 9851263331 সুজাপুর বাস ষ্ট্যাণ্ড সহিল বাসনালয়, 9434981790 উত্তর দিনাজপুর ডালখোলা ডালখোলা বাজার মহিউদ্দিন স্টোর্স, 9733248825 ইসলামপুর ইসলামপুর বাজার ইসলামপুর মেটাল স্টোর্স, 9434984157 ইটাহা ইটাহা মার্কেট ষ্টুডেন্ট কর্নার, 9735078007 কালিয়াগঞ্জ এন.এস. রোড আশীর্বাদ, 9002355199 রায়গঞ্জ বি.সি.রায় সরণী মডার্ণ ইলেক্ট্রিক, 7063549444 • ঘড়ি মোড় পদ্মা স্টোর্স, 9749265567 • এসবিআই ব্যাঙ্কের নিকটে রাধাকৃষ্ণ এন্টারপ্রাইস, 7364019068 • থানা রোড ভরত গ্লাস স্টোর্স, 8100401145 • ভরত গ্লাস, 9434246931 • নীলম গিফ্ট হাউস, 9593927420 • লক্ষ্মী ট্রেডার্স, 9475719038 তুঙ্গিদীঘি বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকটে সাহা বাসনালয়, 9614852464 *নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্যে ডীলারকে জিজ্ঞাসা করুন • ডীলারশীপ অনুসন্ধানের জন্যে: sales@hawkins.in • যেকোন সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন: (022) 24440807/8240419733 cs@hawkins.in www.buyhawkins.in • আপনার দোকানের নাম আপনি ফীচার করতে চাইলে কল করুন : 8240419733 • অন্য যেকোনো সহায়তার জন্যে কল করুন : 8240737330

## প্রেশার কুকার ও রান্নার বাসনপত্রের 400রও বেশি মডেলের সবচেয়ে বিস্তৃত রেঞ্জ।

# আলো অধ্যায়ে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি



**পার্থপ্রতিম ঘোষ,** *শিক্ষক*
*আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার*

ভৌতবিজ্ঞান সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘আলো’ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট বারো নম্বর থাকবে। বহু বিকল্পভিত্তিক, অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ‘আলো’ অধ্যায়টি যতটা সহজভাবে সম্ভব আলোচনা করছি। তবে ছাত্রছাত্রীদের বলব, শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে এবং অবশ্যই তার জন্য পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়তে হবে।



**1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) :**

(প্রশ্নমান- 1)

1.1) বস্তু অপেক্ষা ছোট অসদবিম্ব গঠিত হয় –
a) সমতল দর্পণে b) উত্তল দর্পণে
c) অবতল দর্পণে d) কোনওটিই নয়

1.2) প্রদত্ত কোন দর্পণে কোনও বস্তুর বিবর্ধিত অসদবিম্ব গঠিত হয় –
a) সমতল দর্পণে b) উত্তল দর্পণে
c) অবতল দর্পণে d) উত্তল বা অবতল দর্পণে

1.3) গোলীয় দর্পণের প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাটি হল -
a) বক্রতা ব্যাসার্ধ b) প্রধান অক্ষ
c) রৈখিক উন্মেষ d) ফোকাস দূরত্ব

1.4) গোলীয় দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ ‘r’ ও ফোকাস দৈর্ঘ্য ‘f’-এর মধ্যে সম্পর্কটি হল –
a) r=f b) f=r/2
c) f=2r d) r=3f

1.5) প্রতিসরণের ক্ষেত্রে চ্যুতির মান সর্বনিম্ন হয় যখন আপতন কোণের মান–
a) $0^0$ b) $45^0$ c) $60^0$ d) $90^0$

1.6) একটি প্রিজমের কয়টি আয়তাকার তল থাকে?
a) একটি b) দুটি c) তিনটি d) পাঁচটি

1.7) সাদা আলোর কোন বর্ণের জন্য কাচের প্রতিসারঙ্ক সর্বোচ্চ?
a) লাল b) নীল c) বেগুনি d) হলুদ

1.8) আলোর প্রতিসরণ অপরিবর্তিত থাকে–
a) তরঙ্গদৈর্ঘ্য b) কম্পাঙ্ক c) আলোর গতিবেগ d) তীব্রতা

1.9) নীচের কোন জোড়টি সাদা আলোর বিশুদ্ধ বর্ণালির দুটি প্রান্তিক বর্ণ –
a) লাল ও বেগুনি b) লাল ও সবুজ c) বেগুনি ও হলুদ d) নীল ও আকাশি

1.10) দৃশ্যমান আলোগুলির মধ্যে কার কম্পাঙ্ক সর্বাধিক?
a) নীল b) লাল c) বেগুনি d) হলুদ

1.11) c ও v যথাক্রমে শূন্যস্থানে এবং কোনও মাধ্যমে আলোর বেগ হলে মাধ্যমটির পরম প্রতিসরাঙ্ক হবে–
a) cv b) v/c c) c/v d) $(c/v)^{1/2}$

1.12) নীচের তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?
a) এক্স-রশ্মি b) দৃশ্যমান আলো c) গামা রশ্মি
d) অবলোহিত তরঙ্গ

1.13) চাঁদের আকাশ দেখতে কেমন?
a) সাদা b) নীল c) লাল d) কালো

1.14) উত্তল লেন্স সর্বদা একটি বস্তুর সদবিম্ব গঠন করে যদি বস্তু থাকে-
a) ফোকাসের মধ্যে b) ফোকাসের বাইরে
c) বক্রতাকেন্দ্রের মধ্যে d) কোনওটিই নয়

1.15) মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে-




a) একই থাকে b) হ্রাস পায় c) বৃদ্ধি পায় d) প্রথমে বৃদ্ধি পায়, পরে হ্রাস পায়

1.16) নীচের তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটির শক্তি সবচেয়ে বেশি?
এ) মাইক্রো তরঙ্গ b) রেডিও তরঙ্গ
c) অবলোহিত তরঙ্গ d) দৃশ্যমান আলো

1.17) মানুষের চোখের যে অংশে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেটি হল–
a) অক্ষিলেন্স b) অক্ষিগোলক c) রেটিনা
d) অন্ধবিন্দু

1.18) শরীরে ভিটামিন-D তৈরিতে সাহায্য করে –
a) অতিবেগুনি রশ্মি b) অবলোহিত রশ্মি c) X-রশ্মি d) রেডিও ওয়েভ

1.19) লাল গোলাপের উপর সবুজ আলো পড়লে গোলাপকে দেখতে হবে-
a) লাল b) সবুজ c) কালো d) হলুদ

1.20) নীল বর্ণের পরিপূরক বর্ণ কোনটি?
a) হলুদ b) লাল c) ম্যাজেন্টা d) সবুজ

উ: 1.1-b, 1.2-c, 1.3-c, 1.4-b, 1.5-a, 1.6-c, 1.7-c, 1.8-b, 1.9-a, 1.10-c, 1.11-c, 1.12-c, 1.13-d, 1.14-b, 1.15-b, 1.16-d, 1.17-c, 1.18-a, 1.19-c, 1.20-a

**2. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :**

(প্রশ্নমান- 1)

2.1) সমতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান কত?
উ: সমতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য অসীম।

2.2) গাড়ির হেডলাইটে কোন ধরনের গোলীয় দর্পণ ব্যবহার করা হয়?
উ: গাড়ির হেডলাইটে অধিবৃত্তাকার দর্পণ বা অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।

2.3) আলোকরশ্মি কোন পথ বরাবর গোলীয় দর্পণে আপতিত হলে সেই পথেই প্রতিফলিত হয়?
উ: আলোকরশ্মি বক্রতা ব্যাসার্ধ বরাবর গোলীয় দর্পণে আপতিত হলে সেই পথেই প্রতিফলিত হয়।

2.4) সোলার কুকারে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহৃত হয়?
উ: সোলার কুকারে অবতল দর্পণ ব্যবহৃত হয়।

2.5) গোলীয় দর্পণের গৌণ ফোকাসের সংখ্যা কত?
উ: গোলীয় দর্পণের গৌণ ফোকাসের সংখ্যা অসীম।

2.6) কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 বলতে কী বোঝায়?
উ: বায়ু থেকে আলো কাচে প্রবেশ করলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত হয় 1.5 ।

2.7) আলোকরশ্মি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে বেগের কীরূপ পরিবর্তন হয়?
উ: আলোকরশ্মি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে বেগ কমে।

2.8) আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের সঙ্গে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের সম্পর্ক কী?
উ: আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক বাড়লে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বাড়ে।

2.9) শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক কত?
উ: শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক হল 1।

2.10) একটি আলোকরশ্মি কাচের ফলকে লম্বভাবে আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ কত?
উ: একটি আলোকরশ্মি কাচের ফলকে লম্বভাবে আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ শূন্য হয়।

2.11) ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোর গতিপথ কীরকম হয়?
উ: ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থানে আলোকরশ্মি প্রিজমের ভূমির সমান্তরালে যায়।

2.12) কোন মাধ্যমে আলোর বেগ সর্বাধিক?
উ: শূন্যস্থানে আলোর বেগ সর্বাধিক।

2.13) সাদা আলো একবর্ণী না বহুবর্ণী আলো?
উ: সাদা আলো বহুবর্ণী আলো।

2.14) আলোর বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ দাও।
উ: আলোর বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ হল রামধনু।

2.15) প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলো পাঠালে কোন বর্ণের আলোর বিচ্যুতি ন্যূনতম হবে?
উ: প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলো পাঠালে লাল বর্ণের আলোর বিচ্যুতি সর্বনিম্ন হয়।

2.16) ক্যামেরায় কীসের সাহায্যে আলোক সম্পাতকাল নিয়ন্ত্রণ করা হয়?
উ: ক্যামেরায় শাটারের সাহায্যে আলোক সম্পাতকাল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

*(চলবে)*

# প্রশ্নোত্তরে স্নায়ুতন্ত্র



**সুবীর সরকার,** *শিক্ষক*
*সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয় জলপাইগুড়ি*

**প্রশ্নমান ২/৩**

❑ **স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ?**
উ:- স্নায়ু কোষ ও নিউরোগ্লিয়া কোষ দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সংযোগসাধন করে, পরিবেশ থেকে আগত উদ্দীপনায় সাড়া দেয় ও পরিবেশের সঙ্গে দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

❑ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র কত প্রকার ও কী কী?
উ:- মানুষের স্নায়ুতন্ত্র তিন প্রকারের হয়। যথা- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

❑ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র কী কী অংশ দ্বারা গঠিত?
উ:- মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা গঠিত এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র



## দশম শ্রেণি জীবনবিজ্ঞান

করোটিক স্নায়ু (১২ জোড়া) ও সুষুম্না স্নায়ু (৩১ জোড়া) নিয়ে গঠিত।

❑ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলতে কী বোঝো?
উ:- যে সকল স্নায়ু দেহের আন্তরযন্ত্র, গ্রন্থি এবং অনৈচ্ছিক পেশিতে বিন্যস্ত থাকে এবং তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা অটোনমাস স্নায়ুতন্ত্র (ANS) বলে।

❑ স্নায়ুতন্ত্রকে ভৌত সমন্বায়ক বলে কেন?
উ:- স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা প্রাণীদেহে স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে এবং কাজের পরে স্নায়ুতন্ত্রের ভৌত গঠনের কোনও পরিবর্তন ঘটে না তাই একে ভৌত সমন্বায়ক বলে।

❑ বহুকোষী উন্নত প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র না থাকলে কী হত?
উ:- বহুকোষী জীবদেহ বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্র দ্বারা গঠিত। স্নায়ুতন্ত্র এই বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে এবং পরিবেশ ও দেহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। যদি স্নায়ুতন্ত্র না থাকত তাহলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ও তন্ত্রের মধ্যে কার্যগত সমন্বয়সাধন ঘটত না এবং দেহতন্ত্র বিনষ্ট হত।

❑ গ্রাহক বা রিসেপ্টর কাকে বলে?
উ:- স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত যেসব কোষ বা অঙ্গসমূহ বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদ্দীপনা গ্রহণ করে তাদের গ্রাহক বলে।

❑ কারক বা ইফেক্টর কাকে বলে?
উ:- যেসব অঙ্গ উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্দীপিত হয় এবং নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের কারক বা ইফেক্টর বলে।

❑ স্নায়বিক পথ কী?
উ:- স্নায়ু কোষ দ্বারা গঠিত যে নির্দিষ্ট পথে গ্রাহক কোষ বা অঙ্গ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্কের বিবেচনা কেন্দ্রে আসার পর তা যথাযথ নির্দেশ নিয়ে স্নায়ুর মাধ্যমে কারক অঙ্গে এসে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে তাকে স্নায়বিক পথ বলে।

❑ স্নায়ু কোষ বা নিউরোন কাকে বলে?
উ:- কোষদেহ ও প্রবর্ধকের সমন্বয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত কার্যগত একককে নিউরোন বলে।

❑ অ্যাক্সন কী? এর দুটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য লেখো।
উ:- নিউরোন বা স্নায়ু কোষের লম্বা বহির্বাহী শাখাবিহীন প্রবর্ধককে অ্যাক্সন বলে।
অ্যাক্সনের দুটি বৈশিষ্ট্য-
i) কোষদেহের অ্যাক্সন হিলক থেকে উৎপন্ন হওয়া শাখাবিহীন প্রবর্ধক হল অ্যাক্সন।
ii) অ্যাক্সনের সাইটোপ্লাজমকে অ্যাক্সোপ্লাজম বলে।

❑ ডেনড্রন কাকে বলে?
উ:-কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখাযুক্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যের নিজল দানাযুক্ত সংজ্ঞাবহ প্রবর্ধিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রনের প্রতিটি শাখাকে ডেনড্রাইট বলে।

❑ অ্যাক্সনের দুটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য লেখো যা ডেনড্রনে অনুপস্থিত।
উ:- i) অ্যাক্সনের বাইরে মায়ালিন আবরণ থাকে, যা ডেনড্রনে থাকে না।
ii) ডেনড্রন ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত হয় কিন্তু অ্যাক্সন সাধারণত শাখাবিহীন হয়।

❑ নিউরো ফাইব্রিল কী?
উ:- নিউরোনের কোষদেহ ডেনড্রন ও অ্যাক্সনে যে সূক্ষ্ম সুতোর মতো গঠন বিন্যস্ত থাকে তাদের নিউরোফিলামেন্ট বলে। এই নিউরোফিলামেন্ট গুচ্ছকে একত্রে নিউরো ফাইব্রিল বলে।

# সহজে শিখি ইংরেজি ব্যাকরণ



**পীযূষ সূত্রধর,** *শিক্ষক*
*তপসীখাতা উচ্চবিদ্যালয় আলিপুরদুয়ার*

## দশম শ্রেণি ইংরেজি

*পূর্ব প্রকাশের পর*

Negative Active: They have not done it.
Negative Passive : It has not been done by them.
এখানে Subject singular হলে has been এবং plural হলে have been হয়।

**Simple Past tense:**
Passive: Object-এর subject + was/were + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।
Active: He sang a song.
Passive: A song was sung by him.
Negative Active: He did not sing a song.
Negative Passive: A song was not sung by him.
এখানে Subject singular হলে was এবং plural হলে were বসে।

**Past Continuous tense:**
Passive Structure: Object-এর subject + was/were + being + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।
Active: She was writing a letter.
Passive: A letter was being written by her.
Negative Active : She was not writing a letter.
Negative Passive: A letter was not being written by her.
Present Continuous tense ও Past Continuous উভয় ক্ষেত্রে passive voice-এ being ব্যবহৃত হয়।

**Past Perfect tense:**
Passive Structure: Object-এর subject + had + been + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।
Active: You had helped me.
Passive : I had been helped by you.
Negative Active : You had not helped me.
Negative Passive : I had not been helped by you.

**Future Indefinite বা Simple Future tense:**
Passive Structure: Object-এর subject + will/shall + be + verb-এর past participle form + by + subject-এর object.
Example:
Active: I shall do it.
Passive: It will be done by me.
Negative Active: I shall not do it.
Negative Passive : It will not be done by me.

**Future Perfect Tense:**
Passive Structure: Object-এর subject + shall have/will have + been + verb-এর past participle form + by + subject-এর object।
Example:
Active : Rimi will have completed the project work by tomorrow.
Passive: The project work will have been completed by Rimi by tomorrow.
Negative Active : Rimi will not have completed the project work by tomorrow.




Negative Passive: The project work will not have been completed by Rimi by tomorrow.
এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের Sentence-এর Voice Change কীভাবে করতে হয় তা দেওয়া হল:

● **Interrogative Sentence:**
Wh-Questions-কে Passive Voice-এ রূপান্তরিত করা যাক-
1) Active question : When did you do it?
Passive question : When was it done by you?
2) Active question: Why have you written this letter?
Passive question : Why has this letter been written by you?

● **Yes/ No Questions-**
1) Active: Do you like tea?
Passive : Is tea liked by you?
2) Active : Is Mihi singing a song?
Passive : Is a song being sung by Mihi?

2) Modal Auxiliary verbs যুক্ত Sentence-এর Voice Change:
1) Active : You should obey your elders.
Passive : Your elders should be obeyed by you.
2) Active: You may win the lottery.
Passive : The lottery may be won by you.

● **Imperative Sentence-এর Voice Change:**
1)Active: Close the window.
Passive : Let the window be closed.
2) Active: Please open the door.
Passive : You are requested to open the door.
3) Active : Obey your teachers.
Passive: Your teachers should be obeyed.
4) Active: Let us do it.
Passive : Let it be done by us.

● **Intransitive Verb যুক্ত Sentence:**
1) Active: Pranjal ran a race.
Passive : A race was run by Pranjal.
2) Active: Meghdeep slept a sound sleep.
Passive : A sound sleep was slept by Meghdeep.

5) Passive Voice-এ By ছাড়া অন্য Preposition-এর ব্যবহার:
1) Active: Pihu's dance charmed us.
Passive: We were charmed at Pihu's dance.
2) Active: I Know Ayush.
Passive : Ayush is known to me.
3) Active: Her progress satisfied us.
Passive : We were satisfied with her progress.

6) কিছু Sentence আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে
Passive Voice -এ কর্তা উল্লেখ না থাকলেও Active Voice -এ কর্তা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। যেমন-
1) Passive: My purse has been stolen.
Active: Someone has stolen my purse.
2) Passive: Trespassers will be prosecuted.
Active : The authority will prosecute trespassers.
3) Passive: The thieves were arrested.
Active : Police arrested the thieves.

**Quasi-Passive Voice:**
Quasi-Passive voice-এর Sentence-এর structure active voice-এর মতো কিন্তু Sense বা অর্থ passive voice-এর মতো।
যেমন- Honey tastes sweet. এই sentenceটির voice change করলে হবে- Honey is sweet when it is tasted. আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:
A) The milk smells sour.
=The milk is sour when it is smelt.
B) The house is building.
=The house is being built.
B) Stone feels hard.
= Stone is hard when it is felt.
আশা করি সঠিক নিয়ম মেনে সবাই খুব সহজেই যে কোনও Sentence-এর Voice Change করতে পারবে।

# প্রস্তুতির পরিকল্পনাও স্মার্ট হওয়া চাই



**ছাত্রছাত্রীরা বছরের প্রথম থেকেই ভালোভাবে পড়াশোনা করছ তো? পড়ার স্মার্ট রুটিন তৈরি, বন্ধুদের সঙ্গে গ্রুপ ডিসকাশন, পড়া মনে রাখার উপায়, সঠিক সময়ে পড়া রিভাইস- সবকিছুতেই প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার। পড়াশোনার সামগ্রিক প্রস্তুতির পরামর্শ দিলেন শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক অনিন্দ্য পাল।**

ছাত্রছাত্রীরা, নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম পর্বে তোমাদের পড়াশোনা বেশ কিছুটা এগিয়েছে। সামনে এপ্রিল মাসে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে রাখবে, স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতির পরীক্ষা থেকে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারলে তবেই বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার ভিত তৈরি হবে। তাই সফল হতে সঠিক প্রস্তুতি শুরু করতে হবে প্রথম থেকেই। আজ কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তুতির পরামর্শ রইল।

● **আগে বুঝবে, তারপর পড়বে :**
প্রথমেই বলব, প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে ক্লাসে বুঝতে হবে। আর সেজন্য নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা জরুরি। কিছু বিষয় একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই একদিন ক্লাসে না এলে পরের দিনগুলোতেও অসুবিধা হয়। না বুঝে পড়লে কিছু সময়ের জন্য পড়া মনে থাকলেও দীর্ঘ সময় পড়া মনে রাখা কঠিন। পড়া ভালোভাবে বুঝতে শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য নাও। প্রয়োজনে চিত্র, ডায়াগ্রাম, শিক্ষামূলক ভিডিও দ্যাখো।

● **একটানা পড়ার মাঝে বিরতি নাও :**
বাড়িতে পড়ার সময় একটানা অনেকক্ষণ না পড়ে মাঝে অল্প সময়ের বিরতি নাও। ধরে নাও, ৩০ মিনিট একটানা কোনও বিষয় পড়ার পর ৫ মিনিট বিশ্রাম নেবে। এই সময়ে একটু ভেবে নিলে ভালো হয় কী কী পড়লে, কতটা মনে রাখতে পারছ। যেগুলো মনে রাখতে পারছ না, সেগুলো আবার পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

● **নিজের রুটিন নিজেই বানাও :**
পড়ার রুটিন তৈরি পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই সঠিকভাবে ‘স্মার্ট রুটিন’ বানিয়ে নাও নিজের সুবিধামতো। তা নিজেই ঠিক করো। মনে রাখবে, স্কুল বা টিউশনে পড়া বোঝা, নোটস লেখা, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ জেনে নেওয়ার কাজ হলেও বাড়িতে নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়বে বা চর্চা করবে



> শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শিক্ষার্থীদের অনেকেই নিয়মিত স্কুলে আসে, ক্লাসে পড়া বোঝে, প্রতিদিনের পড়া দেওয়ারও চেষ্টা করে। অথচ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারে না, যা নিয়ে শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক সবাই খুব চিন্তিত। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অথচ সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নিলে পরীক্ষায় নম্বর তোলা অনেকটাই সহজ হয়।

স্কুল, টিউশন, অন্যান্য কাজের সময় বাদ দিয়ে কখন তুমি পড়বে ততক্ষণ পড়া আয়ত্ত করতে পারবে না। রুটিনে সকাল বা সন্ধ্যা কোন সময়টা তুমি পড়বে, সেটার একটা রূপরেখা তৈরি করে এগিয়ে চলো।

● **সহজ থেকে কঠিনে এগোবে :**
পড়ায় মনোনিবেশ করার সময় সহজ বিষয় আগে পড়ো, তারপর ধাপে ধাপে কঠিন পড়া আয়ত্তের চেষ্টা করো। প্রথমেই কঠিন বিষয় সামনে এলে অনেক সময় বিরক্তির সঙ্গে নেতিবাচক ভাবনা গ্রাস করে। তাই সহজ বিষয় আগে আয়ত্ত করলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া যায়।

● **যা পড়েছ, নিজেকে প্রশ্ন করো :**
কিছুক্ষণ পড়ার পর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, তার সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দাও নিজেই। কিছুটা মনে থাকবে, কিছুটা ভুলবে এটাই স্বাভাবিক। সবাই কমবেশি ভুলে যায়। কিন্তু যারা বারবার চেষ্টা করে তারাই মনে রাখতে পারে। যেটা ভুলে যাচ্ছ, সেটা আবার পড়ো। প্রয়োজনে লেখো, ছবি বা ডায়াগ্রাম দ্যাখো, পড়া আবৃত্তি করো। হার মানলে চলবে না।

● **সপ্তাহে একদিন হোক গ্রুপ ডিসকাশন :**
সপ্তাহে অন্তত একদিন বন্ধুদের সঙ্গে পড়ার বিষয়ে গ্রুপ ডিসকাশন করো। তিন থেকে চারজনের গ্রুপ বানাও। কোনও বিষয় সবাই একসঙ্গে পড়ে এসে একে অপরকে প্রশ্ন করো। কেউ উত্তর বলতে না পারলে সঠিক উত্তর বলে দাও। তারপর অন্যজন রোটেশনে একইভাবে প্রশ্ন করবে। পড়া মনে রাখতে এই পদ্ধতি খুব কার্যকর।

● **যতবার রিভাইস, ততবেশি নম্বর :**
ফাইনাল হোক বা ইউনিট টেস্ট, পরীক্ষার আগে ভালোভাবে পড়া রিভাইস না করলে পরীক্ষায় ভালো ফল করা কঠিন। সারাবছর ধরে কিছুদিন পরপর যত পড়া রিভাইস করবে পরীক্ষায় নম্বর তোলা ততটাই সহজ হবে। চেষ্টা করো, পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে সাতদিন আগে থেকে প্রতিদিন অন্তত একটি করে বিষয় সম্পূর্ণভাবে রিভাইস করার। এতে পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায় দেখবে সবকিছু অনেকটাই সহজে মনে পড়ছে।

সবশেষে বলব, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনামাফিক পদ্ধতির ফসল। তুমি যত দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করবে, সাফল্য তত সহজে তোমার দরজায় কড়া নাড়বে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা উন্নয়ন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ৩১° / ১৬° | ৩১° / ১৫° | ৩২° / ১৫° | ২৭° / ১৬° |
| সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |

লস্করের ছকে বাংলা-যোগ ৭

রমজানে রক্তস্নাত আফগানিস্তান
বোমাবর্ষণে মৃত ১৭ ৭

শিলিগুড়ি ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 23 February 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 275

সময়ের কথা

## রাম আটকাতে বামেদের প্রোমোশন

তাপসরঞ্জন গিরি

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ ততটাই চমকপ্রদ হচ্ছে। গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ এবং ডিজিটাল মিডিয়ার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়- রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির রথ থামাতে তৃণমূলের এখন অন্যতম তুরুপের তাস তাদের একসময়ের চরম শত্রু সিপিএম। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু বলে কিছু নেই, থাকে স্বার্থ। আর সেই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে আলিমুদ্দিন।

শনিবারই সিপিএমের পরিচিত যুব মুখ প্রতীক উর রহমান যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। একদিকে এইভাবে তরুণ নেতাদের ভাঙিয়ে বামেদের সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করা হচ্ছে, অন্যদিকে আবার সুকৌশলে সেই সিপিএমকেই রাজনৈতিক ময়দানে প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকদল। কেন এই কৌশল? একের পর এক দুর্নীতি, নারী নির্যাতন এবং নীচুতলার নেতাদের দাদাগিরিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া এখন চরমে। প্রকাশ্যে মমতা-অভিষেক 'রেকর্ড মার্জিনে' ফেরার দাবি করলেও, শাসকদলের অন্দরের হিসেবনিকাশ অন্য কথা বলছে। আইপ্যাকের মতো পেশাদার সংস্থার সমীক্ষা হোক বা তৃণমূল নেত্রীর নিজস্ব রাজনৈতিক ফোরকাস্টিং- সব রিপোর্টেই একটা সতর্কবার্তা স্পষ্ট : এবারের নির্বাচন কোনওভাবেই একতরফা হবে না। সামান্য কয়েক হাজার ভোটের এদিক-ওদিক হলেই বহু আসনের ভাগ্য পালটে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হল তৃণমূল-বিরোধী ভোটের একজোট হওয়া। যদি তৃণমূলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সমস্ত ভোট সরাসরি বিজেপির ইভিএমে গিয়ে পড়ে, তবে বিপদ অনিবার্য। ঠিক এখানেই এন্ট্রি নিচ্ছে প্রশান্ত

এরপর ছয়ের পাতায়

# ক্ষীরের খ্যাতিতে উজ্জ্বল কলিগ্রাম

রণবীর দেব অধিকারী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

**চাঁচল, ২২ ফেব্রুয়ারি :** অবন ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' পড়েছেন অনেকেই। কিন্তু 'ক্ষীরের গ্রাম' হিসেবে পরিচিত কোনও গাঁয়ের কথা শুনেছেন কখনও? বেশি দূরে নয়। এই উত্তরবঙ্গেরই প্রাচীন জনপদ চাঁচল থানার কলিগ্রাম হল সেই ক্ষীরের ভাণ্ডার।

গোটা গ্রামজুড়ে আজও ইটের আর্চওয়ালা বহু দালান বাড়ি প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই গ্রামের ক্ষীরের খ্যাতিও শতাব্দীপ্রাচীন। বলিউড-টলিউড থেকে শুরু করে চিৎপুরের নায়ক-নায়িকা, কিংবা সরকারি মহলের সাহেব-সুবো থেকে রাজনীতির রথী-মহারথীরাও নাকি অনেকেই মজেছেন কলিগ্রামের অমৃত সমান ক্ষীরের স্বাদে। এখানকার ক্ষীরের খ্যাতি গোটা গৌড়বঙ্গে। উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্ডারে মালদা জেলা সদর সহ জেলার অন্য এলাকাতে তো চালান যায়ই, সেইসঙ্গে যায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায়।

গ্রামের মধ্যিখানে রোয়াকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন দুই প্রবীণ। ক্ষীরের প্রসঙ্গ তুলতেই চনমনে হয়ে উঠলেন দুই বৃদ্ধ। সত্তরোর্ধ্ব মৃণালকান্তি সরকার বলে উঠলেন, 'ওহ! ক্ষীরের কথা কী আর বলব! যে একবার মুখে দিয়েছে, সে-ই মজেছে। ছোটবেলায় মা-ঠাকুমার হাতে তৈরি ক্ষীরের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।' অশীতিপর অশোক মজুমদারের কথায়, 'কলিগ্রামের ক্ষীরের মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যাবে না। জানেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এই কলিগ্রামের ক্ষীর খাইয়েই এনবিএসটিসির এক কর্মী কোচবিহার থেকে নিজের এলাকা চাঁচলে ট্রান্সফার বাগিয়ে এনেছিলেন। শুধু ট্রান্সফারই নয়, বড় কর্তাদের এই ক্ষীর খাইয়ে খুশি করে অনেকে চাকরিও বাগিয়েছেন। এ ক্ষীরের এমনই স্বাদ!'

কথায় কথায় জানা গেল, আগে এই গাঁয়ে প্রতি বাড়িতেই তিন-চারটি করে গোরু পুষতেন সকলে। ফলে বাড়িতে অন্য কিছুর অভাব হলেও গোরুর খাঁটি দুধের অভাব হয়নি কখনও। আনন্দে-উৎসবে তো বটেই, সারাবছরই সবার অন্যতম প্রধান খাদ্য ছিল দুধ বা দুগ্ধজাত দই, ক্ষীর, পায়েস। বাড়িতে অতিথি এলে আপ্যায়ন করা হত ফুলকো লুচি আর ক্ষীর খাইয়ে। এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই 'প্রথায়' কিঞ্চিৎ ভাটা পড়েছে। প্রবীণরাই জানালেন, ঘরে তৈরি এই ক্ষীরের স্বাদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়েছে প্রবাসীদের হাত ধরে। কলিগ্রামের অনেকেই কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে ও দেশের বাইরে থাকেন। তাঁরাই বাড়ির তৈরি ক্ষীর কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে সহকর্মী বা কর্তাদের খাইয়ে মন জয় করেছেন। পরবর্তীতে কয়েকজন মিষ্টি ব্যবসায়ী ঘরোয়া ক্ষীরকে দোকানে বিক্রি করতে শুরু করেন।

এরপর ছয়ের পাতায়

৪ ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে মাত্র ১৫ রান দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। যদিও ব্যাটিং বিপর্যয়ে হারে ভারত।

# মিলারদের 'প্রায়শ্চিত্তে' হার ভারতের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**দক্ষিণ আফ্রিকা-১৮৭/৭**
**ভারত-১১১ (১৮.৫ ওভারে)**

**আহমেদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ২৯ জুন ২০২৪। স্থান বার্বাডোজ। মঞ্চ টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৩০ রানের। জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিংদের সামনে সেদিন পথ হারিয়েছিলেন প্রোটিয়ারা। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ হেরে কুড়ির বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। 'ম্যাচ কা মুজরিম' হয়ে গিয়েছিলেন ডেভিড মিলার। ট্রফি হাতে তুলেছিলেন রোহিত শর্মা।

মাঝে অনেকটা সময় পার। এর মধ্যে গান্ধি বনাম ম্যান্ডেলার দেশের ক্রিকেট সিরিজ নিয়মিতভাবে রোমাঞ্চে ভরে উঠেছে। কয়েক মাস আগে ভারত সফরে হাজির হয়ে প্রোটিয়ারা টেস্ট সিরিজ জিতে গিয়েছে। টি২০ সিরিজেও দুই দলের ভালোই যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আজ?

জাম্পকাট টু চলতি টি২০ বিশ্বকাপ।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রবিবার সুপার এইটের ম্যাচে ক্রিকেট দুনিয়া দেখল এক 'অন্য' টিম ইন্ডিয়াকে। যাদের কোনও প্ল্যান 'বি' নেই। বিপক্ষকে চাপে ফেলার পরও সেই চাপ ধরে রাখতে জানে না। ব্যাটিংয়ের অ-আ-ক-খ-তে গণ্ডগোল। ব্যাট হাতে শুধুই আগ্রাসনের আস্ফালন করব। কিন্তু ব্যাটিংয়ের বেসিক ভুলে যাব। যে ম্যাচটা হতে পারত বিশ্বকাপে দাপট দেখানোর। সেখানেই ম্যাচ হারের পাশে রানরেটে পিছিয়ে পড়ে নিজেদের খোঁড়া কবরে ঢুকে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। সবরমতির তীরে সূর্যাস্তের ইঙ্গিতে খেতাবরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। সুপার এইটের বাকি থাকা দুই ম্যাচ জিততেই হবে, এমন অবস্থার জন্য নিজেরাই দায়ী ভারত।

ব্রেভিসের (২৯ বলে ৪৫) সঙ্গে মিলারের (৩৫ বলে ৬৩) ৫১ বলে ৯৭ রানের জুটি ভাঙতেই ম্যাচে ফিরেছিল ভারত। বল হাতে বুমরাহ (১৫/৩), অর্শদীপরা (২৮/২) ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৮৭/৭ স্কোরে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। ট্রিস্টান স্টাবস (২৪ বলে অপরাজিত ৪৪) হার্দিকের শেষ ওভারে দুই ছক্কা ও একটি বাউন্ডারির সুবাদে ২০ রান না নিলে হয়তো প্রোটিয়াদের রানটা আরও কম হত। জবাবে চলতি কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে প্রথমবার রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে লজ্জার আঁধারে ডুবে গেল টিম ইন্ডিয়া। মিলার-জানসেন-মহারাজদের 'প্রায়শ্চিত্তের' সুবাদে 'বদলা' নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ১৮৭/৭-এর সামনে ১১১ রানে তলিয়ে ৭৬ রানে হার পাওয়ার হিটারে ভর্তি শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিংয়ের।

এরপর ছয়ের পাতায়

দিলীপের কর্মসূচিতে দলে স্পষ্ট ফাটল

# ভোজে, খেলায় ভোট-গন্ধ

মহম্মদ হাসিম

**নকশালবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** একদিকে জমকালো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। তার প্রায় ৮ কিমি দূরে আবার এলাহি চড়ুইভাতি। সব মিলিয়ে যেন উৎসব। তবে রবিবার নকশালবাড়ির দুই জায়গায় এই দুই 'উৎসবের' পিছনে সাধারণ যোগসূত্র একটাই। বিধানসভা ভোট। তবে এই উৎসবের রাজনীতির আবহেও গোষ্ঠীকোন্দলের ছায়া স্পষ্ট ধরা পড়ল শাসকদলের অন্দরে।

রবিবার নকশালবাড়ির দুই জায়গায় আয়োজিত ওই দুই কর্মসূচির আয়োজনের পিছনে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দুই পৃথক শিবির। এই আয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দারা আপ্লুত হলেও, ভোটের বাক্সে এর প্রভাব কতটা পড়বে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিন নকশালবাড়ির খালপাড়া নিখিল স্মৃতি ময়দানে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ'। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে আয়োজিত এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা তৃণমূল নেতাদের ব্যানার ও পোস্টারে ছেয়ে যায়। প্রতিবেশী দেশ নেপাল সহ মহকুমার মোট ১৬টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। জয়ী দলের জন্য ৪ লক্ষ টাকা এবং রানার্স টিমের জন্য ২ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার সহ একাধিক নেতা। তবে মাঠে পাপিয়া ঘোষের নামে ব্যানার টাঙানো থাকলেও তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মাঠেই এলাকার প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দেন অরুণ।

- নকশালবাড়িতে সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে আয়োজিত হয়েছে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা
- জাবড়া চা বাগানে পিকনিকের আয়োজন তৃণমূলের বিতর্কিত কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের
- দুজনের কেউই একে অপরের কর্মসূচির ব্যাপারে জানেন না

অন্যদিকে, এই মাঠ থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে জাবড়া চা বাগানে চেঙ্গা নদীর তীরে পিকনিকের আয়োজন করেন তৃণমূলের বিতর্কিত কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। প্রায় দুই হাজার রাজবংশী ও চা শ্রমিকদের নিয়ে আয়োজিত এই চড়ুইভাতির সঙ্গে আদিবাসী ও রাজবংশী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল। শেষে ছিল ভূরিভোজের ব্যবস্থা। একই এলাকায় দুটি বড় অনুষ্ঠান হলেও এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান সম্পর্কে কার্যত অন্ধকারে। দলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল বলেন, 'জাবড়া চা বাগানে পিকনিকের বিষয়টি আমার জানা নেই। কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরনের আয়োজন করতেই পারে। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। তবে নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগে আমাকে সমাজসেবী হিসেবে ডাকা হয়েছিল।'

একই সুর শোনা গিয়েছে অরুণের গলাতেও। তিনি বলেন, 'আমাদের এলাকায় পিকনিকের

এরপর ছয়ের পাতায়

# মানুষ বড় একা, পাশে দাঁড়াও...

ভাইরাল বাঁদরছানাটির মতো অনেকেই ভিড়ের মাঝে ভীষণ একা। কেউ হয়তো পরিবারের সঙ্গে থেকেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন, কেউ বা প্রিয় মানুষটিকে মনের কথা বোঝাতে না পেরে ক্লান্ত।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও সৌভিক সেন

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ির লেকটাউনের রূপা দত্তর (নাম পরিবর্তিত) মনে হয়, তাঁকে কেউ বোঝেন না। কাউকে তিনি মনের কথা খুলে বলতেও পারেন না। হয় তাঁর কথার নাকি কেউ গুরুত্ব দেন না, নয়তো তাঁর পুরো কথা শোনার সময় কারও নেই। ক্রমশ তাই নিজের ভালো লাগা-খারাপ লাগা ভাগ করে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে 'পাঞ্চ কুন'-এর সাম্প্রতিক ভাইরাল একাধিক ভিডিও-ও একই কারণে মানুষের মনে বিষণ্ণ আবেগ তৈরি করছে। ভিডিওগুলিতে আছে জাপানের ইচিহাওয়া সিটি জু'র এক বাঁদরছানার কাহিনী। যেখানে সে একটি খেলনা পুতুলকে নিয়ে সময় কাটায়। জন্মের পর নাকি মা এই বাঁদরছানাটিকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। চিড়িয়াখানার অন্য বাঁদররাও তাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল জাপানের বাঁদরছানা 'পাঞ্চ'। -সংগৃহীত

একা থাকতে থাকতে সে একটি পুতুলকে পরম মমতায় আগলে রাখতে শুরু করে। পুতুলটিকে কোলে নিয়ে সে ঘুমোয়, পরম আদরে চুমু দেয়। প্রাণীটির ওই আচরণ যেন একাকিত্ব নামক গভীর অসুখের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বটে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে...।' বাস্তবে একলা চলতে চলতে একাকিত্ব আজকাল ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। যা ধীরে ধীরে অবসাদে আচ্ছন্ন করে মন ও শরীরকে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নির্মল বেরা সতর্ক করলেন, 'একাকিত্ব থেকে ডিপ্রেশন শুরু হয়। বাড়াবাড়ি হলে ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।' কর্মসূত্রে বাইরে থাকা এক তরুণ এসেছিলেন তাঁর কাছে। চিকিৎসক বলেন, 'পরিবার, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে একা থাকতে থাকতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই তরুণ কাজ ছেড়ে চলে এসেছিলেন।'

এরপর ছয়ের পাতায়

একদিকে ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগান বন্ধ। দলে দলে শ্রমিকরা কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছে না তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। কিন্তু অন্যদিকে, চা শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থাকে (ইএসআই) দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে তারা। তাদের যুক্তি, পরিকাঠামো নেই।

# ইএসআই-কে দায়িত্ব নয়, চিঠি তৃণমূলের

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স বা ইএসআই-এর হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা করে ফেলেছে রাজ্য সরকার। তবে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এর তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি দিল তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনই।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে ইএসআইয়ের কোনও পরিকাঠামো নেই। শিলিগুড়িতে একটি হাসপাতাল হয়েছে, সেটাও চালু হয়নি।' তাঁর বক্তব্য, 'শ্রমিকরা দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে সবসময় শিলিগুড়িতে যেতে পারবেন না। আগে ইএসআইয়ের পরিষেবা সর্বত্র চালু হোক, তারপর ওই সংস্থার হাতে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।' অবশ্য এ নিয়ে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এদিন বলেছেন, 'ইএসআই-কে দায়িত্ব দেওয়ার কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বিষয়টি বিবেচনাধীন। শ্রমিক স্বার্থ দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

তরাই-ডুয়ার্স-পাহাড় মিলিয়ে ৩৬৫টি বড় চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ে ৮৭টি, বাকি ২৭৮টি সমতলে। প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১ অনুযায়ী প্রতিটি চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য একটি করে হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক, নার্স সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীও রাখতে হবে। পাশাপাশি এই আইনেই চা বাগানের শ্রমিকদের রেশনের দায়িত্বও বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া রয়েছে।

চা বাগানের শ্রমিকদের রেশনের দায়িত্ব সরকারিভাবে নিজেদের কাঁধে নিয়ে আগেই মালিকপক্ষকে দায়মুক্ত করা হয়েছে। এবার চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দিয়ে মালিকদের আরও সুবিধা করতে চাইছে রাজ্য, শ্রমিক মহলে এমনই অভিযোগ উঠছে।

শ্রম দপ্তর চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব পুরোটাই ইএসআইয়ের হাতে তুলে দিতে চাইছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে দফায় দফায় মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং দপ্তরের আমলারা বৈঠকও করেছেন। মালিকপক্ষ একবাক্যে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনই এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে। এমনকি রাজ্যের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নও মন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

এবার সরাসরি শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে নিজেদের অবস্থান ফের স্পষ্ট করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের সভাপতি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বর্তমানে বাগানগুলিতে হাসপাতাল রয়েছে। সেখানেই শ্রমিকরা চিকিৎসা করান। অসুস্থতার কারণে ছুটির প্রয়োজন হলে বাগানের হাসপাতালে চিকিৎসককে দেখিয়ে

- শ্রম দপ্তর চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব পুরোটাই ইএসআইয়ের হাতে তুলে দিতে চাইছে
- এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে দফায় দফায় মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং দপ্তরের আমলারা বৈঠকও করেছেন
- তবে এর বিরোধিতা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনই

ছুটি লিখিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু ইএসআইয়ের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হলে শ্রমিকদের অসুস্থতার জন্য ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হলেও শিলিগুড়ির হাসপাতালে গিয়ে লাইন দিতে হবে, এটা কতটা বাস্তবসম্মত? ডুয়ার্সের একটা চা বাগানে কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে বা কাউকে পোকামাকড় কামড়ালে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগেই অঘটন ঘটে যেতে পারে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির বক্তব্য, 'ইএসআইয়ের হাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা গেলে বাগানের হাসপাতালগুলি মালিকপক্ষ বন্ধ করে দেবে। তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইএসআই হাসপাতাল তৈরি করা হোক। দু'-তিনটি বাগান নিয়ে একটা হাসপাতাল এবং পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স থাকতে হবে। তাছাড়া আমরা এই প্রকল্প মানব না। এই সমস্তকিছু জানিয়েই শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি।'

# ভিনরাজ্যে বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা

শুভজিৎ দত্ত

**বানারহাট, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বানারহাটের বন্ধ চারটি বাগান থেকে রুজিরুটির সন্ধানে কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতা এখন তুঙ্গে। একেকটি বন্ধ বাগান থেকে ১৫-২০ শতাংশ শ্রমিকই এখন ভিনরাজ্যে রড বাইন্ডিং, ছাদ ঢালাই, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করছেন। তাঁদের নিজের বাসস্থান, পারিবারিক পেশা ছেড়ে দূরে গিয়ে এভাবে অন্য পেশায় যোগদানে চিন্তিত বিভিন্ন মহল।

সমস্যার কথা একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তথা বানারহাটের নেতা তোবারক আলি বলেন, 'বন্ধ বাগানগুলির মালিকপক্ষের অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকার কথা বিশদে শ্রমমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। দ্রুত বাগান খোলার চেষ্টায় সংগঠনগতভাবে আমরা আদাজল খেয়ে লেগে রয়েছি।' বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মার মন্তব্য, 'শ্রমিকদের তো খেয়েপরে বাঁচতে হবে। অন্যত্র চলে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কী-ই বা করার আছে। প্রশাসনের ভূমিকা সদর্থক নয়। সমস্যার কথা সব মহলকে জানানো আছে।'

*বাগান বন্ধ। ভিনরাজ্যের পথে শ্রমিকরা।*

রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর দুই বাগানই অঘোষিত বন্ধ হয়ে রয়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে। এরপরই শুরু হয়ে যায় চায়ের শুখা মরশুম। ফলে আশপাশের খোলা বাগানগুলি বাইরে থেকে অস্থায়ী বা বিঘা শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দেয়। দুষ্কর হয়ে পড়ে কাজ মেলা। রেডব্যাংকের আপার লাইনের রামকুমার ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক এখন কেরলে। তিনি বলেন, 'বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে রয়েছে। এখানে না এলে ওদের খাওয়ানোর পরিস্থিতি থাকত না।' ওই বাগানেরই অজেশ ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক এখন বেঙ্গালুরুতে আছেন। তাঁর কথায়, 'এমনিতেই আমরা বারবার বিপর্যয়ের শিকার। এবার যখন আবার মালিকপক্ষ ছেড়ে চলে গেল, আর ঝুঁকি নিতে পারিনি।' সুরেন্দ্রনগরের সোমরা ওরাওঁ কেরল চলে গিয়েছেন। সেখানে রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করছেন। একই সুরে তিনিও বলছেন, 'এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

চামুর্চি চা বাগান বন্ধ পাঁচ মাস ধরে। শ্রম দপ্তর একের পর এক বৈঠক ডাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ গরহাজির থাকায় আজ পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। রোজগার হারানো সেখানকার শ্রমিক পরিবারগুলো অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রোহিত ছেত্রী বলেন, 'ওঁদের বাইরে যেতে বাধা দেওয়া তো সম্ভব নয়। দ্রুত বাগান খোলাই একমাত্র সমাধান।' আমবাড়ি চা বাগান বন্ধ রয়েছে প্রায় চার মাস ধরে। সেখানকার বাসিন্দা তথা ডুয়ার্স-তরাই আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান জয়প্রকাশ বড়াইকের কথায়, 'এখানকার ২০ শতাংশ শ্রমিকই এখন আর আমবাড়িতে নেই। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে বাইরে চলে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার মূল কারণ মালিকপক্ষের ভূমিকা।' আমবাড়ির রন্থি মাহালি নামে এক শ্রমিক বলেন, 'কেউ তো আর সহযোগিতা করছে না। কী আর করা যাবে। পরিবারকে বাঁচাতেই আমার মরদ (স্বামী) এখন বাইরে।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন জানাচ্ছে, বন্ধ বাগান নিয়ে শ্রম দপ্তরের তৈরি করা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) অনুযায়ী, অন্য মালিকের মাধ্যমে যাতে চামুর্চি খোলে সেই দাবিতে শ্রমিকরা গণস্বাক্ষর করেছেন। তা দ্রুত উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

> **এমনিতেই আমরা বারবার বিপর্যয়ের শিকার। এবার যখন আবার মালিকপক্ষ ছেড়ে চলে গেল, আর ঝুঁকি নিতে পারিনি।**
>
> **অজেশ ওরাওঁ**
> বেঙ্গালুরুতে যাওয়া চা শ্রমিক

> **বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে রয়েছে। এখানে না এলে ওদের খাওয়ানোর পরিস্থিতি থাকত না।**
>
> **রামকুমার ওরাওঁ**
> কেরলে যাওয়া চা শ্রমিক

## পুরস্কৃত ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী

**নাগরাকাটা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** চা শিল্পে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করা হল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের তিনটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার দুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। অপরটি পাহাড়ের। টি বোর্ডের তরফে শনিবার শিলিগুড়ির একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত চিন্তন শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ময়নাগুড়ির জয় জল্লেশ টি গ্রোয়ার্স সোসাইটি। পুরস্কার তুলে দেন টি বোর্ডের উত্তর-পূর্বের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অনুরিতা ফুকন।

২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমের আওতায় ওই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১৮টি মানদণ্ডের ওপর বিবেচনা করে ওই পুরস্কারপ্রাপকদের বেছে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ ও বিহার মিলিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের মোট আটটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পায় দার্জিলিংয়ের মিনারেল স্প্রিং স্মল টি গ্রোয়ার্স সোসাইটি ও ধূপগুড়ির দুরামারি সোনালি স্মল টি গ্রোয়ার্স সোসাইটি। ময়নাগুড়ির জয় জল্লেশ ও দুরামারির সোনালি মূলত সিটিসি চা তৈরি করে। অন্যদিকে পাহাড়ের মিনারেল স্প্রিং অর্থোডক্স চা তৈরির জন্য বিখ্যাত।

বসন্ত বার্তায় বুলবুলি।। *বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়। রবিবার।*

# অসুস্থ শরীরেও শহর পরিষ্কারে অতন্দ্র প্রহরী

আলোর সারথি

**শহরের মূল রাস্তার ফুটপাথে ছড়িয়ে থাকে বালি ও পাথর। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সেটি পরিষ্কার রাখেন রায়গঞ্জ শহরের রেডিমেড জামাকাপড়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৮২ বছরের রামানন্দ দাস। বর্তমানে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।**

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : বয়স বিরাশি ছুঁই ছুঁই। কিন্তু মানসিক শক্তি এখনও অটুট। তাই পথচারীদের স্বার্থে ভোর হতেই ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে পড়েন রায়গঞ্জের রামানন্দ দাস। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন তিনি। অসুস্থতার কারণে মাঝে তিন বছর বন্ধ রেখেছিলেন সাফাইকাজ। তারপর একটু সুস্থ হতেই সমস্ত শারীরিক বাধা দূরে রেখে আবার ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন।

সকাল ৬টা নাগাদ শহরের যুবশ্রী কালী মন্দির এলাকায় ঝাঁটা হাতে দেখা গেল রামানন্দকে। ফুটপাথে জমে থাকা বালি ও পাথর সরিয়ে দিচ্ছেন। ফুটপাথটি বালি ও পাথরে ঢেকে গিয়েছে। মাঝেমধ্যেই সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই অসুস্থ শরীরেও চুপ করে বসে থাকতে পারেননি তিনি। ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন।

একসময় তাঁকে শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখা যেত। প্রত্যেকদিন রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে নালানর্দমার আবর্জনাও পরিষ্কার করতেন তিনি। ২০২১ সালের পর তাঁকে আর নিয়মিত দেখা যায়নি। তবে কোনও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়। শুধুমাত্র শহরকে পরিষ্কার রাখার লক্ষ্যেই তাঁর

*রামানন্দ দাস।*

এই স্বেচ্ছাশ্রম। সুপ্রিয় কুণ্ডু নামে এক স্থানীয় বলেন, 'আগে প্রায়ই দেখতাম সকাল হলে রামানন্দ ড্রেন ও রাস্তা পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছেন।'

কাজ করতে করতে রামানন্দ দাস বললেন, 'অসুস্থতার জন্য এখন আর নিয়মিত শহর পরিষ্কার করতে পারি না। মাঝে দুইদিন কাজ বন্ধ রেখেছিলেম। আবার আজ এই এলাকার কাজ শুরু করলাম।' তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মানুষ এখানে বাজার করতে আসেন। শহরের ফুটপাথ বালি ও পাথরে ভরে গিয়েছে। তাই চুপ থাকতে না পেরে আবার আজ বেরিয়ে পড়লাম। মানুষের বিবেক বোধ কবে হবে জানি না।'

রায়গঞ্জ শহরের বিবেকানন্দ মোড় এলাকায় একটি জামাকাপড়ের দোকান করেন তিনি। সেই দোকানই তাঁর মাথা গোঁজার আশ্রয়। দোকানেই তাঁর সংসার। একবেলা হোটেলে নিরামিষ খান আর রাতেরবেলা খাবার জুটলে খান, নয়তো না খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দেন রামানন্দ।

রামানন্দ বলেন, 'কাজ না করলে অসুস্থ মনে হয়। তাই দীর্ঘদিনের অভ্যাস বদলাতে না পেরে নেমে পড়লাম। এই মাসটা কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে।'

স্থানীরা জানাচ্ছেন, আগের তুলনায় শহর এখন অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কিছু অবিবেচক মানুষ শহরকে নোংরা করছে। সেই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে রামানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। যদিও এই কাজের জন্য কেউ কখনও তাঁকে পুরস্কৃত করেনি।

তবে এজন্য আক্ষেপ নেই রামানন্দ দাসের। তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করতে পারি না। এজন্য পুরস্কার বা অন্য কোনও সম্মানের প্রয়োজন নেই।'

## কর্মখালি

বেকারিতে ড্রপিং মেশিনে বিস্কুটের কাজ জানা দক্ষ কারিগর চাই। থাকা, খাওয়া ফ্রি, ভোটপাট্টি। (M)9832578339. (A/B)

•

Two vacancy for cosmetic store in sales at S.S. Market, Slg. Salary-18K+Incentive. Free Lodging, Mini Age-23, Max : 35, M-8670611309. (C/120909)

•

মালদায় অবস্থিত ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির নিয়োগ হেতু নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। 1) Supervisor (Graduate) Diploma, 2) Batching / Machine Operator (Graduate), 3) Labratory (BSC, MSC) Graduate, 4) Accounts Cum Administration (Experienced), 5) Electrician (ITI, Diploma), 6) Driver (Experience 6 yrs.), 7) Lathe Operator (বেতন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী) দরখাস্ত পাঠান। Mob : 9830337619

## কিডনি চাই

B+ve বা O+ve গ্রুপের কিডনিদাতা চাই। 30 থেকে ৪০ বয়সের মধ্যে সহৃদয় ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 8910816461 (C/120475)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Samsad Ali, S/o Abdul Motaleb, গ্রাম-সাতঘড়িয়া, পো: বুধিয়া, থানা-ইংরেজ বাজার, জেলা-মালদা, পিন 732128, প: ব: আমার পাসপোর্ট (যার নং N5843646) মায়ের নাম ভুল থাকায়, গত 10/02/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মায়ের নাম Juniara Bibi থেকে Juniyara Bibi করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120906)

## অ্যাফিডেভিট

মেয়ে মর্জিনা খাতুনের জন্ম রেজিস্টারে নিজ নাম ভুল থাকায় 18.02.2026 দিনহাটা নোটারিতে 1নং অ্যাফিডেভিট বলে মহির আলী হলাম। সাং-নাগরেরবাড়ি, সাহেবগঞ্জ। (S.M)

**NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.**
**No. KMG/BDO-ET/28/2025-26 (APAS), Dated : 21/02/2026**
Last date and time for bid submission-02/03/2026 at 18.00 hours. For more information please visit-**https://tenders.wb.gov.in**
**Sd/- Block Development Officer, Kumargram Development Block, Kumargram :: Alipurduar**

**NOTICE INVITING QUOTATIONS**
**Tender Ref. No.: F69/V3/REG/0320-26**
**Dated : 20.02.2026**
Sealed Quotations are invited from persons interested in rendering Toyota Innova (Good Condition Top Model and White Colour) commercial registered vehicles on monthly rental basis alongwith drivers for official use.
**Last Date of quotation submission : 27.02.2026**
Please visit **https://cbpbu.ac.in/tender-notice.php** for further details.
**Sd/-**
**Registrar (Addl. Charge)**
**Cooch Behar Panchanan Barma University**

## আজ টিভিতে

ভালোবাসার রং রুট সন্ধে ৬.৩০ সান বাংলা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.১৫ অচেনা অতিথি, দুপুর ১.৩০ রকি, বিকেল ৪.১৫ হিরোগিরি, সন্ধে ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩০ হামি
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.১৫ মহাগুরু, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.৩০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.৩০ বদলা
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ নতুন তীর্থ
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ তুমি এলে তাই
**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** সকাল ৯.৫০ বনজারন, দুপুর ১.১০ বিগ ব্রাদার, বিকেল ৩.৩০ ঘর সংসার, সন্ধে ৬.৫০ ঘর ঘর কি কহানি, রাত ১০.২০ এয়লান
**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.৪৪ আখেঁ, দুপুর ২.০৯ অওলাদ, বিকেল ৫.০৫ দুশমন, সন্ধে ৭.৫০ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, রাত ১০.৪০ মিস্টার আজাদ
**স্টার গোল্ড :** বেলা ১১.৪৫ টাইগার নাগেশ্বর রাও, দুপুর ২.০২ স্ত্রী-টু, বিকেল ৪.৪৯ লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫০ হনুমান, রাত ১০.৪৭ শুট আউট অ্যাট ওয়াডালা
**স্টার গোল্ড টু :** বেলা ১১.৫৯ নাইনটিন টুয়েন্টি ওয়ান, দুপুর ২.১২ গুন্ডে, বিকেল ৫.৩৩ ক্রোধ, রাত ৯.০০ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু, ১১.৩২ ত্রিদেব
**জি বলিউড :** বেলা ১১.০২ সংসার, দুপুর ১.৪৮ দ্য হিরো-লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.২৩ দবং, সন্ধে ৭.৫৯ প্রেমরোগ, রাত ১১.১৪ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি

আনন্দ আশ্রম সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

চ্যালেঞ্জ সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

স্ত্রী-টু দুপুর ২.০২ স্টার গোল্ড

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা চিন্তায় রাখবে। বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা থেকে মুক্তি। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। সিংহ : কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। অতিভোজনে সমস্যা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। তুলা : ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বৃশ্চিক : লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : কেউ অযথা উত্ত্যক্ত করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মকর : ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। হারানো সম্পর্ক ফিরে পাবেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৪ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ১০ ফাগুন, সংবৎ ৬ ফাল্গুন সুদি, ৫ রমজান। সূঃউঃ ৬।১০ অঃ ৫।৩৩। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৯।৫০। ভরণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৬। ব্রহ্মযোগ দিবা ১১।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৫০ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৪১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।২৬ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।১ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৯।৫০ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫। ২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৯।৫০ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৭।৩৫ গতে ৯।০ মধ্যে ও ২।৪২ গতে ৪।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৫১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৫০ গতে নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।৫০ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। দিবা ৯।৫০ মধ্যে গোরূপিণীষষ্ঠী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৬ মধ্যে ও ১০।৩৫ গতে ১২।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১। ২১ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# ভিনরাজ্যে নেতা, সংগঠনের কাজ ফোনে

কায়িক পরিশ্রমে শরীর ভিনরাজ্যে থাকলেও, মন পড়ে আছে কালিয়াগঞ্জের অলিগলিতে। মোবাইল ফোনে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূর থেকেই তিনি সামলাচ্ছেন ব্লক ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব।

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** একসময় যে কালিয়াগঞ্জের মাটি থেকে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো নেতার উত্থান হয়েছিল, আজ সেই মাটিতেই ছাত্র রাজনীতির ব্যাটন এক পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে। সংসার চালাতে তিনি আজ সুদূর গুজরাটে কর্মরত। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমে শরীর ভিনরাজ্যে থাকলেও, মন পড়ে আছে কালিয়াগঞ্জের অলিগলিতে। মোবাইল ফোনে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূর থেকেই তিনি সামলাচ্ছেন ব্লক ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব। অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও রাজনীতি ছাড়েননি ছাত্র পরিষদের কালিয়াগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি কমলেশ রায়।

কালিয়াগঞ্জের বরুণা অঞ্চলের পূর্ব গোয়ালগাঁওয়ের বাসিন্দা কমলেশ। তাঁর বাড়ির সামনে আজও ঢালাই রাস্তা নেই, নেই কোনও পথবাতি বা নিকাশি ব্যবস্থা। কিন্তু জীর্ণ টিনের চালে কঞ্চির ডগায় সগৌরবে উড়ছে ছাত্র পরিষদের পতাকা। কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসা কমলেশ ছোটবেলা থেকেই মানুষের পাশে থাকা এবং দলীয় কাজকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। পাড়ার বাচ্চারা যখন লুকোচুরি খেলত, কমলেশ নাকি তখন আধো-আধো গলায় 'বন্দে মাতরম' স্লোগান দিতেন। বাবা গোপেন রায় আজ ইটভাটার কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। অভাবের তাড়নায় ২০২২ সালে ইটাহার কলেজের পড়াশোনা মাঝপথেই থামিয়ে দিতে হয় কমলেশকে। বোনের বিয়ের টাকা জোগাতে তিনি পাড়ি দেন গুজরাটের রাজকোটের এক কাপড় কারখানায়। ভোট ঘোষণা হলেই ফিরবেন জেলায়, এটাই তাঁর প্রতিশ্রুতি। ভিনরাজ্যে কাজের ফাঁকেও কমলেশের নেশা রাজনীতি। তাঁর কথায়, 'প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি আমার রাজনৈতিক আদর্শ। বর্তমান রাজ্য সরকারের দানখয়রাতিতে আমি বিশ্বাসী নই।



*কালিয়াগঞ্জে কমলেশ রায়ের জরাজীর্ণ বাড়ি।*

শ্রমিকদের যোগ্য মূল্য দিতে বাংলা আজও কয়েক যুগ পিছিয়ে আছে।' বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর। বলছিলেন, 'রাজনীতি আমার নেশা। কাজের ফাঁকে প্রায় প্রতিদিনই কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র নেতাদের সঙ্গে আমার কথা হয়। তবে কলেজ থেকে ছাত্র ভোট উঠে যাওয়ার ফলে ছাত্র রাজনীতিতে আগ্রহী ছেলেমেয়ের অভাব দেখা দিয়েছে।' তাঁর স্পষ্ট কথা, 'রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতির আঁতুড়টাই ধ্বংস করে দিয়েছে। এতে রাজ্যে ছাত্র রাজনীতির অবক্ষয় হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

একান্নবর্তী পরিবারের পাঠই যে তাঁকে সংগঠন করতে শিখিয়েছে, তা স্পষ্ট হয় তাঁর বাবার কথায়। গোপেন বলেন, 'একান্নবর্তী পরিবারও একপ্রকার সাংগঠনিক ক্ষেত্র। সংসার বড় হলেও কখনও উনুন আলাদা হতে দিইনি। আমার দুই ছেলেই এই শিক্ষায় বড় হয়েছে। কমলেশ জানে, একান্নবর্তী পরিবার সংঘবদ্ধ রাখাটাই হল রাজনীতির অ-আ-ক-খ।'

এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত। তাঁর মতে, 'অমলকান্তি যেমন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল তেমন কমলেশ প্রকৃত রাজনীতিবিদ হতে চায়। আমার আশা সে একদিন অবশ্যই পারবে। আমরা তার সঙ্গেই আছি।' তবে কমলেশ হেরে যাওয়ার পাত্র নন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ বুকে নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

## এডিআরএম অফিসে রেল কোচ রেস্তোরাঁ

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** এনজেপি স্টেশনের পর এবার এরিয়া অফিসে তৈরি করা হচ্ছে রেল কোচ রেস্তোরাঁ। এনজেপি থানার উলটোদিকে এডিআরএম অফিসে ইতিমধ্যে একটি রেল কোচ নিয়ে আসা হয়েছে। শীঘ্রই সেই পুরোনো রেল কোচের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করা হবে। এনজেপি স্টেশনের বাইরে তৈরি করা রেল কোচ রেস্তোরাঁ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সেই জায়গা থেকে নতুন করে আরও একটি রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এডিআরএম অজয় সিং বলছেন, 'রেল কোচটির সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে। দিনেরবেলা কোচটিতে আমাদের অফিসের ক্যান্টিন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিকালের পর অফিস বন্ধ হয়ে গেলে সেটি পুরোপুরি কোচ রেস্তোরাঁর মতো ব্যবহার করা হবে। সৌন্দর্যায়নের পর রেস্তোরাঁর জন্য টেন্ডার ডাকা হবে। কেউ কোচ রেস্তোরাঁ চালাতে চাইলে



*এই কোচেই হবে রেস্তোরাঁ।*

টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।' শীঘ্রই যে রেল ওই কোচ রেস্তোরাঁ তৈরি করতে চাইছে, তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন এডিআরএম।

সেন্ট্রাল কলোনি কিংবা আশপাশের এলাকায় সেভাবে রেস্তোরাঁ নেই বললেই চলে। এদিকে, এডিআরএম অফিসের পাশে সেন্ট্রাল কলোনি, কাশ্মীর কলোনি এলাকায় রেল কোয়ার্টার রয়েছে। যেখানে রেলের কর্মীদের পাশাপাশি আধিকারিকরা থাকেন। রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরি হলে রেলের কর্মী, আধিকারিকরা তা ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সেখানে যেতে পারবেন। এরিয়া অফিসে রেললাইন পেতে পুরোনো হলুদ রঙের কোচ রাখা হয়েছে। তবে তার রং পরিবর্তন করা হবে। এরিয়া অফিসের পাশে বেশ কিছু অবৈধ দোকান রয়েছে। রেল সূত্রে খবর, সেই দোকানগুলি সরিয়ে সেখানে রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরি করার বিষয়টি প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেইজন্য দোকানদারদের সময় বেঁধে দিয়ে সরে যাওয়ার নোটিশ ধরানো হয়েছিল। কিন্তু নোটিশ পেয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দোকানদাররা অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন এবং তৃণমূল, বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাও দোকানদারদের পাশে দাঁড়ান। এমন পরিস্থিতিতে রেল সাময়িকভাবে উচ্ছেদের পরিকল্পনা থেকে সরে আসে। যদিও এরপর এডিআরএম অফিসের ভেতরে রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। সেই মতো রেল সম্প্রতি রেল কোচ নিয়ে এসেছে।

## বৈঠক হয় না উপদেষ্টা কমিটির

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ি করিডরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রয়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। প্রায় প্রত্যেকদিনই ভিআইপিদের আনাগোনা লেগে থাকে। পর্যটনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এই বিমানবন্দরের। ফলে এই বিমানবন্দরের নিরাপত্তার বিষয়টিতে সবসময়েই বাড়তি নজরদারি প্রয়োজন। অথচ বাগডোগরা বিমানবন্দরের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকই হচ্ছে না।

নতুন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরে মাত্র একবারই বৈঠক হয়েছিল। সেটাও ২০২৪ সাল নাগাদ। ফলে যাত্রী পরিষেবা থেকে শুরু করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাই হচ্ছে না। কারণ এই বিষয়গুলি উপদেষ্টা কমিটিরই দেখার কথা। কিন্তু যদি বৈঠকই না হয়, তাহলে সমস্যাগুলি কীভাবে মিটবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদেরই একাংশ। ক্ষমতাবলে কমিটির চেয়ারম্যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। যদিও তাঁর আশ্বাস, 'এ মাসেই বৈঠক হবে।' অবশ্য তিনি বলছেন, 'সেরকম কোনও সমস্যার কথা কেউ জানাননি।'

উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক যে দীর্ঘদিন থেকে হচ্ছে না, তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিমানবন্দরের অধিকর্তা নাবিদ নাজিম। তাঁর কথায়, 'কয়েক মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তখন থেকেই বৈঠক হয়নি। শেষ কবে বৈঠক হয়েছিল

> **কয়েক মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তখন থেকেই বৈঠক হয়নি। শেষ কবে বৈঠক হয়েছিল আমার জানা নেই।**
>
> **নাবিদ নাজিম**
> বিমানবন্দরের অধিকর্তা

আমার জানা নেই।' অবশ্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক না হলেও পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি তাঁর।

উপদেষ্টা কমিটির তরফে একাংশ জানাচ্ছেন, বর্তমানে বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং আধুনিক করার কাজ চলছে। নিয়ম অনুসারে ছ'মাস অন্তর বৈঠক হওয়ার কথা। কমিটির এক সদস্য বলছেন, 'বৈঠক হলে যাত্রী পরিষেবা, পর্যটনের উন্নয়ন, ট্যাক্সি পরিষেবা, পার্কিং ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এসব নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া যায়।'

এর আগের বৈঠকে ট্যাক্সিচালকদের জন্য শৌচালয় পরিষ্কার করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পরে সেই সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের নিরাপত্তা, কাজের ঢিলেমি নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। প্রথমবারের পর আর বৈঠক না হওয়ায় সেগুলির সমাধান হচ্ছে না বলে অভিযোগ। উপদেষ্টা কমিটির সহকারী ভাইস চেয়ারম্যান তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি বলছেন, 'অনেকদিন আগে একবার বৈঠক হয়েছিল। তারপর থেকে আর ডাক পাইনি।'

### নিয়োগ বন্ধ, পরিকাঠামোও বেহাল

# চোপড়ায় ধুঁকছে শিক্ষাকেন্দ্র

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ৬০০ পড়ুয়াকে পড়ানোর দায়িত্বে মাত্র তিনজন সম্প্রসারক। তার মধ্যে চলতি মাসেই আবার একজন অবসর নেবেন। ফলে সমস্যা যে প্রকট হতে চলেছে, তা মানছেন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (এমএসকে)-র মুখ্য সম্প্রসারক মহম্মদ শামসুল হক। তিনি বলছেন, 'চলতি মাসের ২৮ তারিখে আমি অবসর নেব। কেন্দ্রটিতে ৬০০-র বেশি পড়ুয়া। মাত্র দুজন সম্প্রসারক নিয়ে কীভাবে চলবে?'

শুধু এই এমএসকেই নয়, চোপড়া ব্লকের অধিকাংশ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে) ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রই ধুঁকছে। এই পরিস্থিতিতে এসএসকেগুলিতে শূন্যপদে নিয়োগ ও পরিকাঠামো সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে। এলাকার ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট এসএসকে ৯৮টি। এমএসকে রয়েছে ১৩টি। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির এডুকেশন অফিসার মহম্মদ আসিফ বলছেন, 'শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে তালিকাভুক্ত পড়ুয়া ১০৫৫২ জন। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রেগুলিতে ৫২ জন সম্প্রসারক ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ১৩১ জন সহায়িকা রয়েছেন।'

২০০৯ সাল থেকে কেন্দ্রগুলোতে নিয়োগ বন্ধ। এমএসকেগুলোতে অন্তত ৬ জন সম্প্রসারকের প্রয়োজন হলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে মাত্র ৩-৪ জনকে দিয়ে পঠনপাঠন চলছে। আর এসএসকে-র ক্ষেত্রে শুরুতে ৪ জন করে সহায়িকা নেওয়া হলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে এখন ২-৩ জন রয়েছেন। এদিকে অনেকে অবসর নিচ্ছেন। অথচ তারপর নতুন করে নিয়োগ হচ্ছে না। তার ওপর শিক্ষাকর্মী না থাকায় সহায়িকা ও সম্প্রসারকদেরই সব ধরনের কাজ সামলাতে হচ্ছে। তাছাড়া অধিকাংশ কেন্দ্রে পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের অভাব, পানীয় জল, শৌচাগার সহ বিভিন্ন সমস্যা তো



- এমএসকেগুলোতে অন্তত ৬ জন সম্প্রসারকের প্রয়োজন হলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে মাত্র ৩-৪ জনকে দিয়ে পঠনপাঠন চলছে
- এসএসকে-র ক্ষেত্রে শুরুতে ৪ জন করে সহায়িকা নেওয়া হলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে এখন ২-৩ জন রয়েছেন
- শ্রেণিকক্ষের অভাব, পানীয় জল, শৌচাগার সহ বিভিন্ন সমস্যা তো আছেই

> **চলতি মাসের ২৮ তারিখে আমি অবসর নেব। কেন্দ্রটিতে ৬০০-র বেশি পড়ুয়া। মাত্র দু'জন সম্প্রসারক নিয়ে কীভাবে চলবে?**
>
> **শামসুল হক** মুখ্য সম্প্রসারক, গোয়াবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র

আছেই।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গুলিয়াভিটা এমএসকে-র মুখ্য সম্প্রসারক শামীম আখতার বলছেন, 'চারটি শ্রেণির জন্য বর্তমানে আমরা মাত্র দুজন আছি। সমস্যার মধ্যেও কোনওভাবে পঠনপাঠন চালাতে হচ্ছে।' এদিকে কালাগছ এমএসকে-র মুখ্য সম্প্রসারক বিজয়কুমার দাস বলেন, 'মোট পড়ুয়া ৮৭ জন। আর তাদের পড়ানোর দায়িত্বে মাত্র ৩ জন।'

একই সমস্যা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাউরিগছ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে মুখ্য সহায়িকা শ্যামলী কীর্তনিয়ার কথায়, 'আমাদের এখানে মোট পড়ুয়া ১৭০ জন। আমরা এখন সহায়িকা আছি মাত্র দুজন। ঘরের সমস্যাও রয়েছে। অনেক সময় বারান্দায় পড়ুয়াদের বসাতে হয়। আবার শৌচালয়ও বেহাল হয়ে পড়েছে। সমস্যার বিষয়গুলি বিডিও-র নজরে আনা হয়েছে।'

সমস্যা যে আছে, তা মানছেন বিডিও। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলছেন, 'শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা রয়েছে। তবে পরিকাঠামোগত ঘাটতি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে পূরণের চেষ্টা চলছে।'

## এসআইআর নিয়ে তৎপর বিচারকরা

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে তদারকির দায়িত্ব নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ল বিচার বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন। রবিবার দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে জেলা জজ থেকে শুরু করে অন্য বিচারকদের মধ্যে এ নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রতিটি আদালত থেকে ক'জন করে বিচারক এসআইআর-এর কাজে যুক্ত হবেন, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। দার্জিলিং আদালতের আইনজীবী তরঙ্গ পণ্ডিত বলেছেন, 'জেলা আদালতে চারজন বিচারক রয়েছেন। তাঁরা এসআইআর-এর কাজে যুক্ত হয়ে গেলে আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। সম্ভবত দুজন বিচারককে এই দায়িত্বে নিয়োগ করা হবে। সোমবার বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।'

এদিকে, শিলিগুড়িতে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের অফিসে নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বিচারকরা বৈঠক করেছেন। যেখানে চারজন বিচারক উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনি আধিকারিক জানান, যে তালিকাগুলি নিয়ে অসংগতি রয়েছে, সেগুলি বিচারকরা খতিয়ে দেখবেন।



*খাবারের খোঁজে। শিলিগুড়িতে। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত*

# ঢোঁক গিলছেন জগদীশ-উদয়নরা

**কোচবিহার, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় বঙ্গবিভূষণ সম্মান পেতেই ভোল বদল উদয়ন গুহ-জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভা থেকে নগেনকে নানা কটাক্ষ করেছেন কোচবিহারের মন্ত্রী, সাংসদ। একাধিক প্রকাশ্য সভায় নগেনকে তুলোধোনা করেন জগদীশ। কিছুদিন আগেই তাঁকে 'ভুয়ো মহারাজ' বলে কটাক্ষ করেছেন। উদয়নও বিভিন্ন সময়ে নগেনের কড়া সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এখন ভোট বড় বালাই। রাজবংশী ভোট পেতে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী নগেনকে 'সন্তুষ্ট' রেখে বঙ্গবিভূষণ দিলেন, আর হাওয়া বুঝে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন জগদীশরা। ফলে বিজেপি সাংসদ নগেন এখন যেন তৃণমূলের কাছে 'ধোয়া তুলসীপাতা'।

গ্রেটার নেতা তথা বিজেপির সাংসদ নগেন রায় বরাবরই আলাদা কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন। তবে তৃণমূল এই দাবির ঘোর বিরোধী। আলাদা রাজ্যের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রকাশ্য এক সভায় উদয়ন গুহ নগেনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আলাদা রাজ্যের দাবি যিনি করছেন তিনি একজন ধর্ষক।' নগেন নিজেকে মহারাজা বলেই পরিচয় দেন। সেই প্রসঙ্গে উদয়ন ভাষণে বলেছিলেন, 'অনন্ত মহারাজ (নগেন রায় এই নামেই পরিচিত) কেমন মহারাজ? ৫০ টাকার গামছা ৫০০ টাকায় বিক্রি করে ও বাড়ি বানিয়েছে।' শুধু তাই নয় পরবর্তীতেও বিভিন্ন সভায় উদয়নকে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে নগেনের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে জগদীশ প্রকাশ্য সভা থেকে নগেনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। নগেনকে 'ভুয়ো মহারাজ' বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

জেলার তৃণমূল নেতাদের একাংশ যখন নগেনের 'মহারাজ' উপাধি নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন তখন কলকাতার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমরা সঞ্চালককে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে নগেনকে 'মহারাজ' বলে উল্লেখ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এখন বিড়ম্বনায় পড়েছে জেলার ঘাসফুল শিবির। যে নগেনকে এতদিন তারা কটাক্ষ করে এসেছে এখন তাঁকে নিয়ে তাদের কী অবস্থান হবে তা বুঝতে বেগ পেতে হচ্ছে। অবশ্য জগদীশ এখন 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা' নেওয়ার কথা বলছেন। এতদিন যেভাবে নগেনের সমালোচনা করেছেন তাঁকে বঙ্গবিভূষণ দেওয়ার পরও কি একইভাবে তাঁরা সমালোচনা করবেন? এই প্রশ্নের জবাবে কিছুটা কায়দা করেই জগদীশ বলেন, 'অবস্থান, পরিপ্রেক্ষিত বুঝে, কখন কী অবস্থান থাকবে তা বুঝে কথা বলব।' এতদিন নগেনের কড়া সমালোচনা করলেও উদয়ন অবশ্য এখন কৌশলী বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর কথা, 'নগেন রায়ের রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে তাঁর সমালোচনা করেছিলাম। সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করিনি।'

নগেনের সঙ্গে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রীর সখ্য বৃদ্ধি ও তাঁকে বঙ্গবিভূষণ দেওয়ার বিষয়ে বিজেপির অন্দরেও অস্বস্তি শুরু হয়েছে। তবে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের অবশ্য দাবি, 'নগেন রায়কে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে সেটি রাজ্য সরকারের বিষয়। তবে তিনি আমাদের সাংসদ। আমাদের দলেই রয়েছেন।'

## নিখোঁজ ব্যক্তি উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শনিবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহানন্দা বিওপি সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এক ব্যক্তিকে আটক করেন বিএসএফের ১৮ ব্যাটালিয়নের মহানন্দা বিওপি-র জওয়ানরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম মঙ্গল কাহার এবং তিনি ১৫ বছর ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

এরপরই বিএসএফ কর্তৃপক্ষ দ্রুত উত্তরপ্রদেশের হুজুরপুর থানার বেহদা গ্রামের পঞ্চায়েত এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সমস্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পর বিএসএফ রবিবার রাতে ফাঁসিদেওয়া থানায় ছেলে সুরেন্দ্রকুমার কাশ্যপের হাতে মঙ্গলকে তুলে দিয়েছে। এত বছর পর বাবাকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুরেন্দ্র। কয়েকদিন পরেই তাঁদের বাড়িতে ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানও রয়েছে। বাবাকে ফেরত পাওয়ায় সেই অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়বে বলে জানান সুরেন্দ্র।

মঙ্গল জানান, তিনি পার্বত্য অঞ্চলে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সুরেন্দ্র বলেন, 'আমরা ৩ ভাই, ৪ বোন। দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজি করেও বাবার হদিস পাইনি। এই মানবিক সহায়তার জন্য বিএসএফের জওয়ানদের ধন্যবাদ জানাই।'

## প্রাক্তনী সমিতির অনুষ্ঠান

**বাগডোগরা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কনফারেন্স হলে প্রাক্তনী সমিতির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমিতির সদস্য ও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়। সংগীত পরিবেশনা করেন শুক্লা সরকার এবং মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। শিক্ষাবিদদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র অধিকারী, ভীমপ্রসাদ প্রধান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ৩ জন মেধাবী ছাত্রীকে প্রাক্তনীদের তরফ থেকে আইপ্যাড উপহার দেওয়া হয়। প্রয়াত অধ্যাপক দেবেশচন্দ্র দেব স্মৃতি স্কলারশিপ পেয়েছেন প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ২০২৫ সালের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রী সিমরাণ সিং। তাঁকে দশ হাজার টাকার বৃত্তি প্রদান করেন অধ্যাপিকা অনিতা বাগচী।



*ছুটির দিনে রাজবাড়ি দর্শন। রবিবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

## গুজবে গণপিটুনি

**চাকুলিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শুধু একটা গুজব, আর তারপরই গণপিটুনি। ওড়িশায় চোর অপবাদে গণপিটুনির শিকার পশ্চিম মেদিনীপুরের এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সৌম্যদীপ চন্দের মৃত্যুর পর উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থানার বাগডোব এলাকায় গুজবের কবলে পড়লেন আরেক তরুণ। শনিবার রাতে শুভজিৎ চক্রবর্তী নামে বছর তিরিশের ওই তরুণকে ছেলেধরা অপবাদ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। তবে খবর পেয়ে দ্রুত ওই তরুণকে উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন শুভজিৎ। স্থানীয়দের দাবি, ওই তরুণের কথায় অসংগতি ধরা পড়ায় তাঁকে ছেলেধরা বলে সন্দেহ হয় অনেকের। অভিযোগ, তারপর পুলিশে খবর না দিয়ে শুভজিৎকে মারধর করতে থাকেন কিছু গ্রামবাসী। পুলিশ গিয়ে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর মানসিক ভারসাম্যহীন ওই তরুণকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। শুভজিৎ চোপড়া থানার মনগছ এলাকার বাসিন্দা। ১৬ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। ১৭ ফেব্রুয়ারি পরিবারের তরফে চোপড়া থানায় নিখোঁজের একটি ডায়ারি করা হয়। অবশেষে রবিবার সকালে পুলিশ শুভজিৎকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

# ঝামেলা বস্তিতে বুনোর আতঙ্ক

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** মাঝেমধ্যেই ফাঁসিদেওয়ার লিম্বুটারির ঝামেলা বস্তি এলাকায় বিভিন্ন পশুর আধখাওয়া দেহ পাওয়া যাচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সম্প্রতি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বসন্ত মিঞ্জের বাড়ি থেকেও একটি বাছুরকে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকেই গ্রামবাসীরা চিতাবাঘ ধরার জন্য দ্রুত খাঁচা পাতার দাবিতে সরব হয়েছেন।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, খাঁচা পাতা নিয়ে আইনি ও প্রযুক্তিগত কিছু জটিলতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত সাধু বলেন, 'চাইলেই যে কোনও জায়গায় খাঁচা পাতা সম্ভব নয়। এর জন্য বন দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়।' রবিবার বন দপ্তরের তরফে এলাকা পরিদর্শন করা হয়। বাসিন্দাদের একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে। ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া হলে সেটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ডিভিশন অফিসে পাঠানো হবে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ানোয় স্থানীয়রা শিশুদের ঘরের বাইরে বের করতে ভয় পাচ্ছেন। পঞ্চায়েত সদস্য বসন্ত বলেন, 'একদম চোখের সামনে দিয়ে চিতাবাঘ বাছুর নিয়ে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মাঝেমধ্যেই এখান থেকে শুয়োর, ছাগল এমনকি গোরুও নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘ।'

বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, চিতাবাঘ ধরার পর সেটিকে কোথায় ছাড়া হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকে। এক এলাকা থেকে ধরে অন্য এলাকায় চিতাবাঘটিকে ছেড়ে দিলে সেখানেও জনবসতি এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে পারে। সম্বর্ত বলেন, 'বন দপ্তরের কর্মীরা নিয়মিত এলাকায় গিয়ে বাজি-পটকা ফাটিয়ে চিতাবাঘ তাড়ানোর চেষ্টা করছেন এবং বাসিন্দাদের সচেতন করছেন। এলাকায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখা হচ্ছে। আবর্জনার স্তূপে মুরগির হাড় এবং অন্যান্য খাবারের টানেই বুনো জন্তু লোকালয়ে হানা দিচ্ছে।'

বন দপ্তরের তরফে স্থানীয়দের গবাদিপশু খোলা জায়গায় ছেড়ে রাখতে বারণ করা হয়েছে। বাসিন্দাদের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রাত্রিবেলা সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বনকর্মীরা নিয়মিত এলাকায় টহল দেবেন বলে ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছেন।

# কর্মীসংকটে জেরবার দমকলকেন্দ্র

**মহম্মদ আশরাফুল হক**

**গোয়ালপোখর, ২২ ফেব্রুয়ারি :** একে কর্মীর অভাব। সঙ্গে দোসর ইঞ্জিনের সংকট। দুইয়ে মিলে ধুঁকছে গোয়ালপোখর দমকলকেন্দ্র। পর্যাপ্ত কর্মী ও ইঞ্জিন না থাকায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। যে কোনও অগ্নিকাণ্ডে দ্রুত ও কার্যকরী পরিষেবা পাওয়া না যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। গোয়ালপোখর দমকলকেন্দ্রের লিডার পদে কর্মরত সুখেন মণ্ডল সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'বড় ধরনের ঘটনায় ইসলামপুর থেকে চালক এনে আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। কর্মী ও গাড়ির সমস্যা সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

গোয়ালপোখর দমকলকেন্দ্রে মোট তিনটি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি থাকার কথা থাকলেও এখন মাত্র একটি গাড়ি চালু রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটি ও মেরামতের অভাবে অপর দুটি গাড়ি প্রায় দুই বছর ধরে খারাপ। আরও গুরুতর সমস্যা হল চালকের সংকট। এখন মাত্র একজন চালক রয়েছেন। তাঁর ওপরেই সমস্ত দায়িত্ব। যদি ওই চালক অসুস্থ হয়ে পড়েন বা শারীরিক কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তখন ইসলামপুর দমকলকেন্দ্র থেকে চালক এনে জরুরিভিত্তিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। এতে সময় নষ্ট হয়। ফলে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।



*বিতর্কের কেন্দ্রে গোয়ালপোখর দমকলকেন্দ্র।*

গোয়ালপোখরে ওই দমকলকেন্দ্রটির কোনও বিকল্প নেই। সম্প্রতি ওই এলাকার অগ্নিকাণ্ডে দমকলকেন্দ্রের ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। ফায়ার স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে বাঘগাঁও এলাকায় জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখ একটি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় চারটি বাড়ি ও একটি ওযুধের দোকান। ক্ষতিগ্রস্ত ওষুধ ব্যবসায়ী আনোয়ার বলেন, 'আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হলেও দমকলকে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। তার আগেই ওযুধের দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।' ওই অগ্নিকাণ্ডে মণিজা বেওয়া সহ অনেকের বাড়ি পুড়ে যায়। মণিজা বলেন, 'সময়মতো দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছালে হয়তো এত ক্ষয়ক্ষতি হত না।'

শুধু বাঘগাঁও নয়, ২৫ জানুয়ারি খাগর নয়াবস্তিতে আগুন লেগেছিল। ওই ঘটনায় নৌসাদ আলম, খতেবুল হক, আবুল কাশিম ও আরিফ ইসলামের বাড়ি পুড়ে যায়। নৌসাদের অভিযোগ, 'দমকলকে বারবার জানিয়েছিলাম। কিন্তু পৌঁছাতে পারেনি। গ্রামের মানুষ শেষমেশ আগুন নেভায়। এটা লজ্জার ঘটনা।' গোয়ালপোখর দমকলকেন্দ্রটি গোতি এলাকায়। স্টেশন থেকে মেরেকেটে ৫০ মিটার দূরে গোতি বাজার। বাজারের বড় অংশ আগুনে পুড়ে যায়। এক ব্যবসায়ী কাইসার আলমের বক্তব্য, 'পাশের বাজারের আগুন নেভাতে পারল না দমকল। কর্মীর অভাব ও ইঞ্জিন খারাপের জন্য এলাকার আমাদের ভোগান্তি হচ্ছে।' গোতি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীণা দাস সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'উপরমহলে বিষয়টি নিয়ে জানাব।'

# সীমান্ত এলাকায় কি সক্রিয় জালিয়াতি চক্র?

## তিনটি আধার কার্ড সহ পাকড়াও

**খড়িবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় ফের সক্রিয় জাল আধারচক্র? শনিবার সন্ধ্যায় সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভিন্ন নামের তিনটি আধার কার্ড বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ব্যক্তিকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার ভোরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতেই তুলে দেয় এসএসবি। রাতেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম নিরোজ কুমার। তিনি নয়াদিল্লির সংগমবিহারের বাসিন্দা। একটি ট্রাভেল এজেন্সির কাজে যুক্ত বলে দাবি করেছেন নিরোজ। জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় মেচি সেতু হয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করার সময় নিরোজকে আটক করে এসএসবি। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে একাধিক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতের কাছে তাঁর ছবি দেওয়া তিনটি আলাদা নামের আধার কার্ড পাওয়া যায়। তিনটি আধার কার্ড অনুযায়ী, কোথাও তাঁর নাম পরশ ঠাকুর, আবার কোথাও বিক্রমজিৎ শর্মা, একটিতে নিরোজ কুমার। যদিও ওই ব্যক্তি নিজেকে নিরোজ কুমার বলে পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর কাছে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ২টি আলাদা নামের ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একই ব্যক্তির ছবি দেওয়া তিন নামে তিনটি আধার কার্ড কীভাবে এল? তাছাড়া দুটি ভোটার কার্ডই বা হল কী করে?

নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌমজিৎ রায় বলেন, 'ধৃতকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিপত্র অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত কবে, কোন কাজে নেপালে গিয়েছিলেন, জাল আধার কার্ড কোথা থেকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, এর পিছনে আন্তর্জাতিক কোনও চক্র জড়িয়ে রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

> ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিপত্র অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
> **সৌমজিৎ রায়**
> *এসডিপিও, নকশালবাড়ি*

*পলাশ ফুলে টিয়া। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর*

*'স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ জল' মিশনে মহানন্দা নদী পরিষ্কারের উদ্যোগ নিলেন সন্ত নিরঙ্কারী মিশনের অনুগামীরা। রবিবার মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাটের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। ছবি : সূত্রধর*

# 'প্রেমিকা' ও তার মা-বাবাকে মার

## শ্রীঘরে তরুণ, তাঁর বন্ধু ও জামাইবাবু

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** প্রেমে পড়লে মানুষ ঠিক কী করতে পারে? এর উত্তর হয়তো বলা কঠিন। তবে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকার এক ১৪ বছরের নাবালিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বছর ২৩-এর এক তরুণ যে ঘটনা ঘটালেন তা হয়তো অবাক করার মতোই। নাবালিকা ও তার মা-বাবাকে পিটিয়ে শ্রীঘরে ঠাঁই হল তরুণ প্রেমিকের। কিন্তু ঘটনাটা ঠিক কী?

প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে গত বৃহস্পতিবার ১৪ বছরের নাবালিকার বাড়িতে গিয়েছিলেন দিবেন্দ্র রায়। তবে ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা 'ঘাড়ধাক্কা' দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন দিবেন্দ্রকে। এরপরই 'প্রতিশোধ' নেওয়ার জন্য নিজের জামাইবাবু ও এক বন্ধুকে সঙ্গী করে নাবালিকার বাড়িতে হাজির হন। তিনজনে মিলে নাবালিকা সহ তার মা-বাবাকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান নাবালিকার মা। এরপর শনিবার রাতে গুণধর প্রেমিক ও তাঁর বন্ধু লখিন্দ্র রায় ও জামাইবাবু রাকেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার তিনজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার পরিবার ও ওই তরুণ একই

এলাকার বাসিন্দা। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, গত ছ'মাসেরও বেশি সময় ধরে দিবেন্দ্র তাঁর মেয়েকে বিভিন্নভাবে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার নাম করে হেনস্তা করতেন। বাইরে বের হলেই মেয়ের পিছু নিতেন। মাসখানেক আগে বিষয়টি নিয়ে দিবেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় নাবালিকার পরিবার। ওই তরুণকে বাড়িতে ডেকে কথাও বলেন ওই নাবালিকার অভিভাবকরা। দিবেন্দ্রকে বুঝিয়ে বলে দেওয়া হয়, কোনওভাবেই যাতে আর নাবালিকাকে বিরক্ত করা না হয়। যদিও তারপর দিবেন্দ্র শুধরে গিয়েছিলেন বলে খবর। দিনকয়েক তিনি আর নাবালিকাকে বিরক্ত করেননি বলে জানা গিয়েছে। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ নাবালিকার বাড়িতে হাজির হন দিবেন্দ্র। নাবালিকার মায়ের কথায়, 'আমরা ভেবেছিলাম সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরইমধ্যে গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ করে ওই তরুণ আমাদের বাড়িতে চলে আসে। ঘরের ভেতর ঢুকে আমাদের সামনেই মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিতে থাকে। এরপর আমরা ওই তরুণকে বাড়ির বাইরে বের করে দিই।'

অভিযোগ, একটু পরেই ওই তরুণ তাঁর জামাইবাবু ও এক বন্ধুকে নিয়ে মারমুখী মেজাজে বাড়িতে ঢুকে পড়েন। নাবালিকা সহ তার মা-বাবাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানাতেই দিবেন্দ্র সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আপাতত তিনজনেরই ঠাঁই হয়েছে শ্রীঘরে।

# মাদক সহ ধৃত বিএসএফ কর্তা

## সর্ষের মধ্যেই ভূত!

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** সর্ষের মধ্যেই ভূত! যাদের হাতে সুরক্ষার দায়িত্ব, তারাই সরাসরি মাদক কারবারে যুক্ত। আর এদের ঢাল করে ফের উত্তরবঙ্গে জাল পাতছে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীরা? রবিবার বিকালে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করতে গিয়ে বিহারের বাসিন্দা এক বিএসএফ আধিকারিক গ্রেপ্তার হতেই গোয়েন্দা মহলে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

এদিন বিকালে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে নম্বর প্লেটের সামনে বিএসএফ লেখা একটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। সেটিতে তল্লাশি চালাতেই হতবাক হয়ে যান পুলিশ আধিকারিকরা। নম্বর প্লেটের ভিতরে একটি গোপন চেম্বার থেকে ৩ কেজি ৩৪৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। গাড়ি ও মাদক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় বিএসএফ ইনস্পেকটর বছর ৩৯-এর অলোককুমার রবিকরকে। তিনি বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। বর্তমানে ছত্তিশগড়ে পোস্টিং রয়েছেন। সূত্রের খবর, মেডিকেল লিভে বাড়িতে এসেছেন অলোককুমার। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বিপুল পরিমাণ মাদক বিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করে। সন্দেহজনক গাড়িটি আসতেই সেটিকে আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তি পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে বিএসএফ-এর ইনস্পেকটর হিসেবে পরিচয় দেন। এমনকি তাঁর কাছ থেকে বিএসএফের ইনস্পেকটর লেখা একটি পরিচয়পত্রও উদ্ধার হয়।

নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'মাদক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি নিজেকে বিএসএফ আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের পরিচয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে সূত্র মারফত খবর, ২০২৩ সালে কিশনগঞ্জে মদ পাচার করতে গিয়ে বিহার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন অলোককুমার। এরপর তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এরইমধ্যে ফের একবার মাদক পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা করা হয়েছে।

তবে, একটি বিষয় ভাবাচ্ছে পুলিশ আধিকারিকদের। ধৃত ব্যক্তি এত বিপুল পরিমাণ মাদক কার কাছে দিতে যাচ্ছিলেন। তাহলে কি এর সঙ্গে বড় কোনও চক্র জড়িত? তাছাড়া নিজের বিএসএফ পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে ওই ব্যক্তি আগেও এমন মাদক হাতবদল করেছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে বিশদে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

*মাদক পাচার করতে গিয়ে ধৃত বিএসএফ আধিকারিক। রবিবার।*

### গ্রেপ্তার পাঁচ

**শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ফুলবাড়ির ট্রাকস্ট্যান্ডে রবিবার দাঁড়িয়ে থাকা কয়লাবোঝাই একটি ট্রাক থেকে ১ কেজি ৬৪ গ্রাম ক্রিস্টাল মিথ বাজেয়াপ্ত করল এসটিএফ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। ধৃত টনিক মিয়াঁ, দিলবর হোসেন ও জুলুস শেখ মালদার বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মণিপুর থেকে মালদায় পাচার করা হচ্ছিল এই বিপুল পরিমাণ ক্রিস্টাল মিথ। ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

অন্যদিকে, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ নেপালের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মোহন সুনদাস নেপালের বিরতা মোড় এবং নাইমা ছোটেন শেরপা টপলিজুং এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার বিকালে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গৌরসিংজোত এলাকা থেকে দুজনকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ৩১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ৭০০০ নেপালি টাকা ও দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

*দুজনে।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

## কলকাতায় ধর্না অজয়ের

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ধর্না দেবেন অজয় এডওয়ার্ড। রবিবার দার্জিলিংয়ের সিংলায় চা শ্রমিকদের এক সভায় তিনি একথা জানিয়েছেন। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয়ের বক্তব্য, 'চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও বঞ্চনা করছে। কোথাও ২২০ টাকা, কোথাও ২৫০ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হচ্ছে। অথচ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে পাহাড়ের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও মিটিং, মিছিল, শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার কলকাতায় গিয়ে ধর্না দেব। মার খেতে হয় খাব, জেলে যেতে হলেও যাব, কিন্তু শ্রমিক স্বার্থে আমাদের কাজ করতেই হবে।'

## স্বাস্থ্য শিবির

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ঘোষপুকুর কলেজের উন্নত ভারত অভিযান সেলের উদ্যোগে রবিবার কলেজ প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় এদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই শিবির চলে। গ্রামবাসী ও স্থানীয় কারখানার শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন এই শিবিরে এসেছিলেন বলে কলেজের তরফে জানানো হয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চিকিৎসক ও নার্স সহ মোট ২৫ জনের একটি দল এই শিবিরে পরিষেবা দিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ উমা মাঝি বলেন, 'এলাকার মানুষের জন্য আয়োজিত এই শিবিরে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।'

## কর্মীসভা

**চোপড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে রবিবার কর্মীসভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন বলেন, 'এদিনের কর্মসূচিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের নবনিযুক্ত ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

### প্রতিশ্রুতিই সার, চালু হয়নি সাহুডাঙ্গি শ্মশান

# সমালোচনার মুখে পুরনিগম

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** কথা না রাখাটাই যেন এখন দস্তুর। তাই ঢাকঢোল পিটিয়ে দায়িত্ব নিলেও, ১৩ দিন পরেও সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাটে পরিষেবা চালু করতে পারল না শিলিগুড়ি পুরনিগম। ফলে বিজেপির সুরে স্থানীয়রাও শ্মশান চালুর ঘোষণাকে ভোটের চমক বলতে শুরু করেছেন। যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া সত্ত্বেও কেন ঘোষণা, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। বিড়ম্বনায় পড়ে অবশ্য টেন্ডার প্রক্রিয়াকে সামনে নিয়ে আসছে পুরনিগম। সেই টেন্ডারের কাজ কবে শেষ হয়ে পরিষেবা চালু হবে, সাহুডাঙ্গিতে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

চুল্লি বিকল হয়ে পড়ায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানঘাটের পরিষেবা বন্ধ ছিল। প্রকল্পটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন করে কিছু পরিকাঠামোর কাজ করে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন

*উদ্বোধনের পরও চালু হয়নি সাহুডাঙ্গি শ্মশান।*

কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। এরপর সংস্থার তরফে ৯ ফেব্রুয়ারি শ্মশানঘাট পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় পুরনিগমের হাতে। দায়িত্ব হস্তান্তর পর্বে উপস্থিত হয়ে মেয়র গৌতম দেব আশ্বাস দিয়েছিলেন, সাতদিনের মধ্যেই শ্মশানঘাটের পরিষেবা পুনরায় চালু হয়ে যাবে। যদিও বাস্তবে অন্য ছবি ধরা পড়ছে। শ্মশানঘাটের পরিষেবা এখনও চালু করতে পারেনি পুরনিগম। মেয়রের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রেখে কয়েকদিন ধরে অনেকেই সৎকারের জন্য মৃতদেহ নিয়ে আসছেন। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরছেন। শ্মশানঘাটের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পরিতোষ হরি বলেন, 'উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লি চালানোর জন্য এখানে একজন লোকও নেই। তাই এখনও পরিষেবা চালুই হয়নি।' প্রমীলা রায় বলেন, 'আমি শ্মশানঘাটের সাফ-সাফাইয়ের কাজ করি। এখানে দিনদুয়েক আগে কিছু লোক মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বাধ্য হয়ে ফিরে যান।' শ্মশানঘাট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুভাষ সাহা বলেন, 'কত টাকা খরচ হল। শিলিগুড়ি পুরনিগম দায়িত্বও নিল। কিন্তু পরিষেবা আজ পর্যন্ত চালু হল না। আমার তো মনে হচ্ছে, সবটাই লোকদেখানো। সামনে নির্বাচন তাই হয়তো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।'

মেয়র গৌতম বলছেন, 'একটা প্রক্রিয়া আছে। টেন্ডার করা হয়েছে। পরিষেবাও চালু হয়ে যাবে।' কিন্তু কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মেয়র নিজেকে বিশাল কিছু মনে করেন। মেয়রের কোনও কথার দাম নেই। উনি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না। এসব শুধুই ভোটের চমক। মানুষকে বিভ্রান্ত করার ছক মাত্র।'

## পুরোনো বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সে আগুন

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার মহাবীরস্থানের একটি পুরোনো বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সে আগুন লেগে যায়। ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় সব দোকানের মিটার বক্স রয়েছে। এদিন হঠাৎ করেই মিটার বক্স থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে মিটার বক্স জ্বলে ওঠায় স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা এসে ওই কমপ্লেক্সের সঙ্গে সংযোগকারী বিদ্যুতের তারগুলি কেটে দেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দমকলের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় মহাবীরস্থানের স্থানীয়দের মধ্যে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রবিবার ছাড়া অন্য দিন হলে মহাবীরস্থানের ওই রাস্তায়

### অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন

দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে পারত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাতে আগুন লাগলে কী হত তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কারণ ওই মার্কেট কমপ্লেক্সে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ফায়ার অডিটের বিষয়ে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবিষয়ে বলেন, 'বিষয়টি সত্যি চিন্তার। আমরা দমকল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলছি। দ্রুতই যাতে অডিটের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়।'

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'এদিন মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকা একটি দোকানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে এদিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, এদিন রাতে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বাড়িভাসা এলাকায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে যায়। দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ঘটনায় বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে যায়।

# আরও ২ পঞ্চায়েতে হেপাটাইটিসের উপসর্গ

**রামপ্রসাদ মোদক**

**রাজগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রাজগঞ্জ ব্লকে হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে সংক্রমণের পরিধি বাড়ছে। পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার নতুন করে সুখানি ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহান ভিটা এবং সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিতাই বৈরাগীপাড়া গ্রামের দুজন বাসিন্দা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অন্যদিকে, গত দুই সপ্তাহ ধরে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়ার বাড়ি, পাটাগড়া এবং বুজুড়িপাড়ায় সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে পাটাগড়া গ্রামে আক্রান্তের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি মেডিকেল টিম সংক্রামিত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়েছে। তবে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পানীয় জলের সংকটের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজগঞ্জের বিএমওএইচ রাহুল রায় অবশ্য বলেন, 'জ্বর, বমি বমি ভাব, চোখ হলদে হলেই হেপাটাইটিসের উপসর্গ বলা যাবে না। কারণ জ্বরের কারণেও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি যাঁদের ক্ষেত্রে সন্দেহ হবে, সবারই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।'

রবিবার মগরাডাঙ্গির রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকলেও ইমার্জেন্সিতে মোট ৪৮ জন রোগী আসেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন জ্বর এবং হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর বাবা পবুনা রায় বলেন, 'আমার ছেলের শুক্রবার থেকে পেটে ব্যথা, বমি ভাব এবং জ্বর। প্রাথমিক

*আউটডোর বন্ধের দিনেও ইমার্জেন্সিতে জ্বর নিয়ে আসছেন রোগীরা।*

অবস্থায় সাধারণ আবহাওয়া পরিবর্তনের জ্বর ভেবেছিলাম। কিন্তু শনিবার ওর চোখ হালকা হলদে হওয়ায় ওকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করি। এখানে ডাক্তারবাবুরা তার বিলিরুবিন টেস্ট করেন। তারপরেই দেখা যায় বিলিরুবিনের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।' চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে ওই রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

এদিকে, পাটাগড়া গ্রাম সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব রায় পানীয় জলের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলেছেন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'কী করব কিছু করার নেই। পানীয় জলের দারুণ সমস্যা। একটি মাত্র সোলার সিস্টেমের পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। সেটি থেকেও ঠিকভাবে জল পড়ছে না। গ্রামের মানুষকে বলছি জ্বর এবং হেপাটাইটিসের উপসর্গ দেখা দিলেই রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে।'

সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলে জানিয়ে বিএমওএইচ বলেন, 'মাঝিয়ালি এবং সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংক্রামিত এলাকাগুলোতে সোমবার স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিদর্শনে যাবেন।' হেপাটাইটিসের উপসর্গ থাকা একজন রোগীকে রবিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ব্লকজুড়েই স্বাস্থ্য দপ্তর বর্তমানে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

# উন্নয়নে খামতি মানছেন গৌতম

নীতেশ বর্মন

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** পুরনিগমের উন্নয়নের কাজ সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। মেয়র গৌতম দেব রবিবার নিজ মুখেই একথা স্বীকার করেছেন। এদিন পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ডের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে মেয়র বলেন, 'মূল সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে কাজ শুরু করেছি। বেশ কিছু কাজ হয়েছে। প্রচুর সমস্যাও আছে। এখনও পর্যন্ত আমি নিজে কাজ করে সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি।' এর পরেই আসন্ন ভোটের কথা মাথায় রেখে তিনি বলেন, 'আমাদের আর এক বছর সময় আছে। কিছুটা অন্তত পক্ষে নাগরিকদের সেই জায়গাটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।'

প্রকাশ্যে মেয়রের এমন সত্য ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'এতদিনে তিনি তাঁর ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলেন। যে কাজগুলি করতে পারেননি আর পারবেনও না। কারণ, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। এবার ভোটে মেয়রের ব্যর্থতার জবাব মানুষ দেবেন।'

এদিনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে পৌঁছান মেয়র, ফলে অনুষ্ঠান পরে শুরু হয়। তবে এদিন মেয়র যে কাজগুলি হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তার অনেকগুলি রেলপ্রকল্পের। রেলমন্ত্রীর বুলেট ট্রেনের আশ্বাসকে ভোটের আগে রাজনীতি বলে তোপ দেগেছেন। বাকিগুলির মধ্যে শহরের যানজট

*দীনবন্ধু মঞ্চে পুরনিগমের বোর্ডের চতুর্থ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব। রবিবার। ছবি : সূত্রধর*

সমস্যা, পানীয় জলের সংকট রয়েছে বলে দাবি করেছেন। যানজট সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে মেয়র শহর সম্প্রসারণের কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়িকে না খুলে দিলে দমবন্ধ অবস্থা হবে। ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ির কিছু অংশ, মাটিগাড়ার কিছু অংশ আমাদের নিতেই হবে।' তবে অতীতে একাধিকবার শহরের এলাকা বৃদ্ধির কথা উঠেছিল। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং শিবমন্দিরকে আলাদা পুরসভা করার দাবিও উঠেছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি।

এদিন তৃণমূল বোর্ডের চার বছরের অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের সদস্যদের দেখা যায়নি। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাছাড়া মেয়রের মিথ্যে আশ্বাস আর পাঁচালি শোনার প্রয়োজন কি? সেজন্যই তো ফাঁকা মঞ্চে মেয়রকে ভাষণ দিতে হয়েছে।'

শুধু বিরোধীরা নন, দলীয় কাউন্সিলার, মেয়র পারিষদদের একাংশকেও এদিন অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন মহকুমার চা শ্রমিকদের নিয়ে পিকনিকে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়েছে। সেই টাকায় যে কাজগুলি করতে পারেননি তার আংশিক তো হত।' ছিলেন না রঞ্জন শীলশর্মা, তাপস চট্টোপাধ্যায়, অলোক ভক্ত, শ্রাবণী দত্তরা। রঞ্জনের দাবি, তিনি কামাখ্যায় গিয়েছেন এলাকার কিছু মানুষকে নিয়ে। শহরে নেই। তাপসের স্ত্রী অসুস্থ থাকায় যেতে পারেননি বলে দাবি করেছেন। এ বিষয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'কারা আসেননি জানি না। পুরনিগমের ব্যাপারে কমিশনার উত্তর দিতে পারবেন।' শ্রাবণীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া দেননি।

অভিযোগ, এদিন অনুষ্ঠানে মেয়র যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন দর্শকাসন অনেকটাই ফাঁকা ছিল। সেই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। লোক না হলে সেরকম অনুষ্ঠান আর করবেন কি না তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিন পুরনিগমের চার বছরের রিপোর্ট কার্ড সংক্রান্ত বই প্রকাশও হয়। হাতেগোনা কপি বিলি করা হয়েছে। পরে আবারও ছাপিয়ে বিলির দাবি করেছে পুরনিগম।

> **শহরের উন্নয়নে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। প্রচুর সমস্যাও আছে। এখনও পর্যন্ত আমি নিজে কাজ করে সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি।**
>
> -গৌতম দেব
>
> **মেয়র যে কাজগুলি এতদিনে করতে পারেননি আর পারবেনও না। কারণ, আগামী নির্বাচনের পর রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।**
>
> -শংকর ঘোষ

# মুখের গ্রাস জোগাতে রাত জেগে ছুট

দিনে কিংবা রাতে পথেঘাটে সময় কাটে। নিজের খাওয়ার সময়টুকুও বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ অন্যের খাবার ব্যাগে নিয়ে কখনও ছুটে যেতে হয় ফুলবাড়ি, কখনও শালুগাড়া আবার কখনও শালবাড়ি পেরিয়ে সুকনা।

রাতজাগা শহর

সায়ন চট্টোপাধ্যায়

*অর্ডার সংগ্রহের অপেক্ষায় ডেলিভারি বয়েরা। ছবি : সূত্রধর*

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রাত বারোটায় যখন শহর ঘুমিয়ে, তখনও থামে না তাঁদের বাইকের চাকা। গায়ে লাল-কমলা জ্যাকেট, পিঠে ব্যাগ। তাঁরা খাবার পৌঁছে দেন দরজায় দরজায়। জেগে থাকা এই শহরের এক শ্রেণির অভুক্ত মানুষ এই তরুণদের মুখ চেয়ে থাকেন। তাই তাঁরা ছোটেন নিরলসভাবে, সারাদিন-সারারাত। এঁদের মধ্যে কেউ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, কেউ বা চাকরি হারিয়ে এই পেশায়, কেউ দীর্ঘদিনের বেকার। ঘুম, স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সংসারের জোয়াল টানতে মাঝরাতে খাবার ডেলিভারির কাজকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

দিনে গরম লাগে, রাতে বেশ ঠান্ডা শিলিগুড়িতে। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ধুলোয় ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাসের দোকানগুলি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একচিলতে রেস্তোরাঁর খোলা দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোর। হালকা গোঁফ দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, এখনও সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। কিন্তু, অর্থকষ্ট কী, তা হাড়ে হাড়ে ঠাওর করেছে। শহরের একটি স্কুল থেকে বাণিজ্য বিভাগে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াশোনা সেরে রাত বাড়তেই পিঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছাত্রটি। ভরসা- সবুজ সাথীর সাইকেল। রেস্তোরাঁ থেকে খাবারের প্যাকেটটা নীল বড় ব্যাগে পুরতে পুরতে ঘোগোমালি হাইস্কুলের সেই ছাত্র জানাল, 'বাবা-মাকে দেখে পরিবারের কষ্ট বুঝতে পেরেছি। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে একটা দায়িত্ব তো আছে, তাই রাত আটটা থেকে খাবার ডেলিভারি করি। রাত ১২টা-১টাও বেজে যায়।'

কথাগুলি বলার সময় তার চোখে স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল, বড় হবার। আকাশটা ছুঁয়ে দেখার। কিন্তু অর্থকষ্ট যে বড় বালাই, তাই উচ্চমাধ্যমিকের মতো স্কুল জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা চলীকালীনও তাকে খাবার ডেলিভারির কাজ করে যেতে হচ্ছে।

এই পেশার নেপথ্যে রয়েছে আরও কিছু করুণ অধ্যায়।

> **ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, যতদিন না নতুন কোম্পানিতে চাকরি পাচ্ছি, মন দিয়ে এই কাজটাই করে যাব। রাতে যানজট থাকে না, আর টাকা কিছুটা বেশি পাওয়া যায় বলে কাজটা করি।**
>
> -আব্দুর রোহিত

সময়মতো ডেলিভারি করতে না পারলে পয়সা কেটে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে আকছার। দিনরাত দৌড়ে একটু ঘুমিয়ে আবার পরের দিন ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়া। বাইকের তেলের খরচ, সারাদিন পথেঘাটে থাকার পর নিজে খাবার খাওয়ার সময়টুকুও বের করা কঠিন হয়ে পড়ে এঁদের কাছে। রায়গঞ্জের আব্দুর রোহিত গত চার বছর শিলিগুড়িতে একটি ফিন্যান্স কোম্পানিতে কাজ করেছেন। নানা জটিলতায় কাজ ছাড়তে হলেও তাঁর ভরসা হয়ে উঠেছে এই পেশা। খাবারের ব্যাগ নিয়ে কখনও ছুটে যান ফুলবাড়ি, কখনও শালুগাড়া আবার কখনও শালবাড়ি পেরিয়ে সুকনা। সেবক মোড়ে একটি রেস্তোরাঁর সামনে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, যতদিন না নতুন কোম্পানিতে চাকরি পাচ্ছি, মন দিয়ে এই কাজটাই করে যাব। রাতে যানজট থাকে না, আর টাকাটা কিছুটা বেশি পাওয়া যায় বলে কাজটা করি।'

কমলা জ্যাকেট পরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্প্রীত মাহাতো নামে আরেক তরুণের গলায় ঝরে পড়ল আক্ষেপ, তাঁর সোজাসাপটা বক্তব্য- 'পেটে জ্বালা না থাকলে কেউ এই পেশায় আসে না। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য-ঘুম বিসর্জন দিয়ে খাবার নিয়ে ছুটি। অত পড়াশোনা করার সুযোগ পাইনি। তবে, আমাদের মতো কম পড়াশোনা জানা ছেলেরা অন্তত মাথা উঁচু করে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারি।'

রাতবিরেতে বাড়ির কলিংবেল বাজলে বড্ড বিরক্ত হন মানুষ। অথচ, দরজার ওপারে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর জীবনসংগ্রামের কথা কয়জন ভাবেন! প্রবল ঠান্ডা, ঘোর বর্ষা, কোনওটিতে তাঁদের থেমে থাকার জো নেই। আবার রাতবিরেতে তিনতলা-চারতলায় খাবার পৌঁছে দিতে দু'মিনিট দেরি হলে জোটে কুকথাও। জংশন এলাকায় খাবারের ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী এলাকার লিটন সূত্রধর জানালেন, 'কাজ শেষ হতে হতে রাত দুটো-তিনটে বেজে যায়। তাই বাড়ি ফিরে আর খুব একটা ঘুমানোর সময় পাই না। সংসারের দায়িত্ব নিতে ভালোবেসেই এই কাজটা করি। মাঝরাতে পথে কুকুর তাড়া করে বটে। তবে এই কাজে একটা স্বাধীনতা আছে। তাই পেটের টান আর স্বাধীনতা-এই দুইয়েই মাঝরাতে ছুটে চলেছি। এই তো জীবন।'

জমে থাকা ক্লান্তি, আধপেটা, না বলা কথা নিয়ে অবিরাম ছুটে চলা এই তরুণদের স্বপ্ন আছে, আছে দায়িত্ব। রাতের অন্ধকার চিরে ছুটে চলা প্রতিটি বাইক যেন বলে বাঁচার লড়াই কখনও থামে না...।

# 'ভাইরাল' গাড়ি গেল কোথায়, প্রশ্ন পরিবারের

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** সেবক রোডে শংকর ছেত্রী ও তাঁর বান্ধবীকে বুধবার রাতে ধাক্কা মেরে কিছুটা ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পর গাড়িটি পানিট্যাঙ্কি মোড় দিয়ে বেরিয়েছিল। পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছেও ওই গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, ওই সময় অটোটিতে কেউ ছিলেন না। এরপর ওই গাড়িটি পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক মোড়ের দিকে চলে যায়।

এদিকে, ঘটনার ৯৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও গাড়ি ও চালক পুলিশের হাতের নাগালে না আসায় ক্রমেই শহরে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে ওই গাড়িটিকে দেখা গেলেও কেন এখনও সেটা ধরা গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ শংকরের দিদি মানু ছেত্রী। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'চারদিকে ওই গাড়ির ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পুলিশ এই গাড়িকে ধরতে পারল না।'

এদিন মানু অভিযোগ করেছেন, 'ভাই তার বান্ধবীর সঙ্গে রাস্তার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল, ওই গাড়ি একেবারেই রাস্তার পাশে এসে ভাই ও তার বান্ধবীকে ধাক্কা মেরেছে। এভাবে ধাক্কা মারা নিয়েই আমাদের মনে হচ্ছে, খুন করার জন্য গাড়ি রাস্তার ধারে চলে এসেছিল।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পুলিশ বলছে, ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এখনও পুলিশ ওই গাড়ি ও চালককে ধরতে পারল না। আমরা চাই, ওই চালককে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হোক।'

এদিকে, ঘটনাস্থল সংলগ্ন রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারে থাকা খুঁটিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ওই সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে গাড়ির নম্বর তো সহজেই ধরা পড়ার কথা। তাহলে কি ওই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বন্ধ কিংবা খারাপ ছিল? এব্যাপারে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের অবশ্য বক্তব্য, 'সমস্ত ক্যামেরাই চালু রয়েছে। যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ নেওয়া হয়েছে।'

পুলিশকর্মীদের যুক্তি, গাড়ির গতি বেশি থাকায় নম্বর চিহ্নিতকরণ করা যাচ্ছে না। এর জন্য বিশেষ টেকনিসিয়ান আনা হচ্ছে বলে খবর। এদিন পানিট্যাঙ্কিতে শংকরের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমি আর ২৪ ঘণ্টা দেখব। গাড়ি ও চালক ধরতে না পারলে আমি রাস্তায় নামব। কমিশনারেট এলাকা সিসিটিভিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওই সিসিটিভি দেখে একটা গাড়ি ধরা যাচ্ছে না?' ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দ্রুত অভিযুক্তকে আমরা পাকড়াও করে ফেলব।'

# রান্নাঘরের তথ্য তালাশ

নিতাই সাহা

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শহর আরও সাফসুতরো রাখতে পুরনিগম আবর্জনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া আধুনিক করতে জিও ট্যাগিং-এর কাজ শুরু করেছে। শহরের ২৩ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই দুই ওয়ার্ডের প্রায় ৫ শতাধিক বাড়ির জিও ট্যাগিং প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'প্রথম ধাপে ওই দুটি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি সহ বহুতল আবাসনে কিউআর কোড বসানো হবে। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে জিও ট্যাগিং-এর কাজ শুরু করা হয়েছে।'

শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি থেকে সাফাইকর্মীরা নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করেন। শহরকে স্বচ্ছ রাখতে গিয়ে পুরনিগম কর্তৃপক্ষের কালঘাম ছুটছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাফাইকর্মীরা এলাকা ছাড়ার পর স্থানীয়দের একাংশ রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলে রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতি অনন্য ভূমিকা নেবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

> **একটি বাড়ি বা বহুতল আবাসনে কতগুলি কিচেন রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে**

জিও ট্যাগিং-এর লক্ষ্যে নির্মল সাথীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও শেষ হয়েছে। পরবর্তী ধাপে এদের কাজে লাগিয়ে জিও ট্যাগিং-এর কাজ হচ্ছে। নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মল সাথীরা প্রতিটি বাড়ি ও ফ্ল্যাটে গিয়ে নাম, ফোন নম্বর সহ লোকেশন নির্দিষ্ট অ্যাপে আপলোড করার কাজ সারছেন। নির্দিষ্ট একটি বাড়ি কিংবা বহুতল আবাসনে কতগুলি কিচেন রয়েছে তাও লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

মানিক জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট ওই দুটি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি ও ফ্ল্যাটের জিও ট্যাগিং-এর কাজ শেষ হলে সম্পূর্ণ তথ্য স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি-র কাছে পাঠানো হবে। এরপর সেখান থেকেই প্রতিটি বাড়ি ও ফ্ল্যাটের জন্য নির্দিষ্ট কিউআর কোড পাঠানো হবে। সেসব পরবর্তীতে নির্মল সাথীরা প্রতিটি বাড়ির সামনে লাগিয়ে দেবেন। এরপরই ওই দুটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল পন্থা অবলম্বনে আবর্জনা সংগ্রহ শুরু হবে। সে সময়ই খতিয়ে দেখা হবে কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না। পরবর্তী ধাপে শহরের আরও ১৫টি ওয়ার্ডকে বাছাই করে এই পন্থা চালু করা হবে। তিনি বলেন, 'বাকি কাজ আগামী দুই মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

# চেকপোস্টে টোটোকে বাসের ধাক্কা

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** সেবক রোডে ফের দুর্ঘটনা। এবার দিনেরবেলায় বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল টোটো। টোটোয় বসা মহিলা যাত্রী দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

অভিযোগ, বেসরকারি বাসটি টোটোকে ধাক্কা মেরে চম্পট দেয়। অভিযোগকারী টোটোচালক আশিফ রেজার অভিযোগ, 'আমি

*দুর্ঘটনার পর টোটোর বেহাল অবস্থা। রবিবার সেবক রোডে।*

বাসটিকে ধরার জন্য অন্য একটি গাড়িতে করে শালুগাড়া পর্যন্ত যাই। তবে ওই বাসকে আর খুঁজে পাইনি।' ঘটনায় জখম মহিলাকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

আশিফ বলেন, 'সেবক মোড় থেকে ওই যাত্রীকে নিয়ে শালুগাড়া যাচ্ছিলাম। চেকপোস্টে পৌঁছানোর পর ওই যাত্রী টোটোটি রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে বলেন। বাড়ির অসুস্থ সদস্যর জন্য কিছু জিনিস কিনতে হবে বলেও জানান। তিনি নিজে অসুস্থ থাকায় আমাকেই রাস্তার পাশ থেকে খাবারের জিনিস কিনে আনতে বলেন। আমি দোকানে সামগ্রী কেনার সময় বাসটি টোটোকে পাশ কাটানোর সময় একপাশ দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। টোটো দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ায় মহিলা যাত্রীর মাথা টোটোর ওপরের শেডে গিয়ে লাগে।'

এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সেবক রোডের সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের কথায়, 'দিন-রাত এই রাস্তা দিয়ে গতির লড়াই চলছে। ট্রাফিক প্রশাসনের উচিত, এবারে কড়া নজরদারি চালানো।' পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# নতুন শোরুম

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** মাটিগাড়ায় খাপরাইল মোড়ে রবিবার পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের নতুন শোরুমের উদ্বোধন হয়। গয়নাপ্রেমীরা এই শোরুমে পেয়ে যাবেন নেকলেস, কানের দুল, ব্রেসলেট, চুড়ি সহ বিভিন্ন গয়নার অফুরন্ত সম্ভার। এই শোরুমে ঐতিহ্যবাহী এবং মার্জিত রুচির গয়নার কালেকশন তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। উদ্বোধনী অফার হিসেবে সোনা ও হিরের গয়নার উপর বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে। যেখানে গয়নার মেকিং চার্জের ওপর ২০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। গ্রহরত্ন এবং হিরের দামের ওপর ৮ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও ক্রেতারা পুরোনো সোনা বদলের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর সুবিধা পাবেন। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়ার শোরুমে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ক্রেতাদের সুবিধার্থে মাসিক কিস্তিতেও সোনা কেনার সুযোগ থাকবে।'

# জল সরবরাহ স্বাভাবিক

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** নৌকাঘাট সংলগ্ন তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে গাড়ির ধাক্কায় ফেটে যাওয়া পানীয় জলের পাইপ রবিবার সংস্কার করা হল। যার ফলে এদিন বিকাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। শুক্রবার রাতে গাড়ির ধাক্কায় সেতুর রেলিংয়ের পাশাপাশি পানীয় জলের পাইপ ফেটে যায়। যার ফলে মেডিকেলে পানীয় জল সরবরাহ শনিবার পুরোপুরি বন্ধ ছিল।

# প্রচার শুরু

**ইসলামপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার থেকে শুরু হল ইসলামপুরের ঐতিহ্যবাহী রামনবমী শোভাযাত্রার প্রচার। ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের সামনে শোভাযাত্রার প্রচারে ব্যানার লাগানো হয়। পাশাপাশি এদিন রামনবমী নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৃতীয় বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনকার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গৌরাঙ্গ তলাপাত্র, দীপঙ্কর মোদক, শশাঙ্ক গাঙ্গুলি সহ সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

নামেই নেত্রী

ভোটে দাঁড়াবেন বলে চাকরি ছেড়েছিলেন। অথচ গত দেড় বছর ধরে শিলিগুড়িতে থাকেন ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। দায়িত্ব সামলান তাঁর স্বামী।

# কাউন্সিলার শিলিগুড়িতে, 'দায়িত্বে' স্বামী

অরুণ ঝা

**ইসলামপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি :** পূর্ণিমা সাহা দে পুরসভার ভোটে লড়বেন বলে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়েছিলেন। তৃণমূলের টিকিটে ভোটে জিতে ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও হন তিনি। কিন্তু গত প্রায় দেড় বছর ধরে পূর্ণিমা শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ওয়ার্ডের সমস্ত দায়িত্ব সামলান তাঁর স্বামী, ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রণজিৎ দে। রণজিৎ বলেন, 'আমার ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তাই আমার স্ত্রী ছেলের সঙ্গে শিলিগুড়িতে থাকে। ছেলের ভবিষ্যতের জন্য স্ত্রীকে শিলিগুড়িতে থাকতে হওয়ায় আমাকে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।'

বাসিন্দারা জানান, ওয়ার্ডের উন্নয়ন হোক বা পাড়ার ঝামেলা মেটানো, সবকিছুতে শেষকথা বলেন রণজিৎ-ই। ওয়ার্ড চালানোয় কাউন্সিলারের মতামতের গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, শিক্ষিকা হিসেবে পূর্ণিমার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের প্রশংসা এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এহেন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী পূর্ণিমার থেকে ক্ষমতার ব্যাটন তাঁর স্বামীর হাতে চলে যাওয়ায় মানুষ বেশ অবাকই হয়েছেন।

রবিবার হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাচ্চু ঘোষ। ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের নাম জিজ্ঞেস করতেই হেসে বলেন, 'অফিশিয়ালি তো পূর্ণিমা সাহা দে। অ্যাকচুয়ালি রণজিৎদা, মানে ওঁর স্বামী।' তিনি যোগ করেন, 'ভোটে জেতার পর থেকে কাউন্সিলারকে খুব একটা এলাকায় দেখা যায়নি।

*পূর্ণিমা সাহা দে, কাউন্সিলার*

তবে রণজিৎদা আছেন, তাই আমাদের পরিষেবা পেতে কোনও অসুবিধা হয় না।' এই বিষয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রিয়াংকা রায় বিশ্বাস বলেন, 'কাউন্সিলারের দক্ষতা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু ক্ষমতার ব্যাটন যদি স্বামীর হাতেই থাকে, তাহলে যে কারণে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হয়।' তিনি যোগ করেন, 'পরিবারের চাপের কারণে আমি যদি ব্যবসা করতে না পারি, তাহলে করব না। কিন্তু এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে কাজ আমার ভালো লাগে না। আমাদের কাউন্সিলার নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ। কিন্তু এভাবে ক্ষমতার ব্যাটন স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া ঠিক নয়।'

ক্ষমতার রাশ আপনার হাতে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে রণজিৎ বলেন, 'নাগরিকদের পরিষেবা দেবেন বলে আমার স্ত্রী মোটা মাইনের চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তবে গত দেড় বছর ধরে ওকে ছেলের পড়াশোনার জন্য শিলিগুড়িতে থাকতে হয়। তাই নাগরিকরা যাতে ঠিকঠাক পরিষেবা পান, সেই দিকটা আমাকেই খেয়াল রাখতে হয়। আমার স্ত্রীও পরিবারের দায়িত্ব সামলে, মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন।' পূর্ণিমা বলেন, 'ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমায় ওর সঙ্গে শিলিগুড়িতে থাকতে হচ্ছে। তাই বলে আমি ওয়ার্ডের কাজ করি না, এই অভিযোগ মিথ্যে। তবে আমার অবর্তমানে স্বামীই সবটা সামাল দেন, তা অস্বীকার করব না।'

# দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লাচেনে চালু সেতু

**শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বসন্তে খুশির আবহ উত্তর সিকিমের লাচেনে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফের লাচেনে ভিড় বাড়বে পর্যটকদের, আশায় সিকিম প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটন মহল। প্রায় দু'বছর আগে জলের স্রোতে একটি সেতু ভেঙে যাওয়ায় চুংথাং ও লাচেনের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পর্যটন মানচিত্র থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল লাচেন। রোজগারহীন হয়ে পড়েছিলেন এখানকার মানুষ।

রবিবার তাঁদের মুখে হাসি ফিরল নতুন সেতুর উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে। 'শুধু যোগাযোগের নতুন পথ খুলল না, নতুন ইতিহাস তৈরি হল', বলছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং। লাচেন-মংগনের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সানডুপ লেপচার বক্তব্য, 'স্টিলের তৈরি সেতুটি ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক হবে। যোগাযোগ সমস্যার থেকে মুক্তি পাবেন পর্যটকদের পাশাপাশি লাচেনের হাজার হাজার মানুষ।'

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারার আগেই পর্যটকদের ঢল নামে উত্তর সিকিমে। এখানে দলে দলে পর্যটকরা ছুটে আসেন তুষারপাতের সাক্ষী থাকার তাগিদে। লাচুং এবং লাচেন, ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে তাঁদের। কিন্তু চুংথাং থেকে লাচেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়, গত দুই বছর ধরে লাচেনে রয়েছে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। যে কারণে এবছর লাচুংয়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়লেও সামগ্রিকভাবে উত্তর সিকিমের পর্যটন ব্যবসা মার খেয়েছে। দ্রুত সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করার দাবি তুলছিল স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটন মহল। রবিবার তাদের দাবি পূরণ হয়েছে। তবে কবে থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে এবং পর্যটকরা যেতে পারবেন লাচেনে, তা এদিন স্পষ্ট হয়নি।

> **স্টিলের তৈরি সেতুটি ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক হবে। যোগাযোগ সমস্যার থেকে মুক্তি পাবেন পর্যটকদের পাশাপাশি লাচেনের হাজার হাজার মানুষ।**
>
> -সানডুপ লেপচা মন্ত্রী

পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সেতু চালু হলেও, কয়েকটি জায়গায় রাস্তা মেরামত করতে হবে। তবে ওই কাজের জন্য বেশিদিন লাগবে না। রাস্তার কাজ শেষ হলেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

## আদিবাসী নির্যাতনে রাজুর চিঠি রাজ্যপালকে

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি :** গ্রামীণ শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঝমকলালজোত গ্রামে জনৈক অন্তঃসত্ত্বা আদিবাসী মহিলার ওপর নৃশংস হামলা এবং তার ফলে জন্মের পরে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় হস্তক্ষেপের দাবিতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে চিঠি পাঠালেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট।

রাজুর অভিযোগ, গত বছর ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় এক ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগীরা ওই পরিবারের পৈতৃক জমি অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করেন। প্রতিবাদ করলে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মারধর করা হয়। ফলে গত ৮ জানুয়ারি তিনি সময়ের আগেই সন্তান প্রসব করেন।

সাংসদ রাজুর দাবি, গর্ভাবস্থায় আঘাত পাওয়ার ফলে জন্মের ৩ দিন পরেই নবজাতক মারা গিয়েছে। এদিকে, ঘটনায় ডিসেম্বর মাসেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল আদিবাসী পরিবারটি। তারপরও ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এদিকে, জানুয়ারি মাসে নবজাতকের মৃত্যুর পর পুলিশ সক্রিয় হয়। তবে এখনও পর্যন্ত মাত্র একজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে বলে রাজুর অভিযোগ। যদিও পুলিশের দাবি, মোট ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাংসদ প্রশ্ন তুলেছেন, বিএলএলআরও এবং রেজিস্ট্রি অফিসের মদত ছাড়া আদিবাসী পরিবারের জমি হস্তান্তর হয় কীভাবে? শনিবার রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠিতে রাজু দাবি করেছেন, অবিলম্বে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, পলাতকদের গ্রেপ্তার এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির দায়ে বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

## দাম নিয়ে শঙ্কা কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের

# র‌্যাশনে আলু বিক্রি করার দাবি

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে পরিবহণ ভরতুকি প্রদান, সরকারি উদ্যোগে ভিনরাজ্যের ক্রেতাদের সঙ্গে এ রাজ্যের বিক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ এবং আলুর চাহিদা বাড়াতে র‌্যাশন ও মিড-ডে মিল প্রকল্পে নিয়মিত আলু সরবরাহের ব্যবস্থা আরও কত কী। আলু সংক্রান্ত বিষয়ে এই ধরনের একাধিক দাবি উঠল ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের নর্থ বেঙ্গল রিজিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়গুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রবিবার মূর্তির একটি বেসরকারি রিসর্টে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ওই সভায় উত্তরবঙ্গের ২১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরে আলু চাষের জন্য আবহাওয়া অনুকূল থাকায় গোটা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সংগঠনের প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী, এবার উত্তরবঙ্গে আলুর উৎপাদন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে পার্শ্ববর্তী বিহার, ওডিশা ও অসমেও ব্যাপকহারে আলু চাষ হওয়ায় বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তার জেরে কৃষকরা ন্যায্য দাম নাও পেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি হিমঘরে এত পরিমাণ আলু সংরক্ষণ করা যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এনিয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'এ রাজ্যের আলু গত কয়েক বছরে বাইরের কিছু রাজ্যের বাজার হারিয়েছে। অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই শুরু থেকেই রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ, পরিবহণ ভরতুকি প্রদান এবং পূর্বের সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপ জরুরি।'


ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভা।

তিনি জানান, হিমঘরের নির্ধারিত ক্ষমতা অনুযায়ী এবং সরকারি নিয়ম মেনে আলু সংরক্ষণ করা হবে। তবে উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাড়তি আলু থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অতিরিক্ত আলু যাতে কৃষকরা বিক্রি করতে পারেন এবং ভিনরাজ্যেও ভালো বাজার তৈরি হয় সেজন্য সরকারি উদ্যোগের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর আশা, রাজ্য সরকার দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। পাশাপাশি এদিন গঠিত ২১ সদস্যের কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন প্রদীপ ঘোষ, ওমপ্রকাশ খেরিয়া ও অঙ্কিত বৈদ। প্রদীপ জানান, হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধি ও লাইসেন্স প্রক্রিয়া সরলীকরণ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আগামীদিনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।


হাওড়ার আমতায় বিজেপির বাইক র‌্যালিতে হেলমেটহীন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার।

## ক্ষীরের খ্যাতিতে

*প্রথম পাতার পর*

বর্তমানে কলিগ্রামে গোটা চারেক মিষ্টির দোকান রয়েছে, যেখানে ক্ষীর পাওয়া যায়। এমনই এক দোকানদার বিদ্যুৎ সরকার জানালেন, রোজ এক থেকে দেড় কুইন্টাল দুধের ক্ষীর তৈরি হয় তাঁর দোকানে। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে আশাপুরে রয়েছে দুধের বড় বাজার। ক্ষীরের জন্য দেশি গোরুর দুধ আনতে হয় সেখান থেকেই। ২০ কেজি দুধ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় ৪ কেজি ক্ষীর। বিক্রি হয় ৩৫০ টাকা কেজি দরে। বিদ্যুৎ বলেন, 'প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। আমার ঠাকুরদার বাবা বিষ্ণুপ্রসাদ সরকার প্রথম অন্য মিষ্টির সঙ্গে ক্ষীর বিক্রি শুরু করেন। তারপর থেকে বংশপরম্পরায় আমরা এখনও ক্ষীর বানিয়ে যাচ্ছি।' বিদ্যুৎই জানালেন, রাজ্যে ও দেশে সব জায়গাতেই বহু মিষ্টির দোকান আছে। সেইসব দোকানে নানা রকমের গালভরা নামের বাহারি মিষ্টি পেলেও কোথাও ক্ষীর পাওয়া যাবে না। একমাত্র কলিগ্রামের এই কয়েকটি দোকানেই মিলবে ক্ষীর।

অপর এক মিষ্টি ব্যবসায়ী সুবল কুণ্ডুর কথায়, 'উৎকৃষ্ট মানের সুস্বাদু ক্ষীর তৈরিতে দেশি গোরুর খাঁটি দুধ, সঠিক পরিমাণ চিনি ও খড়ির উনুনে আগুনের আঁচের রসায়নটাই আসল।' তবে লোহার কড়াই নয়, দুধ জ্বাল দিতে হয় পিতলের কড়াইতে। আর সারাক্ষণ বাঁশের সরু বাতার একগোছা কাঠি দিয়ে নাড়া দিয়ে যাওয়াটাও জরুরি। বিদ্যুৎ বলেন, 'আমাদের এখানকার ক্ষীর খেয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি থেকে শুরু করে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীও।'

রোয়াকে বসে অশোক মজুমদারও বলছিলেন, প্রায় চার দশক আগে প্রখ্যাত অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কলিগ্রামে এসেছিলেন যমালয়ে জীবন্ত মানুষ যাত্রাপালা করতে। সেই সময় এখানকার ক্ষীর খেয়ে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, যাওয়ার সময় এক হাঁড়ি ক্ষীর কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মিষ্টি ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ সরকারের ছেলে বর্ষণ সরকারের কথায়, 'পড়াশোনা করে চাকরি করলেও ক্ষীরের খ্যাতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যই বংশের এই ব্যবসাটাও চালিয়ে যাব।'

যদিও গ্রামের প্রবীণদের আক্ষেপ, আজ আর সেই মা-ঠাকুমার হাতে তৈরি ক্ষীরের স্বাদ মিলছে না। দেশি গোরুর সংখ্যা কমে সর্বত্র এখন জার্সি গোরু পালন করছেন মানুষ। দোকানদাররাও মুনাফা লাভের আশায় গুণমানের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করছেন। তবে ক্ষীরের খ্যাতিতে আজও গর্ব বোধ করেন কলিগ্রামের মানুষ।

## শা'র সফর ঘিরে প্রস্তুতি

**কিশনগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার কিশনগঞ্জে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। যে কারণে রবিবার জেলা প্রশাসনের তরফে ব্যাপক প্রস্তুতি ও সতর্কতা অভিযান শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিহারের অন্য জেলা সফরে যাবেন তিনি। মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা রবিবার শহরের বিভিন্ন জায়গা ও খাগড়ার এয়ারস্ট্রিপ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। সূত্র জানিয়েছে, চিকেন নেকের নিরাপত্তার স্বার্থে এই বিশেষ সফর হতে চলেছে শা'র। যদিও এদিন পর্যন্ত সেই সফর সংক্রান্ত সবুজ সংকেত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে আসেনি।

## নদীর সৌন্দর্যায়ন

**কিশনগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** কিশনগঞ্জ শহরের রমজান নদীর সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। একসময় এই নদীটি স্রোতস্বিনী থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীটি নালার রূপ নিয়েছে। নদীতে পলিমাটি জমে গিয়েছে। কোথাও আবার নদীর চরের জমি দখল হয়ে গিয়েছে। কিশনগঞ্জ মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার জানান, নদীকে আবার আগের মতো অবস্থায় ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদমন্ত্রক নদীর সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রায় ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানিয়েছেন কিশনগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসোয়ান। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে নদী থেকে পলিমাটি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও নদীর চরের জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

## গণধোলাই

**মালবাজার, ২২ ফেব্রুয়ারি :** শিশু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এলাকাবাসী। মালবাজার শহরের দৈনিক বাজার সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মিষ্টি খাওয়ানোর টোপ দিয়ে সে এলাকার এক নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা করছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয়রা তাকে ঘিরে ফেলেন। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির বাড়ি শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে। মালবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

## অবশেষে পথে তৃণমূল

**নকশালবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** দলের যুবনেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতেই শীতঘুম ভাঙল তৃণমূল কংগ্রেসের। অবৈধ সিংগিং বার বন্ধ করতে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিবাদে সরব হল দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। রবিবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্য নেতৃত্ব নকশালবাড়িজুড়ে মিছিল করেন। মিছিলের মূল স্লোগান ছিল, 'নকশালবাড়িতে অবৈধ সিংগিং বার বন্ধ করতে হবে-মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে।' তৃণমূলের মিছিল দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে নকশালবাড়ি থানার সামনে পানিঘাটা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

অভিযোগ, সম্প্রতি নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি দোকানে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাঙচুর চালান তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ওরফে মান্টা। দীর্ঘ জলঘোলা হওয়ার পর মান্টার বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তপন পাল নামে ওই দোকানদার।

এলাকায় দীর্ঘদিনের অভিযোগ, নকশালবাড়ি ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া থেকে শুরু করে বেঙ্গাইজোত, কোয়ার্টার মোড় পর্যন্ত ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একাধিক পানশালা, হোটেল।

বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'সবই নাটক! রাজ্যের প্রশাসন ওদের হাতে রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশ ব্যর্থ। তাই মিছিল করতে হচ্ছে।' এদিকে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ বলেন, 'মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে আমরা মিছিল করেছি। কিন্তু, একজন সাংসদ নিজেকে গুন্ডা বলেছেন। এটাই বিজেপির পরিচয়।'

## খেলায় ভোট-গন্ধ

*প্রথম পাতার পর*

আয়োজন হয়েছে অথচ আমাকে কেউ জানায়নি। তবে দলে থেকে কেউ এই ধরনের আয়োজন করলে দলেরই লাভ, এতে কোনও সন্দেহ নেই।' আর এসবের মাঝেও নিজের অবস্থানে অনড় থেকে দিলীপ সাফ বলেছেন, 'নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার সমস্ত চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে এই আয়োজন। এটা সাধারণ মানুষের জন্য করা হয়েছে। কাউকে এখানে জানানোর কিছু নেই। ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিয়ে কোনও কথা আমার জানা নেই।' দিলীপের আরও দাবি, 'আমি মানুষের জন্য কাজ করি। ভোট আসছে বলে এই ধরনের আয়োজন, সেটা বিষয় নয়। মানুষ পাশে থাকলে ভোট এমনিতেই হয়ে যাবে।'

সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে নকশালবাড়িতে তৃণমূলের এই উদ্যোগ এখন আমজনতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

# স্বপ্নাকে নিয়ে বিড়ম্বনা তৃণমূলে

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** আসন্ন নির্বাচনে ঘাসফুল প্রার্থী হওয়া নিয়ে অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের স্বপ্নভঙ্গের উপক্রম হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এসআইআর-কে কেন্দ্র করে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলঘরে জয় হিন্দ বাহিনীর প্রতিবাদ সভায় স্বপ্নাকে নিয়ে জেলা তৃণমূলের অস্বস্তি প্রকাশ্যে আসে। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ তাঁর ভাষণে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'জেলার কোন আসনে কে কোথায় প্রার্থী হবেন, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দল ঠিক করবে।' সভা শুরুর আগে থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্বপ্নাকে নিয়ে জোর চর্চা চলছিল। এরপর ভাষণ দিতে উঠে জেলা সভানেত্রীর মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, স্বপ্নার প্রার্থী হওয়া নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে একপ্রকার অস্থিরতা কাজ করছে।

অন্যদিকে, বিজেপি আপাতত স্বপ্নাকে নিয়ে বিশেষ কোনও চিন্তাভাবনা করছে না। তৃণমূলের পছন্দের আসনে জায়গা না পেলে স্বপ্না বিজেপিতে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে কোনও নিশ্চিত খবর মেলেনি। যদিও সাফল্যের পর স্বপ্নাকে রেলে চাকরি এবং অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। একসময় বিজেপি তাঁকে নিয়ে ভোটের ময়দানে নামার পরিকল্পনা করলেও বর্তমানে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখাচ্ছে। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামী বলেন, 'স্বপ্না আমাদের গর্ব ও অহংকার। কিন্তু আশা করি ও তৃণমূলে নাম লেখাবে না।'

স্বপ্নার রাজনীতিতে আসার প্রক্রিয়াটি বেশ কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল। গত জানুয়ারি মাসে



> ■ জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে প্রবল অস্বস্তিতে রয়েছে
>
> ■ রবিবার তৃণমূলের এক প্রতিবাদ সভায় জেলা সভানেত্রীর মন্তব্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়
>
> ■ বিজেপি আপাতত স্বপ্নাকে নিয়ে বিশেষ কোনও চিন্তাভাবনা করছে না

তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল স্বপ্নার কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিল। তার আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে রাজনীতিতে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এমনকি জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার আশ্বাস পাওয়ার পর স্বপ্না নিজের রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে তিনি ইস্তফা দেননি। কারণ তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, স্বপ্নার পছন্দের জলপাইগুড়ি আসনে তাঁকে প্রার্থী করা সম্ভব নয়। এই খবর পাওয়ার পর স্বপ্না মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। যদিও তাঁকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্বপ্না সেখানে দাঁড়াতে আগ্রহী নন। তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র।

রাজনীতির এই জটিল খেলায় নিজের অ্যাথলেটিক্স কেরিয়ার নষ্ট হতে পারে বলে স্বপ্না এখন উপলব্ধি করছেন। রবিবার সারাদিন তাঁর কাছে বিভিন্ন মহল থেকে অজস্র ফোন আসে। কেউ তাঁকে রাজনীতিতে আসার পরামর্শ দিয়েছেন, আবার কেউ খেলার জগতেই থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। খোদ স্বপ্নার প্রতিক্রিয়া, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদির উপর আস্থা রেখে এখনও অপেক্ষা করছি।'

ভোটে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে স্বপ্নাকে কেন্দ্র করে খবর রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশের পর থেকেই এনিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। খবর পড়ে তাঁরা অবাক বলে নেতাদের অনেকেই জানান। শীর্ষ নেতৃত্ব যে একজন সেলেব্রিটিকে নিয়ে এভাবে চিন্তাভাবনা করছে, তা জেলা স্তরের নেতারা ভাবতেই পারেননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক মহলে এখন চরম নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে।

## মানুষ বড় একা

*প্রথম পাতার পর*

ওই তরুণের মতো অনেকে আছেন সমাজে। একাকিত্ব বয়সের সীমারেখাও মানে না। শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের আশি পেরোনো বৃদ্ধা ভাড়াবাড়িতে একা থাকেন। স্বামী মারা গিয়েছেন বছর কুড়ি আগে। একমাত্র বিবাহিত মেয়ে ৮-১০ দিন পরপর আসেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। ওইটুকু সময় দেখতে দেখতে কেটে যায়। জানলা দিয়ে গাড়ির যাতায়াত, লোকের আসা-যাওয়া দেখে সময় কাটে।

দেখভালের জন্য এক মহিলা রয়েছেন বটে, তবে সর্বক্ষণের জন্য নয়। তাঁকেই মনের কথা যেটুকু বলার বলেন। বৃদ্ধার আক্ষেপ, 'কারও সময় কোথায় যে, আমার কথা শুনবে।' কেউ পাশে না থাকলে মানুষ বা অন্য প্রাণী- কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'এখন জীবন প্রতিযোগিতামূলক। সময়ের অভাব সবার। এই কারণে একাকিত্ব আরও ঘিরে ধরছে।'

অন্যের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারা বা না পারার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আছে সমাজে। যেমন শিলিগুড়ির কলেজ পড়ুয়া শুভশ্রী সান্যালের ভাষায়, 'আমার কাছে সব পরিষ্কার। তবে যখনই কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, তাঁদের কাছে সেটা নাকি জটিল হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো আমাকে ওঁরা বুঝতে পারেন না, নয়তো আমি বুঝিয়ে উঠতে পারি না।'

শুভশ্রীর আক্ষেপ, 'সকলের মাঝে দাঁড়িয়েও মনে হয়, আমি একা। তাই কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। এখন কলেজে সবার থেকে আলাদা থাকি।' মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী সতর্ক করলেন, 'সুষম আহারের মতোই চারপাশে সুষম পরিবেশ থাকা দরকার।' এই পরিবেশটারই বড় অভাব বোধ চারপাশে। ভাইরাল বাঁদরছানাটির মতো অনেকেই ভিড়ের মাঝে ভীষণ একা। কেউ হয়তো পরিবারের সঙ্গে থেকেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন, কেউ বা প্রিয় মানুষটিকে মনের কথা বোঝাতে না পেরে ক্লান্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'কমিশন অন সোশ্যাল কানেকশন' রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন একাকিত্বে ভুগছেন। প্রতি বছর প্রায় ৮ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষের মৃত্যুর পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী একাকিত্ব। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মানুষ একাকিত্বের যন্ত্রণা সইতে না পেরে প্রাণ হারান। শুধু মনের অসুখ নয়, হৃদরোগ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

এঁদের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নির্মলের পরামর্শ, 'সঠিক মানুষের সঙ্গে কথা, সামনাসামনি না হলেও ফোনে যোগাযোগ, গান শোনা, ব্যায়াম করা বা ভালো লাগে এমন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন।' আমাদের চারপাশে থাকা 'পাঞ্চ'রা শুধু সহমর্মিতা চান। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর সচেতনতা ভীষণভাবে জরুরি।

# মিলারদের 'প্রায়শ্চিত্তে'

*প্রথম পাতার পর*

চেনা ছক। সাজানো চিত্রনাট্য। দিন দুয়েক আগে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুশীলনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মার্করাম বোলিং ওপেন করবেন। সেটাই হল। আর প্রথম ওভারেই মার্করামের অফস্পিনের সামনে ইনিংসের চতুর্থ বলেই ফিরলেন ঈশান কিষান (০)। তিন নম্বরে নেমে তিলক ভার্মা (১) ফের দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। বিশ্বকাপের মঞ্চে শূন্যের হ্যাটট্রিক করে নজির গড়ে ফেলা অভিষেক শর্মা (১২ বলে ১৫) আজ প্রথম ডেলিভারিতেই চার হাঁকিয়েছিলেন। তারপরই আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজলেন। দেখে মনে হল হয়তো আজ তিনি দলকে টানবেন। কিন্তু পারলেন কই? জানসেনের স্লোয়ারে সেই 'অ্যাক্রস দ্য লাইন' খেলতে গিয়ে গগনে বল তুলে দিলেন। সব বলে ছক্কা মারব, এই মানসিকতা না বদলালে অভিষেকের প্রথম একাদশের বাইরে বসার সময় হয়ে গিয়েছে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (১৮), হার্দিক পান্ডিয়া (১৮), রিঙ্কু সিং (০), শিবম দুবেদের (৪২) সকলেই আজ ব্যর্থ। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক দাবি করেছিলেন, পাওয়ার প্লে-তে ৪০-৫০ রান হলেও তাঁর দলের পাওয়ার হিটাররা বাকি কাজটা করে দেবেন। প্রশ্ন হল, দলের ব্যাটারদের স্পিন-পেস খেলার বেসিকটা তো ঠিক রাখতে হবে। পছন্দের পিচের জন্য কান্নাকাটি করব, আবার সেই পিচে ব্যাটিংই করতে পারব না, এমনটা হয় নাকি?

ক্রিকেটের প্রেক্ষাপটই বদলে দিয়েছে আইপিএল। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটের আসরে এখন রহস্য বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন ভাবনার সেরা উদাহরণ মিলার। বয়স ৩৬। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য কুড়ির ক্রিকেটে তাঁকে বলা হয় 'কিলার' মিলার। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামকেও হাতের তালুর মতো চেনেন তিনি। ২০২২ থেকে ২০২৪, টানা তিন বছর গুজরাট টাইটান্সের হয়ে বহু ম্যাচ মোদি স্টেডিয়ামে খেলেছেন মিলার। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আজ শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ৪১/৩ হয়ে যাওয়ার পর দলকে ভরসা দিলেন। 'খুন' করলেন ভারতীয় বোলিংকেও। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর (৪৭/১) 'রহস্য' উধাও হয়ে গেল। কোচ গৌতম গম্ভীরের 'কোটার' ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দর (১৭/০) আরও হতাশা উপহার দিলেন। কেন তাঁকে খেলানো হচ্ছে, একমাত্র গম্ভীরই জানেন।

মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। টি২০-র আসরে দ্রুত বদলে যায় সবকিছু। যদিও কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে স্কাইয়ের ভারতকে নিয়ে পূর্বাভাস করা বেশ সহজ। একই ভুল করে গেলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। পিচের চরিত্র ও লুঙ্গি এনগিডি, কাগিসো রাবাদাদের কাটার-স্লোয়ারের বৈচিত্র্য যেমন বুঝতে পারলেন না। ঠিক তেমনই কেশব মহারাজের বাঁহাতি স্পিনও বুঝতে পারলেন না।

রকমারি সীমাবদ্ধতার পাশে 'ভুল' শোধরাতে না পারার হতাশা নিয়ে 'হিস্ট্রি রিপিট' করা যায় কি? মিলার-জানসেনরা প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন আজই। সঙ্গে কোচ গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় আরও বাড়ল।

# রাম আটকাতে বামেদের প্রোমোশন

*প্রথম পাতার পর*

কিশোরের কাছে তালিম নেওয়া তৃণমূলের নিজস্ব রাজনৈতিক থিংকট্যাংকের 'মাস্টারস্ট্রোক'। তাদের অঙ্ক খুব পরিষ্কার- বিরোধী ভোটকে কিছুতেই একজোট হতে দেওয়া যাবে না। আর সেই ভোট কাটাকুটির খেলায় তাদের প্রধান ব্রহ্মাস্ত্র হল মৃতপ্রায় বামফ্রন্টকে ফের প্রাসঙ্গিক করে তোলা।

২০১১ সালের পর থেকে বামেদের ভোটব্যাংকে বড় ধস নামে। শাসকদলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাম সমর্থকরা তৃণমূলকে ঠেকাতে 'লেসার ইভিল' বা কম ক্ষতিকারক বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে বেছে নেন। জন্ম হয় 'আগে রাম, পরে বাম' তত্ত্বের। এই মনস্তাত্ত্বিক পালাবদলের হাত ধরেই ২০২১-এ সিপিএম শূন্যে নেমে আসে এবং শিলিগুড়ি বা বালুরঘাটের মতো লাল-ঘাঁটিগুলোর ভোট বিজেপিতে ট্রান্সফার হয়। তৃণমূল এখন চাইছে সেই শূন্য হয়ে যাওয়া সিপিএম চাঙ্গা হয়ে উঠুক। তারা যদি পুরোনো ভোটারদের ১৫-২০ শতাংশকেও বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে, তবে আখেরে লাভ তৃণমূলেরই। বিরোধী ভোট বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে শাসকদলের জয় নিশ্চিত। রাজনীতি বিজ্ঞানে একে বলে 'স্পয়লার এফেক্ট'। বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে এমন উদাহরণ ভূরিভূরি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অনেক সময় রিপাবলিকান গোপনে 'গ্রিন পার্টি' বা অন্য কোনও লিবারেল তৃতীয় পক্ষের প্রার্থীকে মদত দেয়, যাতে ডেমোক্র্যাটদের ভোট ভাগ হয়ে যায়। আমাদের দেশের রাজনীতিতেও এর নিখুঁত উদাহরণ হল ২০২২ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন। টানা ২৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিজেপির বিরুদ্ধে সেখানে একটা বড়সড়ো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের পাশাপাশি সেখানে আম আদমি পার্টি (আপ) প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুজরাটের অ্যান্টি-বিজেপি ভোট কংগ্রেস এবং আপ-এর মধ্যে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে যায়। যার ফলে কংগ্রেস ধরাশায়ী হয় এবং বিজেপি গুজরাটের ইতিহাসে সব রেকর্ড ভেঙে ১৫৬টি আসন জিতে ক্ষমতায় ফেরে। বামেরাও তাদের ৩৪ বছরের শাসনে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে বিরোধী ভোট ভাগের এই ফায়দা তুলেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সেই ইতিহাসের ভুক্তভোগী বলেই বিরোধী ভোট ভাগের অঙ্কটা সবচেয়ে ভালো বোঝেন।

শাসকদলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এবং ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমগুলোর গতিপ্রকৃতি নজর করলেই এই কৌশলের ব্লু-প্রিন্ট ধরা পড়ে। হঠাৎ করেই সিপিএমকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত চর্চা শুরু হয়েছে। খুব বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে উঁকি দিলেই দেখা যাবে, ইদানীং তাঁর অধিকাংশ আক্রমণের নিশানায় আলিমুদ্দিন। নির্বাচন যখন শিয়রে, তখন মূল প্রতিপক্ষ বিজেপিকে ছেড়ে হঠাৎ মৃতপ্রায় সিপিএমকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে সেই 'নেগেটিভ পাবলিসিটি'র অঙ্কেই। তরুণ বনাম প্রবীণ দ্বন্দ্ব বা প্রাক্তন বিধায়কদের বিতর্কিত মন্তব্য- সিপিএমের অভ্যন্তরীণ কোন্দলগুলো এখন পরিকল্পিতভাবে শাসক-ঘনিষ্ঠ প্রাইম টাইম নিউজ বা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিচ্ছে। একটা দল, যাকে সাধারণ মানুষ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল, তারা হঠাৎ করেই প্রতিদিন সংবাদের শিরোনামে। এর ফলে জনমানসে এই বার্তাটাই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, রাজ্যে তৃণমূল বনাম বিজেপির মেরুকরণের বাইরেও সিপিএম একটা 'ফ্যাক্টর'।

আলিমুদ্দিনের নেতারা এই ফাঁদ বুঝলেও, ডুবন্ত মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরে খাতায়-কলমে প্রাসঙ্গিক হওয়ার প্রলোভন তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। তবে এই রাজনৈতিক থ্রিলারের ক্লাইম্যাক্স নির্ভর করছে বাংলার সাধারণ ভোটারের ওপর।

# লস্করের ছকে বাংলা-যোগ

নবনীতা মণ্ডল


জঙ্গি-যোগে ধৃত নয়াদিল্লিতে।

- **পরিচয় জালিয়াতি :** সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকে পড়া এবং মাত্র কয়েকশো টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র (আধার/ভোটার কার্ড) জোগাড় করা এখন জলভাত
- **শ্রমিকের ছদ্মবেশ :** সাধারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া- এই রুটিন সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ ক্যামোফ্লেজ
- **টেক-স্যাভি জঙ্গি :** এরা আধুনিক প্রযুক্তিতে সড়োগড়ো, সোশ্যাল মিডিয়ায় সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমেই নাশকতার রেইকি করে

**নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রাজধানীর বুকে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী নাশকতার ছক বানচাল। নেপথ্যে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই (ISI), লস্কর-ই-তৈবা এবং বাংলাদেশের চরমপন্থী সংগঠনগুলি। কিন্তু দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জালে এই মাস্টার প্ল্যান ধরা পড়তেই সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর সত্যি- গোটা জঙ্গি নেটওয়ার্কের অন্যতম ভরকেন্দ্র বা 'ট্রানজিট হাব' খাস বাংলা!

এই ঘটনায় তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট আটজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের তথাকথিত 'বদলা' নিতেই দিল্লির লালকেল্লা এবং চাঁদনি চক সংলগ্ন একটি মন্দিরে আইইডি বিস্ফোরণের ছক কষেছিল জঙ্গিরা। এআই সামিট চলাকালীন মেট্রো স্টেশনে 'ফ্রি কাশ্মীর' পোস্টারের সূত্র ধরে তদন্তে নেমে তামিলনাড়ুর তিরুপুরের বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে ছয়জনকে (মিজানুর রহমান, মহম্মদ সাবাত, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শাহিদ ও উজ্জ্বল) এবং শনিবার রাতে বাংলা থেকে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ধৃতদের মধ্যে কেউ কেউ আদতে বাংলাদেশি নাগরিক, যারা বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এরাজ্যে ঢুকে জাল আধার কার্ড বানায়। এরপর পরিযায়ী শ্রমিকের ছদ্মবেশে ছড়িয়ে পড়ে ভিনরাজ্যে। এই মডিউলের তদন্তে নেমে আরও এক শিউরে ওঠা তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এই স্লিপার সেলগুলোর মূল পান্ডা বা 'হ্যান্ডলার' সাব্বির আহমেদ লোন নামে এক কাশ্মীরি জঙ্গি, যে বর্তমানে বাংলাদেশে বসে কলকাঠি নাড়ছে।

চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, ২৬/১১-র মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সইদ এবং জাকি-উর-রহমান লকভির মতো লস্করের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৭ সালে একবার পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল এই সাব্বির। তখনও লস্কর নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগের প্রমাণ মেলে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের আর্থিক টোপ দিয়ে নাশকতার কাজে রিক্রুট করছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

এই গোটা চক্রে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের 'সেফ করিডর' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার মাটিকে। এরাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনার গভীরতা শুধু কয়েকজন গ্রেপ্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আসলে একটি বৃহত্তর 'অদৃশ্য পাইপলাইন'-এর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দিল্লি পুলিশের এই হাই-ভোল্টেজ অপারেশন বড়সড়ো নাশকতার হাত থেকে দেশকে তো বাঁচাল বটে, কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার সামনে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিল। কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যাওয়া খেটে-খাওয়া মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বাংলার সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।


পাক হামলায় বিধ্বস্ত গাড়ি। আফগানিস্তানের বেহসুদ জেলায়।

# রমজানে রক্তস্নাত আফগানিস্তান

**কাবুল ও ইসলামাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রমজান মাসেই প্রতিবেশীর রক্তে হোলি খেলল পাকিস্তান! শনিবার গভীর রাতে আফগানিস্তানের নানগরহার ও পাক্তিকা প্রদেশে ভয়াবহ বিমানহানা চালাল পাক বায়ুসেনা। এই ডজনখানেক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে তালিবান সরকার। শুধুমাত্র নানগরহারের জেলাতেই ১১ জন শিশু-সহ ১৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি ইসলামাবাদে একটি শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়। খাইবার পাখতুনখোয়াতেও সেনার ওপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। ইসলামাবাদের দাবি, ওই জোড়া নাশকতার বদলা নিতেই আফগান সীমান্তে লুকিয়ে থাকা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এবং আইএস-এর সাতটি গোপন ডেরায় চরম হামলা চালিয়েছে। যদিও পাকিস্তানের এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তীব্র তোপ দেগেছে কাবুল।

**হত ১৭**

আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রক এবং সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, নিজেদের দেশের চরম নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা ঢাকতেই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আফগানিস্তানের মাটিকে রক্তাক্ত করেছে পাকিস্তান। ২০২১ সালে কাবুলে তালিবান শাসন ফেরার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। গত অক্টোবরেও সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই তরফ মিলিয়ে প্রায় ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

এবার নিজেদের সার্বভৌমত্বে আঘাত আসতেই কড়া প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছে আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রক। সময়মতো এই আগ্রাসনের 'উপযুক্ত এবং সুপরিকল্পিত জবাব' দেওয়া হবে বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে কাবুলের তরফে। সব মিলিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের এই চরম সংঘাত ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এখন জোর বারুদের গন্ধ!

# লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা উন্নয়ন

**প্রতিশ্রুতি সেলিমের**



**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** তৃণমূল সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করলেও, বাস্তবে এর প্রবল ভোট-টান যে অনস্বীকার্য, তা এবার মেনে নিল সিপিএম। আর তাই লোকসভার মতো আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও যাতে এই প্রকল্প বামেদের ভোটব্যাংকে থাবা বসাতে না পারে, তার জন্য কৌশলী অবস্থান নিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে তিনি দাবি করেন, সিপিএম ক্ষমতায় এলে মেয়েদের উন্নয়নের জন্য ১৫০০ টাকারও বেশি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। সেলিম বলেন, '১৫০০ টাকা দিয়ে ভাণ্ডার বলছে কেন? তৃণমূল তো ভাণ্ডার লুট করেছে! আমরা ক্ষমতায় এলে দুর্নীতি বন্ধ করে মেয়েদের উন্নয়নের জন্য আরও বেশি টাকা দেব।'

১ মার্চ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী থেকেই রাজ্যজুড়ে নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে চলেছে সিপিএম। জেলা, বিধানসভা ও বুথভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে দলের স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন সেলিম।

সম্প্রতি সিপিএম নেতা প্রতীক উর রহমানের তৃণমূলে যোগদান এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামপন্থী যুব নেতাদের দলবদলের আহ্বান প্রসঙ্গেও এদিন কড়া জবাব দেন সেলিম। তিনি সাফ জানান, 'দলের সবাই বিক্রি হয় না। সিপিএম যুব নেতাদের রাজনৈতিক মঞ্চ দেয়, আর তৃণমূল রাস্তা দেখায়। যে কিনছে, দু'দিন পর সেও ভুলে যাবে।'

অর্থাৎ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা 'উন্নয়ন মডেল' এবং দলের প্রতি আনুগত্য- এই জোড়া অস্ত্রে শান দিয়েই যে এবার বিধানসভার ময়দানে নামতে চলেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, তা রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে একেবারে স্পষ্ট।

# তালিকায় ৮০ লক্ষের গেরো

**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ভোট নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই চরম অস্থিরতা রাজ্য রাজনীতিতে। একদিকে বিতর্কিত ভোটারের সংখ্যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের 'হিসেব-বিভ্রাট', অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আগাম দাপট- সব মিলিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের আবহ। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে এবার ভোটার তালিকা সংশোধনের গুরুদায়িত্ব যাচ্ছে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের হাতে। কিন্তু জট এতটাই গভীর যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।

সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল বিতর্কিত ভোটারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই হিসেব উলটে ৮০ লক্ষ ছাড়ানোর উপক্রম! সিইও দপ্তরের অন্দরমহলেই গুঞ্জন, সংখ্যাটা ১ কোটির বেশি হতে পারে। এই বিপুল তথ্যের অসংগতি সোমবার থেকে খতিয়ে দেখবেন ২৫০ জন জেলা ও অতিরিক্ত জেলা জজ। প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট সময়ে এই পাহাড়প্রমাণ কাজ শেষ করা কি আদৌ সম্ভব? যদি না হয়, তবে কি লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটার তালিকার বাইরে থেকে যাবেন?

অন্যদিকে, ১ মার্চ রাজ্যে আসছে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সব মিলিয়ে ভোটের আগেই রাজ্যে থাকছে ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী। ২৮ ফেব্রুয়ারি আংশিক ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে বড়সড়ো অশান্তির আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা সামলাতে সোমবার বিকেলে নবান্ন ও লালবাজারের শীর্ষকর্তাদের তলব করেছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র। বৈঠকে হাজির থাকবেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পীযূষ পান্ডে এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। প্রয়োজনে সেনা নামানোর ইঙ্গিতও মিলেছে সিইও দপ্তরে।

# বাণিজ্যে ধাক্কা, স্থগিত বৈঠক

**নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি :** সুপ্রিম কোর্টের ধাক্কায় টলমল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিতর্কিত শুল্ক বা ট্যারিফ নীতি! মার্কিন মুলুকে এই ডামাডোলের সরাসরি প্রভাব পড়ল ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে হতে চলা অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির বৈঠক স্থগিত করা হল।

সম্প্রতি ট্রাম্পের চাপিয়ে দেওয়া একতরফা শুল্ক নীতিকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে খারিজ করে দিয়েছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, জাতীয় জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে ট্রাম্প ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এই রায়ের ফলে দুই দেশের বাণিজ্যে কী প্রভাব পড়বে, তা বুঝতে তড়িঘড়ি এই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পরেই শনিবার পুরোনো একটি আইন প্রয়োগ করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতের ওপরও নতুন করে ১৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

# ফের জোড়াফুলে দীপেন্দু



**বসিরহাট ২২ ফেব্রুয়ারি :** ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে ফের একবার জার্সি বদল! দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে রবিবার নিজের পুরোনো রাজনৈতিক দল তৃণমূলে ফিরলেন বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে বর্তমান বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিমের উপস্থিতিতে ফের জোড়াফুল পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি।

দীপেন্দুর সঙ্গে এদিন বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি কাদের সরদার এবং পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান পার্থসারথি বসু সহ মোট ২৮ জন তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল টিকিট না দেওয়ায় অভিমান করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দীপেন্দু। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়।

এদিন তৃণমূলে ফিরে নিজের সেই দলবদলকে জীবনের সবচেয়ে বড় 'ভুল' সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করে নেন তিনি। দীপেন্দু জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাটে যে বিপুল উন্নয়নের কাজ করছেন, তার শরিক হতেই এই 'ঘরওয়াপসি'। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাটের ৭টি কেন্দ্রই যাতে শাসকদলের দখলে থাকে, সেই সংকল্পও নিয়েছেন তিনি।

২০১৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে প্রথমবার দাঁড়িয়ে শমীক ভট্টাচার্যের কাছে হারলেও, ২০১৬ সালে তাঁকে হারিয়েই বিধায়ক হন দীপেন্দু। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁকে সরিয়ে সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করায় ক্ষোভে তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত ধরে পদ্ম শিবিরে নাম লেখান তিনি। যদিও ভোটের ফল প্রকাশের পরেই বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে থাকেন এই প্রাক্তন ফুটবলার।

ভোটের মুখে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে শাসকদলের শক্তি যে অনেকটাই বাড়াল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁকে ফের প্রার্থী করা হবে কি না, সে প্রশ্নে দীপেন্দুর জবাব, 'দল যে দায়িত্ব দেবে, সেটাই পালন করব।'


শত্রু খুঁজতে গুলিবিদ্ধ সেনা কুকুর।

# কিস্তোয়ারে খতম জইশ কমান্ডার

**শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি :** জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিল ভারতীয় সেনা। রবিবার দিনভর চলা 'অপারেশন ত্রাশি-১'-এ একে একে খতম হল তিন কুখ্যাত জঙ্গি। হোয়াইট নাইট কর্পস-এর তরফে জানানো হয়েছে, যৌথ অভিযানে তৃতীয় জঙ্গিটির দেহ এবং অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড জইশ কমান্ডার সইফুল্লা বালুচ, যার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকালে ছাত্রুর দুর্গম বনাঞ্চলে তল্লাশি শুরু করে সেনা, পুলিশ ও সিআরপিএফ। জঙ্গিরা একটি মাটির কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। গুলির লড়াইয়ে এক পর্যায়ে ওই কুঁড়েঘরটিতে আগুন ধরে যায় এবং তিন জঙ্গিরই দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। উদ্ধার হয়েছে ৩টি একে-৪৭ রাইফেল সহ বিপুল গোলাবারুদ। এই অভিযানে সেনার 'কে-নাইন' (K9) ইউনিটের সাহসী কুকুর 'টাইসন' অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছে। জঙ্গিদের ডেরা খুঁজে বের করতে গিয়ে সে গুলিবিদ্ধ হলেও বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল।

# মোদির নিশানায় কংগ্রেসের 'নগ্নতা'

**মিরাট, ২২ ফেব্রুয়ারি :** দেশের মাটিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক এআই সামিটকে 'নগ্ন ও নোংরা রাজনীতি'র আখড়া বানিয়েছে কংগ্রেস! রবিবার মিরাটে ১২,৯৩০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়ে এভাবেই দেশের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সম্প্রতি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এ বিদেশি অতিথিদের সামনেই আচমকা জামা খুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বেশ কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মী। মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবি দেওয়া টি-শার্টে 'এপস্টিন ফাইলস' এবং 'পিএম ইজ কমপ্রোমাইজড'-এর মতো উস্কানিমূলক স্লোগান লিখে চরম শোরগোল ফেলেন তাঁরা।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'গোটা দেশ জানে আপনারা নগ্ন, তা নতুন করে প্রমাণ করতে বিদেশি অতিথিদের সামনে জামা খোলার কী দরকার ছিল?' শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের লোভে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, যুব কংগ্রেসের এই 'কুরুচিকর' বিক্ষোভ থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে নিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল, ডিএমকে-র মতো বিরোধী জোটের অন্যান্য শরিকরা।

# তিস্তায় চিনের বার্তা

**ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বিএনপি নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকারের 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানাল চিন। রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে বেজিং সর্বদা ঢাকার পাশে রয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশ সরকার চাইলে বহুচর্চিত তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত চিন। তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চিনের এই প্রকাশ্য আগ্রহ দিল্লির কাছে যে যথেষ্ট উদ্বেগের, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য, তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের জটিলতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কারণেই এই চুক্তি এখনও দিনের আলো দেখেনি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা যদি তিস্তা ব্যারেজ এবং নদী সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে চিনা বিনিয়োগ ও কারিগরি সাহায্য নেয়, তবে তা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড়সড়ো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চিন একেবারেই বরদাস্ত করবে না।'

পারস্পরিক সম্মান ও সমতার ভিত্তিতেই এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। এদিনের বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা সংকট-সহ আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামী দিনে বাংলাদেশ-চিন সম্পর্ক যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে, সেই আশাই ব্যক্ত করেছে বেজিং।

# বুথে শক্তি বাড়াচ্ছে তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** নির্বাচনের আগে 'বুথ সশক্তিকরণ'-এ নেমে পড়ল তৃণমূল। রাজ্যের ৮৪ হাজারেরও বেশি বুথে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দলের বিধায়কদের ময়দানে নামার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে প্রতিটি বুথে ভোটারের সংখ্যা, এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর তথ্য এবং তথ্যের অসংগতির কারণে বাদ পড়া ভোটারদের বিস্তারিত হিসেব কষতে এই তৎপরতা।

তৃণমূল সূত্রের খবর, গোটা প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আইপ্যাক-এর সাহায্য নিয়ে এই 'ঝালিয়ে নেওয়ার পর্ব' চলছে। বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বুথ পরিক্রমার বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়মিত ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পাঠাতে হবে। কোন বুথ থেকে কত প্রকৃত ভোটার বাদ পড়ছেন, সেই তথ্য হাতে পেলেই কমিশনের বিরুদ্ধে ফের সরব হবে তৃণমূল।

পাশাপাশি বাদ পড়া ভোটারদের নাম যাতে কমিশনের অতিরিক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তার জন্য আগাম আইনি প্রস্তুতি সেরে রাখছে তৃণমূল। দলীয় বার্তায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এই কাজে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। উল্লেখ্য, বিরোধী দল বিজেপিও ইতিমধ্যে 'বুথ সশক্তিকরণ' কর্মসূচি শুরু করেছে। তবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার আগে তৃণমূলের এই 'মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট' যে আদতে ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে না চাওয়ারই ইঙ্গিত, তা বলাই বাহুল্য।

# ট্রাম্প প্রাসাদে গুলিতে খতম

**ফ্লোরিডা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডাস্থিত মার-এ-লাগো রিসর্টে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল সিক্রেট সার্ভিস। রবিবার ভোরে রিসর্টের উত্তর গেট দিয়ে এক সশস্ত্র যুবক ঢোকার চেষ্টা করলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। বছর কুড়ির ওই যুবকের হাতে একটি শটগান এবং জ্বালানি ভর্তি ক্যান ছিল। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখেই গুলি চালায় নিরাপত্তারক্ষীরা। ঘটনার সময় ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ছিলেন।

# প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে 'জয় মা কালী'

**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** '২৬-এর বিধানসভার ভোট মাথায় রেখে বিজেপির জনসংযোগের অন্যতম হাতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দিতে এই চিঠি নিয়ে শুরু হয়েছে বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান। লক্ষ্য চলতি মাসের মধ্যে রাজ্যের ৭ কোটি ভোটারের কাছে পৌঁছোনো। প্রধানমন্ত্রীর সেই চিঠিতে রাজ্যবাসীকে 'আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী' বলে সম্বোধন করার পরেই লেখা হয়েছে, জয় মা কালী।

লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের আগে গৃহ সম্পর্ক অভিযান নতুন কিছু নয় বিজেপিতে। '২১-এর বিধানসভা ভোটেও প্রধানমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে ওই অভিযান করেছিল বিজেপি। কিন্তু সেই চিঠিতে ছিল 'জয় শ্রীরাম'। আর '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে তা বদলে হয়েছিল 'জয় মা দুর্গা'। এবার হল 'জয় মা কালী'। যা দেখে তৃণমূল কটাক্ষ করে বলছে, মা দুর্গাকে ছেড়ে এবার মা কালীর শরণাপন্ন হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই চিঠিতে রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল।

# পদ্মে ভূপেন

**গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে অসমে কংগ্রেসে বড়সড়ো ধস! রাহুল গান্ধির শত অনুরোধ উড়িয়ে অবশেষে রবিবার পদ্ম-শিবিরে নাম লেখালেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন বোরা। গুয়াহাটিতে বিজেপির সদর দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার উপস্থিতিতে গেরুয়া পতাকা হাতে নেন ৩৩ বছর কংগ্রেসে থাকা এই বর্ষীয়ান নেতা।

দলবদলের পরেই কংগ্রেসকে তাঁর ঝাঁঝালো মন্তব্য, 'আমি দুর্যোধনের সঙ্গ ছেড়েছি, কিন্তু কংগ্রেসে এখনও অনেক কর্ণ রয়ে গেছেন!' তাঁরাও পদ্মে যোগ দেবেন বলে ভূপেনের দাবি।

# গতিতে রেকর্ড, ছুটল মিরাট মেট্রো

**নয়াদিল্লি ও মিরাট, ২২ ফেব্রুয়ারি :** যানজট আর দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিকে এবার চিরতরে বিদায়! মাত্র ৫৫ মিনিটেই এবার রাজধানী দিল্লি থেকে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যাবে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। রবিবার দেশের দ্রুততম মেট্রো পরিষেবা এবং সম্পূর্ণ ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-মিরাট 'নমো ভারত' রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম করিডরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই হাইস্পিড করিডর চালু হওয়ার ফলে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী স্মার্ট যুগের সূচনা হল।

১৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা সর্বোচ্চ গতিবেগের জন্য ডিজাইন করা এই আরআরটিএস ট্রেনের সাধারণ অপারেশনাল স্পিড হবে ১৬০ কিলোমিটার। অন্যদিকে, ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে ছুটে মিরাট মেট্রো ইতিমধ্যেই ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতের 'দ্রুততম মেট্রো'-র খেতাব। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার 'নমো ভারত' র‍্যাপিড ট্রেন এবং সাধারণ মেট্রো একই ট্র্যাক ভাগ করে নেবে। মাত্র ৩০ মিনিটে ২৩ কিলোমিটারের মিরাট মেট্রো করিডরের ১৩টি স্টেশন পার করা যাবে চোখের পলকে।

**৫৫ মিনিটে এবার রাজধানী দিল্লি থেকে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যাবে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে।**

এই নমো ভারত ট্রেনের লুক আর ফিল একেবারে অত্যাধুনিক বুলেট ট্রেনের মতো। সম্পূর্ণ ডিজিটাল ড্রাইভার কনসোল এবং আধুনিক স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রয়েছে প্রিমিয়াম কোচ। সেখানে মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জিং পয়েন্ট, ম্যাগাজিন র‍্যাক, আরামদায়ক কুশনযুক্ত সিটের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত কামরা এবং স্মার্ট কিউআর (QR) কোড ভিত্তিক ক্যাশলেস টিকিটিংয়ের সুবিধা থাকছে।

এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শতাব্দী নগর থেকে মিরাট সাউথ পর্যন্ত মেট্রোয় সফর করেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেন। এই করিডরের অন্যতম প্রধান স্টেশন দিল্লির 'সরাই কালে খাঁ' এখন একটি মেগা মাল্টি-মোডাল হাব, যেখান থেকে যাত্রীরা খুব সহজেই হজরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন বা দিল্লি মেট্রোর পিঙ্ক লাইনে পৌঁছোতে পারবেন।

এদিন মিরাটে ১২,৯৩০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মেগা প্রকল্প পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে। যানজট কমানো এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের লক্ষ্যে তৈরি এই অত্যাধুনিক ট্র্যাক রবিবার সন্ধে থেকেই আমজনতার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতের এই গতির ডানায় ভর করে আপনিও এবার স্মার্ট সফর উপভোগ করতে প্রস্তুত তো?


বিদ্যুৎগতিতে।। ছুটল দেশের দ্রুততম মেট্রো।

# বিয়ের দিন জোড়া মৃত্যু

**যোধপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি :** বিয়ের সানাইয়ের সুর নিমেষেই বদলে গেল কান্নার রোলে! বিয়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটনাটি যোধপুরের মানাই গ্রামের। শনিবার একই মণ্ডপে বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল পেশায় শিক্ষিকা দুই বোন শোভা (২৫) ও বিমলার (২৩)। কিন্তু শুক্রবার রাতে মেহেন্দির অনুষ্ঠানের পর ভোর চারটে নাগাদ আচমকা দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই দুই তরুণী।

কিন্তু কেন এমন এই চরম সিদ্ধান্ত? তদন্তে পারিবারিক বিবাদের হদিস পেয়েছে পুলিশ। মৃতদের মামার অভিযোগ, অন্যত্র বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় পরিবারের সম্মান বাঁচাতে কাকারাই জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিচ্ছিলেন দুই বোনের। সেই কারণেই আত্মহত্যা বলে অনুমান।

# মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ রেখার

**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** রাজ্যের মহিলা সম্মেলনে এসে কেজরিওয়ালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সখ্য নিয়ে কটাক্ষ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। কেজরিওয়ালের জেলযাত্রাকে ইঙ্গিত করে রেখা বলেন, 'ভাইয়াকো তো ভেজ দিয়া, দিদিকো বাকি হ্যায়।' দিল্লির নির্বাচনে আপ-কে সমর্থন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী প্রথমবার রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রীকেই বিঁধলেন। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বিজেপির মহিলা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন রেখা। পরে মহিলা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রেখা বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে কালো কোট পরে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তাঁর রাজ্যেই এই কলকাতার বুকেই আরজি কর, দুর্গাপুরের মতো ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী চুপ থাকেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৫ সংখ্যা, সোমবার, ১০ ফাল্গুন ১৪৩২

# জলঘোলার শেষ নেই

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সংক্রান্ত অমীমাংসিত যাবতীয় বিষয়ের জন্য শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো ৪৫ লক্ষ ভোটারের নথি যাচাইয়ের জন্য বিচারকদের কাছে পাঠাচ্ছে কমিশন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত যাঁদের নথি যাচাই হয়ে গিয়েছে, তাঁদের নাম ঠাঁই পাবে চূড়ান্ত তালিকায়। বাদবাকি নাম জায়গা পাবে অতিরিক্ত তালিকায়।

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর-এর কাজের জন্য অন্তত একজন করে বিচার বিভাগীয় অফিসার চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য ৯ মার্চ পর্যন্ত সব জেলায় বিচারকের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ নির্দিষ্ট আছে ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তথ্যগত অসংগতির নথি পুনরায় যাচাই, আপলোড এখনও বিস্তর বাকি। সুপ্রিম কোর্ট এই কাজ সম্পূর্ণ করতে জেলা আদালতগুলির অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিচারকদের নিয়োগ করতে বলেছে।

এখন ঠিক হয়েছে, কিছু নাম অসম্পূর্ণ থাকলেও ২৮ তারিখেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরে অতিরিক্ত একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। এসআইআর-এর দোহাই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা শুরু হয়েছিল নভেম্বরে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ ক্লান্ত, হতাশ। একইসঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে কয়েকজনের মৃত্যুও। মৃতের তালিকায় যেমন সাধারণ মানুষ আছেন, তেমনই আছেন বিএলও-রা।

পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া নির্বাচন কমিশন কেন এসআইআর-এ নেমে পড়েছিল কে জানে! এখন আড়াই-তিন মাসে হিমসিম অবস্থা হয়েছে কমিশনের। তাতে যেমন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত বাড়ছে, তেমনই শুরু হয়েছে আইনি হস্তক্ষেপ। প্রক্রিয়াটি যখন রাজ্যে প্রথম শুরু হল, তখন বলা হয়েছিল, এসআইআর-এর ফর্ম বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবেন বিএলও-রা। কাউকেই ফর্মের জন্য কোথাও যেতে হবে না।

বাস্তবে দেখা গেল, রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় তৃণমূল এই প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিল। বেশিরভাগ জায়গায় তৃণমূল কাউন্সিলারের ওয়ার্ড অফিস হয়ে উঠল এসআইআর ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার দপ্তর। পুরো ব্যাপারটিতে ঘাসফুল নেতা-কর্মীদের মাতব্বরি। বিএলও-দের ভূমিকা যেন অ্যাসিস্ট্যান্টের। ফর্ম পূরণ নিয়েও হাজার বিভ্রান্তি। শোনা গিয়েছিল, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম, বাবা-মায়ের নাম যেভাবে আছে, সেভাবেই লিখতে হবে।

কোথাও কোথাও বিএলও-রা বলেছেন, নির্ভুল নাম সর্বত্র লিখতে হবে। আবার পরে দেখা গেল, এসআইআর ফর্মে এনিয়ে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া নেই। ফলে জগাখিচুড়ি অবস্থা হয়েছে। শুনানি পর্বে হয়েছে আরও ঝঞ্ঝাট। বলা হয়েছিল, শুনানির জন্য কোনও সরকারি কেন্দ্রে যেতে হবে না অতি প্রবীণদের। কমিশনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনানি সারবেন।

কিন্তু দেখা গেল, শুধু অশীতিপর নয়, নবতিপর, এমনকি শতায়ুদেরও শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন। নথিবোঝাই ট্রাংক মাথায় নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছেছেন মানুষ। কোথাও হবু বর বিয়ে করতে যাওয়ার পথে হাজির হয়েছেন শুনানিকেন্দ্রে। আমজনতার কাছে নথি বলতে ভোটার, আধার আর প্যান কার্ড, যেগুলোর কোনওটিই আবার নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃত নথি নয়।

ফলে শুনানিপর্বে পদে পদে মানুষের ভোগান্তি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড স্বীকৃত নথি হলেও বহু ক্ষেত্রে শুনানিতে তা গ্রহণ করা হয়নি। শুনানিতে হয়রানির এমন অজস্র দৃষ্টান্ত। এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দায়ের করা মামলায় নিজেই সওয়াল করেন।

বাংলায় খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। শুনানিতে গরহাজিরার জন্য বাদ গিয়েছে আরও ৫ লক্ষ নাম। এর পরেও নাকি আরও বহু লক্ষ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা। সংশোধনের ধাক্কায় ৭ কোটির মধ্যে এক-দেড় কোটি নাম যদি বাদই পড়ে, তাহলে সেই সংশোধন কি ন্যায়সংগত? এখন প্রতীক্ষা চূড়ান্ত তালিকার।

## অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা- সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

# সাহেবদের আগেই বাংলা গদ্য কোচবিহারে

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেবদের প্রায় আড়াইশো বছর আগেই, কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের একটি ঐতিহাসিক চিঠিতেই লুকিয়ে ছিল বাংলা গদ্যের আদিমতম রূপ।

**রঙ্গন রায়**

১৫৫৫ সালের আষাঢ় মাস। হিমালয়ের পাদদেশে তখন বর্ষার এক ভয়ংকর রূপ। চারদিকে ঘন অরণ্য, আর তারই বুক চিরে চলে গিয়েছে সরু এক পায়ে চলা পথ। পাহাড়ের পাদদেশে বর্ষাঋতু মানেই এক মূর্ত আতঙ্ক। পাহাড়ি ঢাল আর বুনো জানোয়ারের ভয়কে তুচ্ছ করে সেই গহিন অরণ্য পেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন কয়েকজন অকুতোভয় মানুষ। তাঁরা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের খাস দূত। হাতে রয়েছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় লিপি ও কিছু বহুমূল্য উপঢৌকন। গন্তব্য কামরূপের (বর্তমান অসম) রাজধানী 'গড়গাঁও'। মহারাজ নরনারায়ণ এই লিপি পাঠিয়েছেন কামরূপের রাজা স্বর্গনারায়ণ চুখাম ফা-কে। শতানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্মা, ধূমা সর্দার, কালকেতু সর্দার, উদ্ভাণ্ড চাওনিয়া এবং শ্যামরায় চাওনিয়া- এই ছয় দূতের কাঁধে তখন গুরুভার। কারণ, এই সামান্য একটি চিঠির ওপরেই নির্ভর করছিল তৎকালীন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। প্রকৃতির চরম বৈরিতা কাটিয়ে তাঁরা যখন গন্তব্যে পৌঁছালেন, তখন ইতিহাস তৈরির মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

- এআই

### কেঁচোর রসে লেখা চিঠি ও বিরল পুরস্কার

অহোম রাজদরবারে পৌঁছানোর পর মহারাজার সামনে পেশ করা হল সেই লিপি। কিন্তু সভার সকলেই তা দেখে হতবাক! এ যে পড়া বড় দায়। চিঠির হরফগুলো যেন ঠিক কালি দিয়ে লেখা নয়। রাজা চুখাম ফা-র মনে প্রশ্ন জাগল, কোচবিহারের রাজা কি তাঁর সঙ্গে কোনও রসিকতা করেছেন? মনে হচ্ছিল যেন কালির বদলে কেঁচোর রস দিয়ে অক্ষরগুলো সাজানো হয়েছে। সভায় উপস্থিত কেউই সেই অদ্ভুত লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারছিলেন না। সৌভাগ্যবশত, দুর্গাচরণ বড়োকাকতি নামের এক বিচক্ষণ কর্মচারী সেখানে ছিলেন। রাতের অন্ধকারে বাতির আলোয় অত্যন্ত ধৈর্য ধরে তিনি সেই চিঠির মর্মার্থ উদ্ধার করে ফেলেন। চুখাম ফা ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালি রাজা। দুর্গাচরণের এই দক্ষতায় খুশি হয়ে তিনি এক বিরল পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, দুর্গাচরণের পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে কোনও অপরাধ করলেও তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। একটি চিঠি পড়ার পুরস্কার হিসেবে এমন রাজকীয় প্রতিশ্রুতি সত্যিই অভাবনীয়। সেই পত্রে লেখা ছিল প্রীতি ও কুশল সংবাদ, যা আজও বাংলা গদ্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

### আদি গদ্যের সেই অনন্য দলিল

সেই ঐতিহাসিক চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা আমাদের জন্য এক পরম বিস্ময়। চিঠির সম্পূর্ণ বয়ানটি ছিল ঠিক এইরকম : 'শ্রীশ্রী-স্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু। লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাকে পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্মী রামেশ্বর শর্মা কালকেতু ও ধুমাসদ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১০ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুরুচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।' এই গদ্যের প্রতিটি শব্দে লুকিয়ে আছে এক প্রাচীন গাম্ভীর্য এবং তৎকালীন প্রশাসনিক ভাষার নিজস্বতা।

**ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা মিশনারি সাহেবদের হাত ধরে নয়, বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল উত্তরবঙ্গের মাটিতেই। ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লেখা এক ঐতিহাসিক চিঠিই হল বাংলা গদ্যের আদিমতম নিদর্শন। 'কেঁচোর রসে' লেখা সেই রহস্যময় চিঠির বুকেই লুকিয়ে আছে আমাদের আধুনিক ভাষার শিকড়, যা গোটা উত্তরবঙ্গবাসীর জন্যই এক বিরাট গর্বের বিষয়।**

### সাহেবি মিথ ও উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ইতিহাস

পণ্ডিত মহলে একটি দীর্ঘস্থায়ী ধারণা প্রচলিত আছে যে, বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে ইউরোপীয় মিশনারি সাহেবদের হাত ধরে। ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাউ কিংবা ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব যখন বাংলা ব্যাকরণ বা অভিধান সংকলন করছিলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে ভাষাটিকে আয়ত্ত করা। এরপর ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে বাংলা গদ্যের যুগ শুরু হয়েছে বলে ভাবা হয়। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা মহারাজা নরনারায়ণের সেই চিঠির কথা বেমালুম ভুলে যান। সাহেবদের আসার প্রায় আড়াইশো বছর আগেই উত্তরবঙ্গের মাটিতে বাংলা গদ্য তার বলিষ্ঠ কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

### প্রয়োজনের তাগিদে গদ্যের ব্যবহার

মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত সংস্কার জেঁকে বসেছিল। পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, গম্ভীর আলোচনা কিংবা উচ্চতর সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে পয়ার বা ছন্দোবদ্ধ 'পদ্যপ্রবন্ধ' ছাড়া কোনও উপায় নেই। গদ্যকে তখন ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রবাদ আছে, 'ঠেলার নাম বাবাজী'। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে, জমি কেনাবেচার দলিল কিংবা কূটনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পদ্যে কথা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে অনেকটা দায়ে পড়েই মানুষ গদ্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। মহারাজা নরনারায়ণের সাহেবদের কাছে এদেশের ভাষা ছিল কেবলই মাধ্যম। কিন্তু নরনারায়ণের চিঠিতে যে গদ্য আমরা পাই, তা ছিল সম্পূর্ণ দেশীয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

### ইতিহাসের রোমাঞ্চ ও আমাদের গর্ব

বাঙালির অজান্তেই উত্তরবঙ্গের এক কোণে বসে যখন এই প্রথম বাংলা গদ্য রচিত হচ্ছিল, তখন তা কেবল সাহিত্যের ইতিহাস নয়, গোটা ভূখণ্ডের মানচিত্র বদলে দিচ্ছিল। সেই চিঠির সঙ্গে পাঠানো উপঢৌকন- যেমন ধনু, চটিজুতো, ছিট কাপড় বা চামর- দেখে অহোমরাজ অপমানিত বোধ করেছিলেন। রাজমন্ত্রী বড়গোঁহাইয়ের উসকানিতে শুরু হয়েছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের ময়দানেই সেনাপতি শুকুধ্বজ তাঁর ক্ষিপ্র গতির জন্য 'চিলারায়' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয় যে, আজ আমরা যে ভাষায় লেখালেখি করি, তার শৈশব লুকিয়ে ছিল কোচবিহারের রাজবাড়ির এক টুকরো কাগজে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেবদের অনেক আগেই উত্তরবঙ্গ বাংলা গদ্যের জন্ম দিয়ে ফেলেছিল। আধুনিক গদ্য নিয়ে গর্ব করার পাশাপাশি নরনারায়ণের সেই 'কেঁচোর রসে লেখা' চিঠির ঋণ স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য। এই ইতিহাস আমাদের শেখায়, আমাদের ভাষা কেবল বিদেশি দান নয়, বরং তা এই মাটির নিজস্ব সম্পদ ও এক মহিমান্বিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।

*(লেখক অক্ষরকর্মী)*

*তথ্যসূত্র : ১) কোচবিহারের ইতিহাস- খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ ২) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

## আজ

**১৮৪০**

লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

**১৯৬৯**

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী মধুবালা।

## আলোচিত

১৫০০ টাকা দিয়ে ভাণ্ডার কেন বলছে, তৃণমূল তো ভাণ্ডার লুট করেছে। অর্পিতার খাটের নীচ থেকে যেটা বেরিয়েছিল সেটা ভাণ্ডার, মন্ত্রীদের ঘর থেকে যা বেরিয়েছে, সেটা ভাণ্ডার। সিপিএম ক্ষমতায় এলে দুর্নীতি বন্ধ হবে। তখন মেয়েদের জন্য আরও বেশি টাকা দেওয়া হবে।

- মহম্মদ সেলিম

## ভাইরাল/১

কর্ণাটকের এক হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ইন্টারনাল পরীক্ষা চলছিল। পরিদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন সেখানকার সহ অধ্যাপক। পরীক্ষাকেন্দ্রে এক ডাক্তারি ছাত্র মোবাইলের মাধ্যমে টুকলি করছিল। উত্তরপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে হল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আর তাতেই রেগে গিয়ে অধ্যাপককে মারেন ছাত্রটি। হাসপাতালে ভর্তি অধ্যাপক।

## ভাইরাল/২

অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে খেলা করছিল ৩ বছরের একটি শিশু। হাঁড়িটিতে মাথা গলিয়ে বসে। আর বের করতে পারে না। একেবারে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। বেগতিক দেখে ডাক্তার ও প্লাম্বার ডাকা হয়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টায় কাটার দিয়ে হাঁড়িটি কেটে শিশুকে উদ্ধার করা হয়। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের ঘটনা।

জনমন জনমত

# পরিস্রুত জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সুজাপুরের বাসিন্দারা

সুজাপুর বিধানসভা এলাকার জনজীবন আজ দুটি গুরুতর সমস্যায় বিপর্যস্ত। একদিকে তীব্র পানীয় জলের সংকট, অন্যদিকে খালতিপুর রেলস্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের অভাব।

দীর্ঘদিন ধরে সুজাপুর বিধানসভার বিভিন্ন গ্রাম ও এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের সংকট প্রকট আকার নিয়েছে। বহু এলাকায় পর্যাপ্ত জল নেই। কোথাও দুর্গন্ধযুক্ত ও পানের অনুপযোগী জল সরবরাহ হচ্ছে, কোথাও বা অনেক নলকূপ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা অচল অবস্থায় পড়ে আছে। আর্সেনিকযুক্ত জল পাওয়ার আশঙ্কায় শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ সহ সকলেই। ফলে সকলেরই স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে। পরিস্রুত পানীয় জল মানুষের মৌলিক অধিকার- এই অধিকার থেকে সুজাপুর বিধানসভার মানুষ আজ বঞ্চিত।

অন্যদিকে, কালিয়াচক মালদা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও খালতিপুর রেলস্টেশনে পর্যাপ্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ না থাকায় ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, শ্রমজীবী মানুষ ও সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। গৌড় এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল সহ গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলির স্টপ এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন গতি দিতে পারে।

এ দুটি সমস্যা কোনও দলীয় বিষয় নয়, বরং সুজাপুর বিধানসভার সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্ন। তাই দলমতনির্বিশেষে সকল সুজাপুর বিধানসভার জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আওয়াজই পারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। জনস্বার্থে অবিলম্বে নিরাপদ পরিস্রুত পানীয় জল ও খালতিপুর স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ দেওয়া আজ সময়ের দাবি।

প্রতীকী ছবি।

**মোঃ রাফিক আহমেদ**
**সুজাপুর, মালদা।**

# কুহুতানের নেপথ্যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

সুরের মোহনায় লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম, পরজীবী মাতৃত্বের নির্দয় বাস্তবতা।

**সঞ্চারী ভট্টাচার্য**

বসন্তের প্রকৃতিতে যখন পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া রঙের আগুন ছড়ায়, তখন তার নেপথ্য সংগীতশিল্পী হয়ে ওঠে কোকিল। নাগরিক ক্লান্তি হোক বা গ্রামের উদাস দুপুর, কোকিলের 'কুহু' ডাক বরাবরই বাঙালির রোমান্টিক মনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কবির ভাবাবেগ যেখানে শেষ, জীববিজ্ঞানের নির্মম বাস্তবতা ঠিক সেখান থেকেই শুরু। সুরের জাদুতে যে পাখি আমাদের মুগ্ধ করে রাখে, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সে কিন্তু এক নিপুণ খলনায়ক, এক মিষ্টি প্রতারক। বিজ্ঞানের ভাষায় এই আচরণের নাম 'ব্রুড প্যারাসাইটিজম' বা বংশ পরজীবিতা। সহজ কথায়, মাতৃত্বের দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যের ঘাড়ে নিজের বংশরক্ষার ভার চাপিয়ে দেওয়া। তাই কোকিল আসলে প্রকৃতির এক ঘরছাড়া বাউন্ডুলে, যার জীবনে নিজস্ব 'নীড়' বা 'বাসা' বলে কিছুই নেই।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এই গৃহহীনতা? কেন অন্যের বাসায় চুপিসারে নিজের ডিম রেখে আসার এই চতুর কৌশল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে জীবদেহের এক অদ্ভুত রাসায়নিক সমীকরণে। মাতৃত্ব শুধু আবেগ নয়, এর পেছনে রয়েছে হরমোনের জটিল খেলা। পাখিজগতে বাসা বানানো, ডিমে তা দেওয়া বা ছানা বড় করার কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে 'প্রোলাক্টিন' নামের একটি হরমোন। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে কোকিলের শরীরে এই হরমোনের পরিমাণ খুবই কম। প্রজননের সময়েও এদের প্রোলাক্টিন এতই সামান্য থাকে যে, বাসা বানানোর পরিশ্রম বা ডিমে তা দেওয়ার ধৈর্য— কোনওটাই এদের থাকে না। ডিমে উত্তাপ দেওয়ার জন্য পাখির পেটের কাছে পালকহীন যে 'ব্রুড প্যাচ' তৈরি হয়, হরমোনের অভাবে কোকিলের তা-ও থাকে না। ফলে শারীরিকভাবে কোকিলের পক্ষে 'মা' হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই অক্ষমতাই তাদের এমন কৌশলী ও পরজীবী হতে বাধ্য করেছে।

- এআই

টিকে থাকার এই লড়াইয়ে কোকিলের প্রধান লক্ষ্য হল কাক। পরিশ্রমী এবং আপাতদৃষ্টিতে চতুর এই পাখিটিই কোকিলের কাছে সবচেয়ে বেশি বোকা বনে। প্রতারণার এই চিত্রনাট্য সাজানো হয় খুব নিখুঁতভাবে। এক্ষেত্রে পুরুষ কোকিল অন্যের মনোযোগ ঘোরানোর কাজটি করে। সে কাকের বাসার আশপাশে উড়ে, চিৎকার করে তাকে বিরক্ত করতে থাকে। নিজের এলাকা বাঁচাতে কাক যখন পুরুষ কোকিলকে তাড়া করতে যায়, ঠিক সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় স্ত্রী কোকিল। চোখের নিমেষে কাকের অরক্ষিত বাসায় নিজের ডিম পেড়ে সে উধাও হয়ে যায়। কাকের ডিমের সঙ্গে কোকিলের ডিমের রং ও আকারের এতটাই মিল থাকে যে, কাক বিভ্রান্ত হয়। নিজের অজান্তেই সে পালন করতে থাকে তার চরম শত্রুকে। শুধু কাক নয়, ছাতারে, হাঁড়িচাচা বা ফিঙের মতো পাখিরাও মাঝেমধ্যে কোকিলের এই চাতুরির শিকার হয়।

গল্পের চমক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কোকিলের ডিমে টেস্টোস্টেরন ও কর্টিকোস্টেরনের মতো হরমোন সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। তাই এরা জন্ম থেকেই খুব আগ্রাসী হয়। এই হরমোনের প্রভাবেই কোকিলের ছানা অন্য ছানাগুলির আগেই ডিম ফুটে বেরোয় এবং পালক মায়ের আনা খাবারের বেশিরভাগটাই নিজে ছিনিয়ে নেয়। অনেক সময় চোখ না-ফোটা এই সদ্যোজাত কোকিল ছানারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বাসার অন্য ডিম বা ছানাগুলিকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়। নিজের আধিপত্য বজায় রাখার এ এক ভয়ংকর অথচ কার্যকর কৌশল। মানুষের চোখে এটা চরম স্বার্থপরতা বা নিষ্ঠুরতা মনে হলেও, বিজ্ঞানের যুক্তিতে এটাই হল যোগ্যতমের টিকে থাকার লড়াই। বসন্তের দুপুরে যে সুরেলা ডাক আমাদের আনমনা করে তোলে, তার পেছনে যে অস্তিত্ব রক্ষার এমন এক অবিরাম যুদ্ধ চলছে, তা ক'জনই বা জানে! আসলে নৈতিকতার মাপকাঠিতে প্রকৃতিকে বিচার করা যায় না, সেখানে যে কোনও মূল্যে টিকে থাকাই হল শেষ কথা।

*(লেখক মাটিগাড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৭

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। আকর্ষণীয় বা মনোহর ৪। যে প্রক্রিয়ায় খাদ্য থেকে শরীর পুষ্টি পায় ৫। অলৌকিক বা দেবতা সম্পর্কিত ৭। ভূসম্পত্তি বিক্রির দলিল ৮। পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুর কুল ৯। কাঠমিস্ত্রির কাঠ ফুটো করার যন্ত্র ১১। সম্পত্তি গচ্ছিত রেখে শর্তসাপেক্ষে অর্থগ্রহণ ১৩। গলার দু'পাশের হাড় ১৪। উচ্ছৃঙ্খল ১৫। নানা রংয়ের।

**উপর-নীচ :** ১। খাম, প্যাকেট ২। নয় ফোঁটার তাস ৩। বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রষ্টতা ৬। নিয়োগ করা বা কাজে লাগা ৯। স্মৃতিকথা বা ডায়েরি ১০। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান ১১। কোয়েলজাতীয় একটি পাখির নাম ১২। অল্প কয়েকদিন।

**সমাধান ■ ৪৩৭৬**

**পাশাপাশি :** ১। হাবিজাবি ৩। কথক ৫। কমলাকর ৭। তেপায়া ৯। অতসী ১১। চকমিলানো ১৪। মাসিক ১৫। কতবেল।

**উপর-নীচ :** ১। হাতেনাতে ২। বিপাক ৩। কপিলা ৪। কসুর ৬। কপোত ৮। পাচক ১০। সীতাফল ১১। চশমা ১২। মিশুক ১৩। নোলক।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# জল্পনার অবসান, আইপিএলে ধোনি!

**চেন্নাই, ২২ ফেব্রুয়ারি :** আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর! সমস্ত 'হ্যাঁ'-'না' আর গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস জানিয়ে দিল, আসন্ন আইপিএলেও হলুদ জার্সিতে মাঠে নামছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সিএসকে-র সিইও কাশী বিশ্বনাথন নিজেই এই খবর নিশ্চিত করেছেন।

বয়স ৪৪। ব্যাটিংয়ে আগের সেই ধার নেই, এখন সাধারণত শেষের দিকেই নামেন। তবু, 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর ক্যারিশমা এবং মাঠে তাঁর উপস্থিতি আজও চেন্নাইয়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ। গত দুই মরশুমে রুতুরাজ গায়কোয়াড় দলের অধিনায়ক হলেও, তাঁর অনুপস্থিতিতে কিংবা বিপদে পড়লে ধোনির হাতেই ওঠে দলের রাশ। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন এমএসডি-র ম্যাচ রিডিং, নিখুঁত স্ট্যাটেজি এবং শান্ত মেজাজ আজও বোলারদের কাছে রীতিমতো আতঙ্কের।

*মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে সংশয় কাটালেন সিএসকে-র সিইও কাশী বিশ্বনাথন।*

প্রতি বছরই আইপিএলের আগে ধোনির অবসর নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। কিন্তু তিনি নিজে কখনও সরে যাওয়ার কথা স্পষ্ট করে বলেননি। সম্প্রতি এক পডকাস্টে ধোনি জানিয়েওছিলেন, এই মুহূর্তে ধারাভাষ্যকার হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই, কারণ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। এই মন্তব্যেই অনেকেই আঁচ করেছিলেন যে মাহি এখনও বাইশ গজ ছাড়তে প্রস্তুত নন! সেই অনুমান যে একেবারেই ভুল ছিল না, এবার তা প্রমাণ করে দিল সিএসকে-র এই আনুষ্ঠানিক বার্তা। সুতরাং, এবারও গ্যালারিজুড়ে যে চিপক থেকে ইডেন- সর্বত্রই 'ধোনি... ধোনি' রব উঠতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

# স্পিন জাদুতে লঙ্কা-দহন ইংল্যান্ডের

## জন্মদিনে ব্রুককে জয় উপহার

ইংল্যান্ড-১৪৬/৯ শ্রীলঙ্কা-৯৫

**পাল্লেকেলে, ২২ ফেব্রুয়ারি :** পাল্লেকেলের বাইশ গজ এমনিতে স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য। আর সেই চেনা ঘূর্ণি পিচেই যদি খোদ লঙ্কান ব্যাটাররা ইংরেজদের স্পিনের জালে জড়িয়ে আত্মসমর্পণ করেন, তবে তাকে ক্রিকেটীয় ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! শনিবার টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে ঠিক এই দৃশ্যই দেখল ক্রিকেট বিশ্ব। মাত্র ১৪৬ রান সম্বল করেও ৫১ রানের অনায়াস জয় ছিনিয়ে নিল ইংল্যান্ড। আর সেই সঙ্গে ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক পেলেন তাঁর জন্মদিনের সেরা উপহার।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা মন্দ করেননি লঙ্কান ওপেনাররা। মনে হচ্ছিল, ১৪৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা বুঝি খুব অনায়াসেই পার হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইন-আপ। ১৫ রানে বিনা উইকেটে থেকে পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করতে লাগল ৩৪ রানে ৫ উইকেট! জোফ্রা আর্চারের গতির ধাক্কায় যখন লঙ্কান শিবিরে কাঁপন ধরেছে, ঠিক তখনই পার্ট টাইম অফস্পিনার উইল জ্যাকস হাতে তুলে নিলেন জাদুদণ্ড। তাঁর ঘূর্ণির ভেলকিতেই দিকভ্রান্ত হলেন কুশল মেন্ডিস, পবন রত্নায়েকেরা। ৪ ওভার বল করে ৩টি অমূল্য উইকেট তুলে নিয়ে লঙ্কানদের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিলেন জ্যাকস।

> **জন্মদিনের দুর্দান্ত উপহার। একশোর মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে গুটিয়ে দেওয়া, সত্যিই প্রশংসনীয় বোলিং। পিচ কিছুটা মন্থর ছিল। যার সুযোগ বোলাররা দারুণভাবে নিয়েছে।**
>
> -হ্যারি ব্রুক

লড়াই বলতে ওই দাসুন শনাকার একার ৩০ রান। বাকিরা যেন ক্রিজে এলেন আর ড্রেসিংরুমের পথ ধরলেন। কোনও জুটিতেই কুড়ি রানের গণ্ডি পেরোয়নি। আদিল রশিদ ও লিয়াম ডসনের স্পিনের দোসর হয়ে জেমি ওভারটনও তুলে নেন উইকেট। ফলস্বরূপ, মাত্র ১৬.৪ ওভারে ৯৫ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস।

ম্যাচের প্রথমার্ধে ইংরেজ ব্যাটারদের ১৪৬/৯ স্কোরে আটকে রেখে শ্রীলঙ্কা যে স্বপ্ন বুনেছিল, দ্বিতীয় ভাগে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় তা এক লহমায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ডাগআউটে কোচ সনৎ জয়সূর্যর হতাশাভরা মুখটাই বলে দিচ্ছিল, ঘরের মাঠে এই অসহায় আত্মসমর্পণ কতটা যন্ত্রণার। অন্যদিকে, স্পিন-বান্ধব পিচে লঙ্কানদের তাদেরই অস্ত্রে ঘায়েল করে সুপার এইটে নিজেদের অবস্থান মজবুত করল ব্রুকের ইংল্যান্ড।

*তিন উইকেট নেওয়া উইল জ্যাকসকে অভিনন্দন জস বাটলারের।*

ম্যাচ শেষে আক্ষেপ আড়াল করলেন না শনাকা। বললেন, 'হতাশ লাগছে। তবে হারলেও বোলিংয়ে অনেক ইতিবাচক দিক ছিল আমাদের জন্য। দেড়শোর কমে ওদের আটকে রেখেছি। আশা করব দ্রুত ব্যাটিংয়ে ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে পারব আমরা।'

জন্মদিনে দুর্দান্ত জয় উপহার পেয়ে খুশিতে ভাসছেন ব্রুক। ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, 'দুর্দান্ত বার্থ-ডে গিফট। একশোর মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে গুটিয়ে দেওয়া, সত্যিই প্রশংসনীয় বোলিং। পিচ কিছুটা মন্থর ছিল। যার সুযোগ বোলাররা দারুণভাবে নিয়েছে।'

# আইসিসি-র পাশে স্যামি-গাভাসকার

**নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** সুপার এইটের আগাম সূচি বিতর্কে ক্রিকেট মহল দুই ভাগে বিভক্ত। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সুপার এইটের বাছাই সম্পূর্ণ! অভিযোগ, এই পদক্ষেপে বাকি দলগুলিকে 'অসম্মান' করেছে আইসিসি। কেউ আবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার পাশে দাঁড়িয়েছেন। চলতি যে বিতর্কে শামিল সূর্যকুমার যাদবও। ভারত অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, 'আমি হলে সূচি বদলে দিতাম।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচ তথা প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামি, কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের গলায় অবশ্য ভিন্ন সুর। আইসিসি'র পাশে দাঁড়িয়ে স্যামির

> **আমার ধারণা, দুই দেশে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। তাই লজিস্টিক সমস্যা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস। সব বুঝেই এই সিদ্ধান্ত হয়তো নিয়েছে আইসিসি।**
>
> -সুনীল গাভাসকার

## সুপার এইটের সূচি বিতর্ক

যুক্তি, দলগুলি, তাদের সমর্থকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই মূলত এই পদক্ষেপ। এর ফলে দলগুলির পাশাপাশি সমর্থকদের সুবিধা হবে। আগাম বুঝে যাবে, তাদের প্রিয় দলের খেলা কোথায় হবে। সেইমাফিক যাতায়াত-থাকা সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সুপার এইটের অভিযান শুরুর আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে স্যামি বলেছেন, 'বুঝতে পারছি লজিস্টিক কারণেই এই পদক্ষেপ। এতে সুবিধা হবে সমর্থকদেরও। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই আমরাও ধারণা পেয়ে যাচ্ছি। জেনে গিয়েছিলাম জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পর দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের মুখোমুখি হতে হবে।'

সূচি বিতর্কে সমালোচকদের আবার একহাত নিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। পালটা অভিযোগ করেন, 'টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল আইসিসি। তখন কেন কেউ এই নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি? এখনই বা এত কথা বলছে কেন? যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের কাছে এই প্রশ্নটা সবার আগে রাখা উচিত।'

গাভাসকারেরও ধারণা মূলত দল, সমর্থকদের 'লজিস্টিক' সমস্যা এড়াতেই আইসিসি এই সিদ্ধান্ত। আরও বলেছেন, 'কেন এই পদক্ষেপ, সেই ব্যাখ্যা আইসিসি-ই দিতে পারবে। তবে আমার ধারণা, দুই দেশে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। তাই লজিস্টিক সমস্যা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস। সব বুঝেই এই সিদ্ধান্ত হয়তো নিয়েছে আইসিসি।'

# আমরা ব্যর্থ! অকপট অজি স্পিনার জাম্পা

**কলম্বো, ২২ ফেব্রুয়ারি :** খেতাবি দৌড়ের দাবিদার থেকে গ্রুপ লিগেই ছিটকে যাওয়া। বিরাট যে ধাক্কাটা হজম করতে পারছে না অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবোয়ের কাছে হারের পর অনেকে প্রমাদ গুনেছিলেন। শ্রীলঙ্কা সেই কফিনে বাকি পেরেকগুলি পুঁতে দিয়েছে। বিদায়ি ম্যাচে ওমানের মতো দুর্বল দেশকে গতকাল উড়িয়ে দিলেও ছিটকে যাওয়ার হতাশা ভোলা কঠিন।

ম্যাচ শেষে লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার গলাতে সেই সুর। স্বীকার করে নিয়েছেন নিজেদের ব্যর্থতা। রশিদ খানকে পিছনে ফেলে টি২০ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি জাম্পার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'আমরা ব্যর্থ। সত্যি কথা বলতে আমাদের জন্য এই কয়েকদিন খুব কঠিন গেল। সাজঘরের পরিবেশে যার ছাপ। সবাই চুপচাপ। এত দ্রুত বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়া মানতে পারছি না। আমরা হতাশ।'

ওমান ম্যাচে চার উইকেট নিলেও জাম্পার আক্ষেপ, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাঁর আরও ভালো পারফর্ম করা উচিত ছিল। বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা ম্যাচে প্রত্যাশানুযায়ী বোলিং করতে পারিনি আমি। আমার আরও ভালো বোলিং করা উচিত ছিল। মাঝের ওভারে উইকেট নেওয়া আমার দায়িত্ব। দায়িত্বটা যদি ঠিকঠাক পালন করতে পারতাম, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হত। খারাপ লাগছে ভেবে, আজই (ওমান ম্যাচ) আমাদের বিশ্বকাপ থেকে বিদায়। এই দলটা আমরা গত কয়েক বছর ধরে গড়ে তুলেছি। কিন্তু আমরা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ।'

দীর্ঘদিন ধরে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে প্রথম তিনের মধ্যে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে ক্যাঙারুরা। কিন্তু মেগা আসরে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

# অ্যান্টনের মাঠে না নামার কারণ ফাঁস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** এখনও নথিভুক্ত করা যায়নি অ্যান্টন সোজবার্গকে। আর তাই স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি তিনি।

কলকাতায় আসার পর অনুশীলনে অ্যান্টনকে দেখে স্বচ্ছন্দ্য মনে হয়েছে অভিজ্ঞদের। তাঁকে স্কোয়াডে রাখার কথাও ম্যাচের আগে জানান ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু তারপর তাঁকে ১৮ জনের দলে দেখা যায়নি। কারণটা জানালেন অস্কার, 'ও পুরো ফিট। কিন্তু ওর নথিভূক্ত করানোর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। আর সেটা আমার বিষয় নয়। টিএমএস দেরিতে আসায় এই সমস্যা হয়েছে।' অ্যান্টনের এই সমস্যার পাশাপাশি আবার সাউল ক্রেসপোকে নিয়ে সেই পুরোনো চোট সমস্যা আবার মাথা চাড়া দেয়। তাঁর পেশিতে টান ধরেছে বলেই খেলতে পারেননি। তবে এই দুজন না থাকলেও এবার একেবারেই বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল। শুরুর দুই ম্যাচে যেমন ইস্টবেঙ্গল আগে কখনও জেতেনি। তেমনি এত আধিপত্যই বা কবে দেখাতে পেরেছে লাল-হলুদ বাহিনী? অস্কার বলছেন, 'আমরা আধিপত্য নিয়েই শুরু করি। কিন্তু ডিফেন্স হঠাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ শুরুতে প্রতিপক্ষ নিয়ে নেয়। উইংয়ে ওরা আধিপত্য দেখাচ্ছিল সেই সময়। চাপ বাড়ছিল আনোয়ার (আলি) ও জিকসনের (সিং) উপর। তবে সেখান থেকে দ্রুত আমরা বেরিয়ে আসি মাঝমাঠে আধিপত্য দেখিয়ে। লালচুঙ্গনুঙ্গা সেই সময় মাঝমাঠে উঠে এসে ওদের সাহায্য করছিল। ভালো খেলছিল এডমুন্ডও (লালরিনডিকা)।' তবে তাঁর ডিফেন্স খারাপ খেলেছে এটা পুরোপুরি মানছেন না অস্কার। বরং একাধিক বিদেশি এবং মহম্মদ রাকিপ ও নাওরেম মহেশ সিংয়ের না থাকার উপর জোর দিলেন।

*অ্যান্টন সোজবার্গ।*

পরের ম্যাচ শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির বিপক্ষে। তবে ইস্টবেঙ্গল কোচ মনে করছেন তুলনায় কঠিন প্রতিপক্ষ হলেও ফুটবলাররা অনেকেই চেনা, 'ওদের দলে তো ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনীতে ভর্তি। (মাদিহ) তালাল, রাফায়েল মেসি (বাউলি), এদের চিনি। প্রতিপক্ষ হিসাবে কঠিন। ওরা ডুয়েলে সাধারণত হারতে চায় না। দেখা যাক, আমরা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি কিনা। আমাদের কাছে এখন টানা তিন ম্যাচ জেতাই অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।' পরের ম্যাচ শুক্রবার জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে। দলের সঙ্গে আরও খানিকটা মানিয়ে নেওয়ার সময় পাচ্ছেন অ্যান্টন। আশা করা যায় চোট সারিয়ে দলে ফিরবেন সাউল ক্রেসপোও।

# আজ রূপকথার দৌড় নাকি ক্যারিবিয়ান ঝড়?

**মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারি :** চলতি টি২০ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় চমক নিশ্চিতভাবেই তারা! অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মতো পূর্বতন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হেভিওয়েটদের অনায়াসে মাটিতে নামিয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে জিম্বাবোয়ে। সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাদের সামনে এবার নতুন এবং কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। সুপার এইটের হাইভোল্টেজ মেগা ফাইটে সিকান্দার রাজাদের সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়াতে চলেছে টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট এবং অপরাজিত দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একদিকে জিম্বাবোয়ের অদম্য 'জায়েন্ট কিলার' তকমা, অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানদের ভয়ংকর পাওয়ার হিটিং, সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের ৪৪তম ম্যাচে এক ধুন্ধুমার লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব।

## টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

**ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবোয়ে**
সন্ধ্যা ৭টা, মুম্বই

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

গ্রুপ পর্বে স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে সব প্রতিপক্ষকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়ে সুপার এইটে পা রেখেছে শাই হোপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ড্যারেন স্যামির কোচিংয়ে এই দলটিতে রয়েছেন শিমরন হেটমায়ার, রোভম্যান পাওয়েল, শেরফানে রাদারফোর্ডদের মতো বিধ্বংসী সব ম্যাচ উইনার। অন্যদিকে, জিম্বাবোয়ের এই 'রূপকথার দৌড়'-এর নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান ব্রায়ান বেনেটের মতো তরুণ ওপেনারের। টানা তিনটি অনবদ্য এবং অপরাজিত ইনিংস খেলে তিনি এখন দলের ব্যাটিংয়ের প্রধান স্তম্ভ। এছাড়া মিডল অর্ডারে খোদ অধিনায়ক সিকান্দার রাজা এবং রায়ান বার্ল যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আর ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের ক্রিজে বেঁধে রাখতে জিম্বাবোয়ের তুরুপের তাস হতে চলেছেন দীর্ঘকায় পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি।

*ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামার জোসেফ।*

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বাইশ গজ এমনিতে ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য হলেও এবারের বিশ্বকাপে চিত্রটা একটু আলাদা। এখানে প্রথম ইনিংসের গড় স্কোর ১৬০-১৭০ এর আশেপাশে। পেসারদের পাশাপাশি স্পিনাররাও মাঝের ওভারগুলিতে ভালো টার্ন পাচ্ছেন। রাতে শিশিরের প্রভাবের কথা মাথায় রেখে টসজয়ী অধিনায়ক স্বভাবতই রান তাড়া করার পথেই হাঁটতে পারেন।

কাগজে-কলমে এবং অভিজ্ঞতায় ক্যারিবিয়ানরা অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও, জিম্বাবোয়েকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করবে না তারা। অধিনায়ক রাজা হুংকার দিয়েছেন, 'আমাদের হারানোর কিছু নেই, কেউ আমাদের ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেনি। আমরা শুধু নিজেদের খেলাটা উপভোগ করছি।' ক্যারিবিয়ানদের পেশিশক্তির সঙ্গে জিম্বাবোয়ের এই 'হার না মানা' মানসিকতার আগুনে লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার। আরব সাগরের তীরে কি আরও একটা বড়সড়ো অঘটন ঘটতে চলেছে, নাকি ক্যারিবিয়ান ব্রুট-ফোর্সের সামনে উড়ে যাবে জিম্বাবোয়ের স্বপ্ন? উত্তর মিলবে সোমবার সন্ধেতেই!

# গোলসংখ্যা বাড়ানো লক্ষ্য বাগানের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি :** গোলসংখ্যা বাড়িয়ে শীর্ষে থাকার লড়াই সহজ করতে চায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এবারের লিগের আয়তন অসম্ভব ছোট। শুরু করতে না করতেই শেষের কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে কোচ-ফুটবলারদের। ইতিমধ্যেই প্রথম দুই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছে অনেকটা। তাই শুধু জয় নয়, মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, 'আমাকে তো এখন পয়েন্টের হিসেবের সঙ্গে সঙ্গে গোলের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। কারণ ছোট লিগে আপনি একটা ভুল করলেই তার খেসারত দিতে হবে। আর শুধু ম্যাচ জেতা নয়, গোলের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।' আপাতত লক্ষ্য চেন্নাইয়ান এফসির বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জেতা। কেরালা ব্লাস্টার্সের থেকে সোমবার অবশ্যই পরিকল্পনা আলাদা হবে বলে জানালেন, 'দুটো দলের খেলার ধরন আলাদা। ছোট ছোট বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। বল নিজেদের দখলে রাখা, দ্বিতীয় গোলের চেষ্টা। যতই কম প্রস্তুতি নিয়ে থাক, সব দলই কেমন লড়ছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চেন্নাইতে ভালো ভালো ফুটবলার আছে। ভারতীয় যেমন, তেমনি বিদেশিও। তাছাড়া ওরা বহুদিন ধরে এই টুর্নামেন্ট খেলছে। ফলে প্রতিপক্ষ এবং তাদের খেলার ধরন ওদের সবটাই জানা।' চেন্নাইয়ান এফসি এবার দল গড়েছে আলবার্তো নগুয়েরা, এলসিনহোর মতো পরিচিত বিদেশি এবং প্রীতম কোটাল, মন্দার রাও দেশাই, অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়, ফারুখ চৌধুরীদের মতো অভিজ্ঞদের নিয়ে। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দল প্রথম ম্যাচে প্রীতমের আত্মঘাতী গোলে হারলেও ওই ম্যাচে খেলে সমানে সমানে। সেখানে দায়িত্ব নিয়ে প্রায় মাস দুয়েক হাতে পেয়েছেন লোবেরা। তবে লম্বা সময়ের প্রস্তুতি ক্লান্তি এনেছে তাঁর দলে। যা ভাবাচ্ছে কোচকে, 'আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুশীলন করে এবং প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

## আইএসএলে আজ

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম চেন্নাইয়ান এফসি**

**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপে

*চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের অনুশীলনে মোহনবাগানের শুভাশিস বসু, দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ছবি : ডি মণ্ডল*

মোহনবাগানে গোল করার ফুটবলার প্রচুর। তবে লম্বা সময়ের পরে প্রথম ম্যাচে খেলতে নামলে যে খানিকটা সমস্যা হয়, সেই কথা মানতে দ্বিধা নেই অময় রানাওয়াডের, 'এই রকম পরিস্থিতিতে নিজেদের সেরা ফর্মে আসতে সময় লাগে। কোচ আমাদের সাহায্য করছেন নিজেদের সেরা পারফরমেন্স বার করে আনতে।' এই লম্বা সময় না খেলার জন্যই আগের ম্যাচে পাঁচজন পরিবর্ত নিয়ে নেওয়ার পর রবসন রোবিনহোর পায়ে টান ধরে। ফলে শেষদিকটা মোহনবাগানকে ১০ জনে খেলতে হয়। এদিন অবশ্য অনুশীলনে তাঁকে স্বাভাবিকই লাগল। ক্লান্তি কাটিয়ে দলকে চাঙ্গা করতেই এদিন অনুশীলনের শুরুতে 'ফান গেম' খেলালেন ফিটনেস কোচ সের্জিও গার্সিয়া। প্রতি ম্যাচেই প্রচুর সংখ্যায় এসে মাঠ ভরিয়ে ফেলেন সবুজ-মেরুন সমর্থক। আর তাই লোবেরা চান, তাঁর ছেলেরা সমর্থকদের প্রতিদান দিন। বলে গেলেন, 'ওদের কাছে কিছু চাওয়ার নেই। ওরা যেভাবে নিঃশর্ত সমর্থন দেয়, পাশে থাকে, তার প্রতিদান এবার আমাদের দিতে হবে ভালো খেলে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে।' ক্লান্তি কাটিয়ে সেটা তাঁর দল দিতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

# মরশুমের প্রথম ম্যাচে হার মেসিদের

**ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি :** পরাজয় দিয়ে নতুন মরশুম শুরু করল ইন্টার মায়ামি।

রবিবার মেজর সকার লিগের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামি। ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেসের হয়ে গোল করেন ডেভিড মার্টিনেজ, ডেনিস বউঙ্গা ও নাথান ওর্ডেজ।

মরশুমের প্রথম ম্যাচে শুরু থেকেই মাঠে ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি তাঁকে। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে বিশেষ কিছু করতে পারেননি লুইস সুয়ারেজও। উলটোদিকে মেজর সকার লিগে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র হয়ে প্রথমবার খেলতে নেমে নজর কেড়ে নিয়েছেন কোরিয়ান তারকা সন হিউয়েং-মিন। মেসি ও সনের লড়াই দেখতে প্রায় ৭৬ হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। মেজর সকার লিগের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর্শকের উপস্থিতি। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে কোরিয়ান তারকা সনের পাস থেকে প্রথম গোলটি করেন মার্টিনেজ। ৭৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন বউঙ্গা। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ওর্ডেজ তৃতীয় গোলটি করেন। ইন্টার মায়ামির পরবর্তী ম্যাচ ২ মার্চ অরল্যান্ডো সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে।

*সন হিউয়েং-মিনের সঙ্গে লিওনেল মেসি। ম্যাচ হেরে ইন্টার মায়ামির তারকার মুখে এই হাসি স্থায়ী হয়নি।*

## সুর কাটল অভিষেক-ঈশানদের ব্যর্থতায়

# মোদি সাগরে নীল ঢেউ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** তাঁরা নেই কোথাও। কিন্তু না থেকেও মোতেরার প্রতিটা ধূলিকণায় প্রবলভাবে রয়েছেন! কারও জার্সির পিছনে লেখা ‘বিরাট’, কারও গায়ে ‘রোহিত’। কারও হাতে তেরঙা, কেউ আবার দুই গালে জাতীয় পতাকা এঁকে হাজির। রবিবাসরীয় আহমেদাবাদে সব পথের শেষ গন্তব্য একটাই- নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। আক্ষরিক অর্থেই এ যেন এক ক্রিকেট মহোৎসব। সুপার এইটের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ আহমেদাবাদ টগবগ করে ফুটছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি, উবের কিংবা অটো- সব জায়গাতেই নীল জার্সির ভিড়। মোতেরা স্টেশনে নামার পর স্টেডিয়ামে ঢোকার পথটা যেন নীলিমায় মিশে গিয়েছে। মাঠের বাইরে চলছে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা- কে কত আগে গ্যালারিতে ঢুকে টিম ইন্ডিয়ার জন্য গলা ফাটাতে পারেন! যাঁদের পকেটে টিকিট আছে, তাঁরা আজ লর্ডসের বিজয়ীর মতোই বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। আর যাঁদের নেই? তাঁরাও হার মানতে নারাজ। শেষমুহূর্তের টিকিটের আশায় স্টেডিয়ামের গেটে গেটে মরিয়া চেষ্টা আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন হাজার হাজার ভক্ত।

টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করাম। গ্রুপ পর্বে এই মাঠেই তিনটে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো এই চাল। কিন্তু টসের সময় গ্যালারিতে যে ‘ভারত মাতা কী জয়’ ধ্বনি আর বলিউডের গানের গর্জন শুরু হয়েছিল, তা পূর্ণতা পেল দ্বিতীয় ওভারেই। ঘরের ছেলে জসপ্রীত বুমরাহর সেই বিষাক্ত ডেলিভারিতে যখন কুইন্টন ডি ককের স্টাম্পটা ছিটকে গেল, এক লক্ষের গ্যালারি তখন আক্ষরিক অর্থেই ‘মোদি সাগর’। উত্তাল সেই নীল ঢেউয়ের শব্দে কান পাতা দায়!





*শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরছেন ঈশান কিষান।*

*স্কোরবোর্ডে এক রান অবদান রেখে আউট তিলক ভার্মা।*

খেলার মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেরুয়া গ্যালারির মুডও বদলেছে। নেদারল্যান্ডস ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশনে কোনও বদল আনেননি সূর্যকুমার যাদবরা। কিন্তু আহমেদাবাদের ভূমিপুত্র তথা দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে প্রথম একাদশে না দেখে গ্যালারির একাংশে বিস্ময়ের গুঞ্জন। কেন ধারাবাহিকভাবে ওয়াশিংটন সুন্দরই সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলল বেশ কিছুক্ষণ। তবে সেই মেঘ কেটে গেল মুহূর্তেই, যখন প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে স্বয়ং সুন্দর পিচাই বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মাঠে ঢুকলেন। দুই বছর আগে রোহিত শর্মার জেতা সেই সোনালি ট্রফি যখন মাঠের মাঝখানে সাজিয়ে রাখা হল, মোতেরার গগনভেদী চিৎকারে মনে হল আকাশটাই বুঝি ভেঙে পড়বে!

২০২৩-এর সেই অভিশপ্ত রাতের কথা আহমেদাবাদ ভোলেনি। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর নীল সাগরের সেই শোকাতুর নিস্তব্ধতা আজও অনেকের মনে পাথর হয়ে আছে। সেই স্মৃতিই আবার ফিরল ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভার থেকে ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মাদের মিছিল করে প্যাভিলিয়নে ফেরা দেখে। সেই সঙ্গে মোদি সাগরের নীল ঢেউয়ে প্রশ্ন উঠে গেল টিম ইন্ডিয়াকে আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

ভবিষ্যৎ কী হবে, তা মহাকাল বলবে। কিন্তু রবিবার সন্ধের নীল ঢেউ যে রাত বাড়ার সঙ্গে ফিকে হয়ে গেল তা নিয়ে সংশয় নেই।

# পাওয়ার প্লে জেতায়, আবার হারায়ও : সূর্য

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** ঝুলে যাওয়া কাঁধ। শরীরী ভাষায় শূন্যতা। মুখচোখে অবিশ্বাসের ঘোর!

এমন অসহায় আত্মসমর্পণ? এ কোন টিম ইন্ডিয়া? খেলার ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। জসপ্রীত বুমরাহ আউট হওয়ার পর শুধু শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। ঘরের মাঠে চলতি টি২০ বিশ্বকাপ অভিযানে চার ম্যাচেই কমবেশি হোঁচট খেয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের ভারত। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ড ক্রিকেটের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে হল। বাকি থাকা জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ এখন মরণবাঁচনের হয়ে উঠল।

কেন এমন বিপর্যয়? প্রশ্নের জবাবের জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ হারের পর রাতের মোদি স্টেডিয়ামে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব স্বীকার করে নিয়েছেন দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। স্কাইয়ের কথায়, ‘আমাদের শুরুটা খারাপ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় রানের পার্টনারশিপের পরও আমরা ম্যাচে ছিলাম। শেষরক্ষা হয়নি অবশ্য। আমরা একেবারেই ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি। পার্টনারশিপও হয়নি কোনও।’

সোমবার ভারতীয় দল আহমেদাবাদ থেকে চেন্নাই যাচ্ছে। সেখানে বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও শোনা গিয়েছে স্কাইয়ের মুখে। সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে, পাওয়ার প্লে যেমন ম্যাচ জেতায়, তেমন হারিয়েও দেয়। টি২০ ক্রিকেটে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ বেশি থাকে না।’ বিশ্ব খেতাব ধরে রাখতে গেলে টিম ইন্ডিয়াকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, ‘সব ম্যাচেই আমরা শূন্য রানে প্রথম উইকেট হারিয়ে শুরু করছি। আজ আমাদের ব্যাটিং মোটেও ভালো হয়নি। পরের ম্যাচগুলোয় আরও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।’

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের আগে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা অভিষেক শর্মা। শূন্যের হ্যাটট্রিকের পর আজও তিনি করেছেন ১৫। সব বলে ছক্কা হাঁকানোর চেষ্টা অভিষেকের সঙ্গে দলকেও ডোবাচ্ছে। সমাজমাধ্যমে তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছে। অক্ষর প্যাটেলকে বসিয়ে কেন ওয়াশিংটন সুন্দর, চলছে কাটাছেঁড়া। দলের সহকারী কোচ রায়ানের মতে, তাঁরা সেরা একাদশই নামিয়েছিলেন!



*আউট হওয়ার পরই কি ম্যাচের ভাগ্য বুঝে গিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব?*

## নমোর মুখে প্রবাসী ক্রিকেটারদের কথা

**নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** টিম ইন্ডিয়ার শুধু ১৫জন নয়, চলতি বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশি। অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতি দলেই প্রবাসী ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপস্থিতি। বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ইতালির মতো দলগুলিতে।

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে সেইসব প্রবাসী ভারতীয়দের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ‘সবাই এখন টি২০ বিশ্বকাপ দেখতে ব্যস্ত। আমি নিশ্চিত, ম্যাচ

### ‘মন কি বাতে’ বিশ্বকাপ

দেখার সময় কোন কোন ক্রিকেটার আপনাদের নজর কাড়ছে। হয়তো তিনি অন্য দেশের জার্সিতে খেলছেন। কিন্তু নাম শুনলেই পরিষ্কার, তিনি আমাদের দেশের। যা বাড়তি আনন্দ দেয়। কারণ তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। পরিবার সেখানে থাকার কারণে সেদেশের হয়ে খেলছেন।’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলের প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেন, ‘আমেরিকা দলে কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট পর্যন্ত খেলেছেন। মোনাঙ্ক প্যাটেল গুজরাটের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৮ খেলেছে। মুম্বইয়ের সৌরভ নেত্রভালকার, হরপ্রীত সিং এবং দিল্লির মিলিন্দ কুমার সকলেই আমেরিকার হয়ে খেলার জন্য গর্বিত।’



*টি২০ বিশ্বকাপে মোনাঙ্ক প্যাটেলদের খেলায় মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।*

*ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে তুফান রায়।*

## জিতল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে রবিবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৯২ রানে হারিয়েছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে সূর্যনগর ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৩ রান তোলে। রাজকুমার কমরি ৫৬ ও তুফান রায় ৫৮ রান করেন। সুদীপ সিনহার শিকার ৪৫ রানে ২ উইকেট। জবাবে মিলনপল্লি ৩৩.৫ ওভারে ১২১ রানে সব উইকেট হারায়। পবন সাহা ৩৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা তুফান ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। সোমবার নামবে তরুণ তীর্থ ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

# পেপের আনন্দ কমাল আর্সেনালের বড় জয়

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ ফেব্রুয়ারি :** এতিহাদ স্টেডিয়ামে খেলা শেষের বাঁশি বাজতেই মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুড়লেন পেপ গুয়ার্দিওলা। বুকে টেনে নিলেন কোচিং স্টাফকে। মুখের চওড়া হাসি বলে দিচ্ছিল যেন যুদ্ধ জয় করলেন। নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ২-১ গোলে জয়ে পেপের বাঁধন হওয়ার নেপথ্যে অন্য কারণ। প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে এক নম্বরে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ২৫ রাউন্ডের শেষে ম্যান সিটির ব্যবধান ছিল ৬ পয়েন্টের। শনিবার রাতের জয়ে যা নেমে এসেছিল চারে। লিগে এখনও দুই দলের ১১টি করে ম্যাচ বাকি। যার মধ্যে রয়েছে সিটি-আর্সেনাল ম্যাচও।

### জিতল লিভারপুলও

ম্যাচের পর তিনি সিটির ফুটবলারদের বলে দেন, ‘এখন আমাদের তিনদিন ছুটি। আমি ছেলেদের বলেছি, এই তিনদিন তোমরা প্রচুর কাইপিরিনহা আর ডাইকিরি (ককটেল) খেয়ে জীবনটা উপভোগ করো।’ ১৪ ও ২৭ মিনিটে ম্যান সিটির লেফট ব্যাক নিকো ও’রিলি জোড়া গোল করেন। ২২ মিনিটে নিউক্যাসলের গোলটি লুইস হলের।

কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ অনেকটাই মুছে গিয়েছে রবিবার আর্সেনালের বড় জয়ে। ৪-১ গোলে তারা হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পারকে। এবেরেচি এজে ও ভিক্টর গিয়োকেরেস জোড়া গোল করেন। টটেনহামের গোলটি র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির।

লিভারপুল ১-০ গোলে জিতেছে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে। বল পজেশনে লিভারপুল এগিয়ে থাকলেও গোল পেতে সমস্যায় পড়ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার গোল করেন। ২৭ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা ৬ নম্বরে উঠে এসেছে।



*নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত পেপ গুয়ার্দিওলা।*

## জিতল জেওয়াইএমএ

**জলপাইগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার জেওয়াইএমএ ৭ উইকেটে জিতেছে মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগারের বিরুদ্ধে। প্রথমে মোহিতনগর ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৪ রান করে। প্রবীর সূত্রধরের অবদান ১৮ রান। সুজিত যাদব ১২ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে জেওয়াইএমএ ২০ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিশ্বজিৎ ভাওয়াল ৩৫ রান করেন। প্রবীর সূত্রধর ৩ রানে পেয়েছেন ১ উইকেট।

## জয়ী ২০১৫ ব্যাচ

**শীলতকুচি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** জোড়পাটকি হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০১৫ মাধ্যমিক ব্যাচ ৭ উইকেটে জিতেছে ২০১৭ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০১৭ প্রথমে ৯ উইকেটে ৬২ রান করে। ২০১৫ জবাবে ৫.৫ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ধ্রুবজ্যোতি অধিকারী। পরে ২০১৬ ব্যাচ ৩ রানে হারিয়েছে ২০১৮ ব্যাচকে। ২০১৬ প্রথমে ৫ উইকেটে ১৩৯ রান তোলে। ২০১৮ জবাবে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা চন্দ্রশেখর বর্মন।

দিনের শেষ ম্যাচে ২০১৩ ব্যাচ ৬৩ রানে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচকে। ২০১৩ প্রথমে ৭ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ২০১২ জবাবে ৭ উইকেটে ১২৫ রানে আটকে যায়।

# তিরিশের পর ৫০০ গোল রোনাল্ডোর

**রিয়াধ, ২২ ফেব্রুয়ারি :** কয়েকদিন আগেই ৪১ বছরে পা রেখেছেন। কিন্তু এই বয়সেও একের পর এক নজির গড়ে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে আল নাসের ৪-০ গোলে হারিয়েছে আল হাজেমকে। জোড়া গোল করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৩০ বছর বয়সের পর ৫০০ গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। যে বয়সে ফুটবলাররা খেলা ছেড়ে পুরোদমে কোচিংয়ে চলে আসেন, সেই বয়সে এখনও ‘চির তরুণ’ ক্রিশ্চিয়ানো।

এদিন ম্যাচের ১৩ ও ৭৯ মিনিটে গোল করেন রোনাল্ডো। আল নাসেরের বাকি দুটি গোল কিংসলে কোম্যান ও অ্যাঙ্গেলো গ্যাব্রিয়েলের। এই জয়ের সুবাদে আল নাসের ২২ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে আল হিলালকে সরিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে। ম্যাচের পর রোনাল্ডো বলেছেন, ‘আমি সৌদি আরবে খুব সুখে রয়েছি। এই দেশ আমার পরিবার ও বন্ধুদের দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। আমি সৌদি আরবেই খেলা চালিয়ে যেতে চাই।’ কয়েকদিন আগে ক্লাবের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে চলতি মাসের শুরুর দিকে কয়েকটি ম্যাচ খেলেননি তিনি। পরে ক্লাবের সঙ্গে কথা বলার পর ফের মাঠে ফেরত আসেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

এই ম্যাচের পর রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬৪। ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে দরকার আর ৩৬টি গোলের। আপাতত সেই লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

*নজির গড়ে ঐতিহ্যবাহী আরবিয়ান পোশাকে রোনাল্ডো।*



*খেলার আগে ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরিচিতি সারছেন কর্মকর্তারা।*

## শুরু নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ

**নকশালবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** খালপাড়া নিখিল স্মৃতি ময়দানে রবিবার শুরু হল নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ। উদ্বোধনী ম্যাচে অতুল ইলেভেন আরাহ হারিয়েছে নেপালকে। ম্যাচের সেরা অতুলের রাজা পান্ডে। দ্বিতীয় ম্যাচে বুড়াগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব জিতেছে রুদ্র ইলেভেনের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা বুড়াগঞ্জের কুমার রায়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের উদ্যোগে উদ্বোধন হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ১৬টি দল। ফাইনাল ২ মার্চ। চ্যাম্পিয়নরা পাবে ট্রফির সঙ্গে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার। রানার্সদের জন্য রয়েছে ট্রফি সহ ২ লক্ষ টাকা। *ছবি : মহম্মদ হাসিম*

# জয় দিয়ে প্রকাশচন্দ্র কাপ শুরু দাদাভাইয়ের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপ রবিবার শুরু হয়েছে। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফি ক্রিকেটের উদ্বোধনী দিনে দাদাভাই ৬০ রানে হারিয়েছে

আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টসে জিতে দাদাভাই ২০ ওভারে ১১৬ রানে অল আউট হয়। সংস্থিতা বিশ্বাসের অবদান ৩৬ রান। প্রিয়া কুমারী ২৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ১৮.৩ ওভারে ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৮ রান স্নেহা সাহার। পূজা সিং ১, ভূমি ৯ ও সঞ্চিতা অধিকারী ১০ রানে নেন ২ উইকেট।

শ্যামবাজার প্রতীক সংঘ ৯ উইকেটে জিতেছে অসমের হোজাই গার্লস টিমের বিরুদ্ধে। প্রথমে হোজাই ১৯.৪ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে প্রতীক ৮.১ ওভারে ১ উইকেটে ৬৪ রান তুলে নেয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ঋদ্ধিমান সাহার কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, দাদাভাইয়ের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, সচিব বাবুল পালচৌধুরী প্রমুখ।

*উদ্বোধনে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব।*

## বিবেকানন্দতে জ্যোতিষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবল লিগের জন্য রবিবার শেষদিনে ৬টি ক্লাবে ৪৬ জন সই করেছেন। পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, ২টি ক্লাব এই পর্বে খেলোয়াড়দের সই করায়নি। তারা অপেক্ষায় রয়েছে স্পেশাল সইয়ের। রবিবার উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে বিবেকানন্দ ক্লাবে জ্যোতিষ রায়, শচীন দাস, বিবেক মল্লিক ও অরিন্দম সাহা সই করেছেন। অভিনব বিশ্বকর্মা, বুবুন রায় ও সত্যম প্রধান গিয়েছেন জিটিএসসি-তে। অচিন্ত্য গুপ্তকে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব সই করিয়েছে।

## বেল্ট পরীক্ষা

**আলিপুরদুয়ার, ২২ ফেব্রুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বীরপাড়ার একটি হোটেলে বেল্ট গ্রেডেশন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। ৮টি বিভাগে অংশ নেয় ১২২ জন খেলোয়াড়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন ভক্তি নগর-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা জীবন কৃষ্ণ পাল - কে 16.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94H 49401 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে এবং এই ধরনের আর্থিক স্বাধীনতা পাওয়ার এটাই সঠিক সময়। এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাকে কোনও বাধা ছাড়াই আমার চাহিদা পূরণে স্বাধীন করে তুলবে। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, ভক্তি নগর - এর একজন